আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

কর্মসূচি পন্ডে নুরুল আমীনের প্রস্তুতি



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ মুসলিম লীগের দুঃশাসনে পুড়ছে গোটা পূর্ববঙ্গ। সবাই ক্ষুব্ধ। ভাষার ওপর **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ২১ || সোমবার || ফাল্গুন ২ || ১৪২৭ || রজব ৩ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 21 || 15 February || 2021 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

২৫ হাজার অভিবাসী আশ্রয় পাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষায় ২৫ হাজার অভিবাসন প্রত্যাশীকে অবেশেষে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। অভিবাসন আদালতের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হবে। বার্তা সংস্থা এপির রিপোর্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন নতুন প্রশাসন ট্রাম্প আমল থেকে মেক্সিকো সীমান্তে অপেক্ষায় থাকা হাজার হাজার অভিবাসন প্রত্যাশী ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের প্রতি সদয় হয়েছে। গত শুক্রবার তাদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেয়ার বিষয়ে বাইডেন প্রশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে আগামী সপ্তাহ থেকে মাঠ পর্যায়ে অভিবাসীদের গ্রহণ কার্যক্রম শুরু হবে। এপির রিপোর্ট মতে, অভিবাসীদের গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা জানালেও তাদের কোন পয়েন্ট দিয়ে দেশটিতে ঢুকতে দেয়া হবে কেন্দ্রীয় প্রশাসন তা খোলাসা করেনি। **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

বন্ধ হচ্ছে গুয়ানতানামো বে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কিউবার গুয়ানতানামো বে সামরিক কারাগারের একটি আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সহযোগীরা। এর মধ্য দিয়ে বিতর্কিত বন্দিশিবিরটি **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

খালাস ট্রাম্পঃ যা বললেন বাইডেন

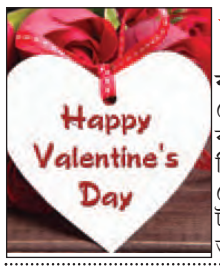




বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ- ক্যাপিটল হিলে কলঙ্কজনক হামলার পর ট্রাম্প কংগ্রেসে অভিশংসিত হলেও সিনেটের বিচারে দ্বিতীয়বারের মতো বেকসুর খালাস পেয়ে গেছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্পের বেকসুর খালাস পাওয়াকে গণতন্ত্রের জন্য অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত শনিবার সিনেটে বিচারের রায় ঘোষণার পর নিজের প্রতিক্রিয়ায় এই মন্তব্য করেন তিনি। বাইডেন বলেন, চূড়ান্ত **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

করোনায় নষ্ট হয় শুক্রাণু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মানুষের বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে। শুক্রাণুর সংখ্যা শূন্যেও নামিয়ে আনতে পারে। ইতালির ফ্লোরেন্স **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**



ভ্যালেন্টাইন্স ডে কেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অনেকের জন্যই ফেব্রুয়ারি মাস মানেই প্রেমের মাস। হাতে গোলাপ, মনে বসন্তের ছোঁয়া, এসবকে সঙ্গে করেই শুরু হয়ে যায় একটা বছরের প্রেম পর্ব; এ বছরটিও তার বিন্দু মাত্র ব্যাতিক্রম নয়। রোজ ডে দিয়ে শুরু, এরপর প্রোপোজ ডে, চকোলেট ডে, টেডি ডে, প্রমিজ ডে, হাগ ডে, কিস ডে এবং টানা এক সপ্তাহের প্রেম পর্বের সর্বশেষ হল বহু প্রতীক্ষিত ভ্যালেন্টাইন্স ডে। আজ ভ্যালেন্টাইনস **(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)**

ভ্যাকসিন নিয়ে আজহারী যুক্তি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

আন্দোলনের সূচনা হলো: ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- কংগ্রেস ভবনে নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় কংগ্রেসে অভিশংসিত হলেও সিনেটে আবারও রেহাই পেলেন সদ্যোবিদায়ি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেশটির ইতিহাসে তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি এক মেয়াদে পর পর দুইবার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে অভিশংসিত হয়েছেন। আর ক্ষমতা ছাড়ার পর শুধু তাঁকে নিয়েই উচ্চকক্ষে অভিশংসনের বিচারের **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**



সবচেয়ে 'খারাপ' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, 'ভালো' ওবামা!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে 'খারাপ' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, 'ভালো' ওবামা! হ্যাঁ, ইউগভ ও ইকোনোমিস্টের যৌথ জনমত জরিপ বলছে, মার্কিন ইতিহাসে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ২৪ লাখ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে ১০ কোটি ৯১ লাখ এক হাজার নয়শ ছয়জন এবং মারা গেছে ২৪ লাখ পাঁচ হাজার তিনশ ৮৮ জন। বিশ্বে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেছে আট কোটি ১১ লাখ ২৬ হাজার দুশ ১৪ জন এবং বর্তমানে আক্রান্ত অবস্থায় রয়েছে দুই কোটি ৫৪ লাখ ২০ হাজার ৫০ জন। বিশ্বে করোনায় **(বাকি অংশ ৪২পাতায়)**

তিন ইস্যুতে মাঠে নামছে বিএনপি

ঢাকা : তিন ইস্যুতে মাঠে নামছে বিএনপি। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন, **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email : apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
IATA
ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $689+
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(নিম্নাঙ্কিত সেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY”

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

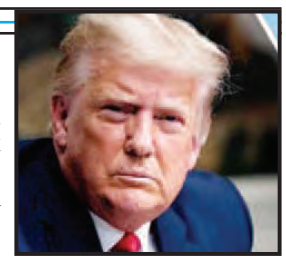
বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //February 15 // 2021

সিনেটে ট্রাম্পের অভিশংসন বিচার শুরু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিশংসন বিচার সাংবিধানিক বলে জানিয়েছে দেশটির পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেট। এতে গত মাসে ক্যাপিটল ভবনে হামলায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে ট্রাম্পের বিচারের পূর্ণ কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন মিলেছে। কিন্তু তাকে দোষী সাব্যস্তকরণ যে কতটা কঠিন হবে; তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন রিপাবলিকান সিনেটররা। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি ও বিবিসি'র। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইনজীবীদের দাবি, হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর তিনি আর বিচারের মুখোমুখি হতে পারেন না। তারা এই বিচার কার্যক্রম বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু সিনেটে বিচার শুরু করার (বাকি অংশ ০৮ পাতায়)

মরদেহ ঢাকায় নিয়ে দাপনের দাবী নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের

শাহীন রেজা নূরের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনের সন্তান, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি ফাহিম রেজা নূরের মেজ ভাই এবং প্রজন্ম '৭১-এর সাবেক সভাপতি সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর আর নেই। শুক্রবার (১২ ফেব্রুয়ারী) কানাডার ভ্যাংকুভারের একটি হাসপাতালে স্থানীয় সময় রাত ১০টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন। তার ইন্তেকালে নিউইয়র্ক ও কানাডায় বসবাসকারী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।



শোক প্রকাশকারীদের মধ্যে রয়েছেন: একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী, প্রবীন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বেলাল বেগ, চলচ্চিত্রকার কবির আনোয়ার, কমিউনিটি লিডার মোরশেদ আলম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সউদ চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শফি চৌধুরী হারুন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসান বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে তাজুল ইমাম, গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, ওমর ফারুক খসরু ও মনির হোসেন, অর্থনীতিবিদ ড. শফিক ইসলাম, ডা. টমাস দুলু রায়, সিনিয়র সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, শীতাংশু গুহ ও সালাহউদ্দিন আহমেদ, কবি হাসান আল আব্দুল্লাহ, লেখিকা নাজনিন সিমন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ওবায়দুল্লাহ মামুন, স্বীকৃতি বড়ুয়া, রওশন আরা নিপা, শুভ রায়, আহনাফ আলম, গোপাল স্যানাল, আবুল কালাম সোয়েব, রূপা খানম, ইসমাইল হোসেন স্বপন, সেমন্তী ওয়াহেদ, ডানা ইসলাম, তোফাজ্জল লিটন, সাইদুর রহমান লিংকন, সাইমুম সোহেল, তাহেরা তারা প্রমুখ।

এদিকে সাংবাদিক শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার'। সংগঠনটির পক্ষ থেকে নূরের মরদেহ দেশে নিয়ে যেন বুদ্ধিজীবী গোরস্তানে দাফন করার দাবী জানানো হয়েছে।

'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার'-এর শোক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রজন্ম '৭১ তার জন্মলগ্ন থেকেই শাহীন রেজা নূর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। '৭৫ সালে পরিকল্পিত ভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর, দেশ যখন উল্টোদিকে ধাবিত হচ্ছিল ঠিক তখনই প্রজন্ম '৭১ একটি পোস্টার ছেপেছিল, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ছবি দিয়ে নিচে ক্যাপশন ছিল, 'তোমাদের যা বলার ছিল, বলেছে কি তা বাংলাদেশ?'। ঠিক তারপর থেকেই সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পালে হাওয়া লেগেছিল এবং ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

আরো উল্লেখ্য, দেশের জন্য আত্মত্যাগী বুদ্ধিজীবীদের সন্তানরা বেশীরভাগই তাদের বাবা-মায়েদের পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে কিছুটা হলেও নতুন দেশের জন্য মেধা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর স্বাধীনতার পর দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক হয়েছিলেন, সেই সাথে যুদ্ধাপরাধীদের আইনীভাবে শাস্তি দেবার জন্য বিশাল ভূমিকা রাখেন এবং আদালতে সাক্ষী দেন। আর পাকিস্তান আমলে যখন আল বদর রাজাকাররা শহীদ সাংবাদিক ও বঙ্গবন্ধুর বন্ধু এবং ৬ দফার প্রচার ও জনমত গঠনে নিবেদিত সিরাজুদ্দীন হোসেন কে অপহরণ করেন তখন তিনিও একই পদে আশীন ছিলেন, খুনীরা তাই টার্গেট করে বিজয় দিবসের কয়েকদিন আগে তাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে মেজ ছেলে শাহীন রেজা নূর বাবার পদে যেতে পেরেছিলেন বলেই দেশের জন্য ও দশের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতে পেরেছিলেন।

আমরা সাংবাদিক শাহীন রেজা নূরের অকাল মৃত্যুতে শোকাহত ও মর্মাহত। এই কঠিন সময়ে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নিউইয়র্ক চ্যাপাটের সভাপতি ফাহিম রেজা নূর সহ পরিবারের সবার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ করছি মরহুম শাহীন রেজা নূরের মরদেহ দেশে নিয়ে যেন বুদ্ধিজীবী গোরস্তানে দাফন করার ব্যবস্থা করা হয়।



রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসে পাসপোর্ট সেবার অনলাইন এপয়েন্টমেন্ট কার্যক্রম শুরু

রোম: ইতালীর রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ফেসবুকে পাসপোর্ট সেবার জন্য অনলাইনে এপয়েন্টমেন্ট প্রদান কার্যক্রম সরাসরি প্রচার করেছে। শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) সকাল ৯:৫০ থেকে সরাসরি প্রচারিত এ অনুষ্ঠানে রোমস্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, প্রিন্ট ও টিভি মিডিয়ার সাংবাদিক এবং বিপুল সংখ্যক অনলাইন দর্শকের পাশাপাশি দূতাবাসে উপস্থিত এপয়েন্টমেন্ট গ্রহণকারী সেবা-প্রত্যাশীরাও অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান তার সূচনা বক্তব্যে আমন্ত্রিত উপস্থিত ও অনলাইনের সকল অতিথিকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, এপয়েন্টমেন্ট অবমুক্তকরণ কার্যক্রম সরাসরি প্রচারের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও কারিগরি বিষয়টি তুলে ধরে এ বিষয়ে সবার মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভ্রান্ত ধারণা নিরসন এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'প্রবাসী-বান্ধব' নীতি অনুসরণ করে নিরলসভাবে ইতালী, মন্টেনিগ্রো ও সার্বিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, দূতাবাস প্রবাসীদের কল্যাণে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আগামী শনিবার ও রোববার (১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১) ছুটির দিনে পাসপোর্ট বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সময় দূতাবাসের পাসপোর্ট ও ভিসা উইং-এর প্রথম সচিব শেখ সালেহ আহাম্মেদ এপয়েন্টমেন্ট প্রদানের বিভিন্ন কারিগরি দিক সম্পর্কে সাংবাদিকসহ উপস্থিত অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সরাসরি প্রচারিত এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ০১-৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রায় দুই হাজার এপয়েন্টমেন্ট অনলাইনে অবমুক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম পাসপোর্ট, ভিসা, সার্টিফিকেটসহ সকল প্রকার কন্স্যুলার সেবা অনলাইন এপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। প্রতি শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় এই এপয়েন্টমেন্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ডিসেম্বর ২০২০ এর শুরু থেকে দূতাবাস প্রতি শুক্রবার দূতাবাসে উপস্থিত সেবা-প্রত্যাশীদের উপস্থিতিতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে অনলাইন এপয়েন্টমেন্ট প্রদান কার্যক্রম সরাসরি প্রদর্শন করে আসছে। এবারই প্রথম ফেসবুকের মাধ্যমে এপয়েন্টমেন্ট প্রদান কার্যক্রম সরাসরি প্রচার করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকসহ সকলেই এপয়েন্টমেন্ট প্রদান প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও কারগরি বিষয়টি সাধারণের কাছে সহজভাবে তুলে ধরার জন্য দূতাবাসের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে স্বাগত জানান। উল্লেখ্য, এসময় নিয়মিত কন্স্যুলার ও পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রমও অব্যাহত ছিল। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জিয়ার 'মুক্তিযোদ্ধা খেতাব' বাতিলের সিদ্ধান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি চরম অবমাননা

ফ্রান্স মহিলা দল



জামান সরকার, হেলসিংকি থেকেঃ শহীদ রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্তকে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি চরম অবমাননা বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদিকা মমতাজ আলো। গত ১১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দলটির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদিকা ও ফ্রান্স মহিলা দলের সভাপতি মমতাজ আলো বলেন, 'শেখ হাসিনা সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শামিল।'

তিনি আরো বলেন, 'সরকার যদি এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তা হবে জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। এতে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করা হবে।' তিনি আরো বলেন, জিয়াউর রহমানই প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধের ডাক দিয়ে কালুরঘাট থেকে বিদ্রোহ করে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেন। সেইসাথে তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের কমান্ডার।'

জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেত্রী বলেন, 'স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারই ক্ষমতায় ছিল। তারাই তো জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে জিয়াউর রহমানকে সর্বোচ্চ খেতাব বীর উত্তম উপাধি দিয়েছিল।'

মহিলা নেত্রী মমতাজ আলো সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মুক্তিযোদ্ধা খেতাব কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিএনপিসহ সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে রাজপথে সুনামির ন্যায় ধেয়ে এসে প্রতিরোধ করার আহবান জানান।





সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা



মাহমুদ রেজা চৌধুরী

সম্প্রদায় বলতে নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীক বুঝি। ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি। এই সবকিছু সব সম্প্রদায়ের সামাজিক চিন্তার অন্তর্গত। আর 'সাম্প্রদায়িক' বলতে যে কোন সম্প্রদায়ের নেতিবাচক কোনো চিন্তা, কোন বৈষম্য এবং অবিচারকে বেশি বোঝায়। ইংরেজিতে এর একটিকে বলে 'কমিউনিটি', অপরটি 'ক-মিউনাল'। দুটো শব্দ শুনতে প্রায় একই রকম মনে হলেও এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশাল।

সম্প্রদায় থেকে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হতেই পারে। তবে তার দায়ভার যতটা না কোন সম্প্রদায়ের তার চেয়ে বেশি রাজনীতির। সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টা রাজনীতি থেকে বা রাজনীতির শ্রেণীর স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়। ইতিহাসে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে।

১৯৫২ সালের আটই ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারী) দিনটা বাঙালী সম্প্রদায় এবং সংস্কৃতি পাঠে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য এবং ঐতিহাসিক দিন বা দিবস বলা যায় একে। এই দিনের আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল বাঙালী সম্প্রদায়ের একটি রাজনৈতিক মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে সঞ্চারিত। এই রাজনীতির সাথে বাঙালীর জন্ম-জন্মান্তরের একটি ইতিবাচক সংস্কৃতির যোগসুত্রতা অবশ্য-ই আছে। সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির যৌক্তিকতা ছিল, তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর একটি ন্যায্য দাবী কে কেন্দ্র করেও। দাবিটা ছিল, পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের মাতৃভাষা বাংলা কে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্ন নিয়ে। এই দাবিটা ছিল সেই সময়ে আমাদের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির ন্যায্য অধিকারের একটি দাবি।

পরবর্তীতে মেঘনা, যমুনা ও সিন্ধু নদীর নানান গতিপথের সঙ্কীর্ণতায় এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ন্যায্য দাবিটাকে প্রকারান্তরে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক চিন্তা বা মতবাদ বলেও তৎকালীন ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণী মনে করে। তারা 'সম্প্রদায়ের' চিন্তাকে 'সাম্প্রদায়িক' করে সমাজের অভ্যন্তরে একে অন্যের প্রতি আস্থাহীনতার কৃষ্টি হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। কেন করে। সেটা আরেক প্রসঙ্গ। অন্য কোন সময় সেই আলোচনা হবে।

একটা কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, সম্প্রদায় নয়, সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রদায়ের ভেতরে এক ধরনের ক্যান্সার কিংবা কোন কঠিন রোগের মতো-ই সংক্রামিত হয় খুব দ্রুত। এটাও একটা সামাজিক দূরারোগ।

আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং তার বিজয় ছিল সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রভুত্বকে না মানবার। প্রভু না মানার সংস্কৃতি। দুই হাজার একুশ সালে এসেও দেখছি আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে আমরা যে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভু সংস্কৃতিকে ধিক্কার দিয়েছিলাম, দুঃখজনক হলেও এটা এখন সত্য যে, সেই 'প্রভু সংস্কৃতি' এখনো সমাজ ও রাষ্ট্রে বিরাজমান আছে। যেখানেই এই প্রভু সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিরাজ করবে সেখানে 'সাম্প্রদায়িকতা' পাখা মেলে উড়বে-ই।

১৯৫২ সালের আটই ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারী) দিনটা বাঙালী সম্প্রদায় এবং সংস্কৃতি পাঠে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য এবং ঐতিহাসিক দিন বা দিবস বলা যায় একে। এই দিনের আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল বাঙালী সম্প্রদায়ের একটি রাজনৈতিক মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে সঞ্চারিত।

১৯৫২ সালের আমাদের যে বিজয় ছিল সম্প্রদায়ের ইতিবাচক কল্যাণের অর্থে, কাল- ক্রমে সেই বিজয় আজকে নানা জায়গায় নানাভাবে নানান সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে বন্দি হয়ে যাচ্ছেও বলা যায়। এটা আমাদের ৫২'র বিজয়ের পরাজয়।

পুরনো দিনের মতোই এখনো আমরা অনেকে প্রশ্ন তুলি ভাষা ও ধর্মকে আলাদা করে। দুটোকে আলাদা করতে চেষ্টা করি। তাই কেউ, কেউ প্রশ্ন করেন বাঙালীরা মুসলমান কিনা। অথবা মুসলমানদের ভাষা বাংলা কিনা। অনেকে আবার এটাও বলি যে, বাঙালী মুসলমান। বাঙালী মুসলমান বলতে একটা সম্প্রদায়, আরেকটা ধর্ম। দুটো মনে হয় ভিন্ন কিছু। একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন করবার এক ধরনের অপচেষ্টা। প্রকৃত অর্থে ভাষার সাথে ধর্মের কোন বিরোধ নেই। এই বিরোধ চিন্তটা 'সাম্প্রদায়িক' বা 'কমিউনাল' চিন্তার অংশ।

এটা অস্বীকার করা খুব কঠিন যে, বাঙালী জাতির মধ্যে সম্প্রদায় চিন্তা যতটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে সেই অর্থে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের 'সাম্প্রদায়িকতা' সমাজকে বিভক্ত করে বেশি। বাঙালী জাতি দুটি প্রধান ধর্মে বিভক্ত। একটি হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ অপরটি ইসলাম অনুসারী। উভয়ের মাতৃভাষা এক। সংস্কৃতিও অনেকটা অভিন্ন। বাধা, সংঘাত বা দ্বন্দ্ব কোথাq? সেটা বাঙালীর ধর্ম বিশ্বাস কেন্দ্রিক না যতটা তার চাইতে বেশি বাঙালীর ধর্ম চিন্তার অজ্ঞানতা, অতিরিক্ত দুর্বলতা, অথবা অতিরিক্ত অবজ্ঞা বা অবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। অথবা বিশেষ কোন মহলের বিশেষ কোন নেতিবাচক চিন্তা এটা। এই চিন্তা গোষ্ঠীর বড় একটি অংশ মূলত মানুষের সহজাত ধর্ম 'বিশ্বাসকে' ব্যবহার করে নিজেদের রাজনীতি এবং অর্থনীতির শ্রেণী স্বার্থকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। এটা আমরা ভুলে যাই যে কোন সম্প্রদায়ের ভেতরে নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাসকে অবহেলা অথবা অসম্মান করা সম্প্রদায়ের ইতিবাচক কল্যাণ কে নির্দেশ করে না বরং সেটা অনু-প্রাণিত এবং উৎসাহিত করে সম্প্রদায় কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার অপ-শক্তিকে। এই কথাতে এটা অনেকটাই প্রমাণ হয় যে, সম্প্রদায়ের ভেতর সাম্প্রদায়িকতার উৎসটা রাজনৈতিক।

বাঙালী জাতির একটি বড় দুর্বলতা, আমাদের দৃষ্টি এবং চিন্তার সংকীর্ণতার একটি দিক। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত। সবার মধ্যে এই সংকীর্ণতা বেশ কাজ করে বলে মনে হয়। বাঙালী জাতির নানান অহংকারের একটি সবাই কমবেশি মনে করি, 'আমরাই' সব জানি। কেউ, কেউ অন্য কাউকে জানার ব্যাপারে ন্যূনতম শ্রদ্ধা দেখাতেও কুণ্ঠা বোধ করি। এটাও আরেক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা। আমাদের অনেকের মধ্যে 'প্রগতিশীলতা' অর্থ সবার আগে নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা। অথবা নিজের ধর্মকে অসম্মান করা। এই পথে চললে সহজেই নিজেকে 'প্রগতিশীল' বলে বাঙালী সমাজেও প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। বাঙালী সমাজে যে কোন ধর্মের প্রতি কোন প্রকার বিশ্বাস বা আনুগত্য। এটাকে এক ধরনের অপ্রগতিশীল চিন্তা অথবা 'কমিউনাল' বলেও বলা হয়। এটা আমাদের মানসিকতার সংকীর্ণতা। যুগের প্রবাহ কিনা তা অবশ্য জানিনা।

সাম্প্রদায়িকতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একের উপর অন্য দল বা শ্রেণীর আধিপত্য সৃষ্টি করার অসুস্থ মনস্তাত্ত্বিক অনুপ্রবেশের অপচেষ্টা বা প্রবণতা। এটা রাজনীতি এবং অর্থনীতি উভয়ের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য।

সাম্প্রদায়িকতা কেবল ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করেই হয় তা-ও না। রাজনীতি এবং অর্থনীতিতেও হয়। তাই যে কোন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কেবল ধর্মকে চিহ্নিত করাটা যুক্তিসঙ্গত না। কিন্তু লক্ষ্য করি, অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন আধিপত্যবাদকে সাম্প্রদায়িক বলি না যতটা ধর্মকেন্দ্রিক হলে সেটাকেই সাম্প্রদায়িক বলি। এটাও আমাদের চিন্তার সংকীর্ণতা।

পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনীতিতে অনেক সময় সম্প্রদায় এবং সাম্প্রদায়িকতা তার জাতীয়তাবাদ চিন্তা-চেতনার জন্ম দিয়েছে বলেও বলা হয়। ১৯৯৪ সালে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত সমাজ গবেষক ভারতের জয়া চ্যাটার্জির একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটির নাম 'বেঙ্গল ডিভাইডেড'।

এই বইটা পড়ে জানতে পারি, বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বিতীয়বার ভাগ হয়। দ্বিতীয়বার বাংলা ভাগ নিশ্চিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত হয় যার লক্ষ্য ছিল, ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশকে ভাগ করা। তখন থেকেই শুরু আদর্শ ও রাজনৈতিক আচরণের দিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন জটিল রূপের মিশ্রণ এবং উপমহাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভেতরকার ঐক্য কে নষ্ট করে দিয়ে সেখানে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ঘটানো।

ভারতের আরেক সমাজ গবেষক এবং লেখক শ্রী অম্লান দত্ত তার একটি রচনা, 'বাংলাদেশ দেখে এলাম' এই রচনাতে লেখক এক জায়গায় লেখেন: 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব আমি দেখিনি। সাম্প্রদায়িক বৃদ্ধি থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে মুক্ত সাধারণ মানুষের মন। হিন্দুদের ভেতর ভয় সংশয় (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers.

ElderServe Health, Inc, doing business as RiverSpring Health Plans, contracts with both the Centers for Medicare and Medicaid Services and the New York State Department of Health to offer you personalized care coordination and help you remain in your own home and live as independently as possible.

RiverSpring Health Plans offers a care management concierge service that provides our members, their families and caregivers with truly personalized support. **We are the family that families reach out to in times of need**. RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers, bringing care and compassion into the homes of our members 24 hours a day, 7 days a week.

RiverSpring Health Plans operates RiverSpring MAP (HMO-D-SNP), a dual Medicare and Medicaid plan that offers affordable prescription drug coverage, access to the best doctors and hospitals, in addition to a $155 a month over the counter benefit, and more. With RiverSpring MAP, our members will have a "one-stop shop" and receive covered Medicare and Medicaid benefits through a single plan and a trusted care team.

Call 1-800-362-2266 (TTY: 711) from 8am-8pm Eastern Time, 7 days a week and a RiverSpring MAP benefits professional will be happy to answer questions about the services available to you. RiverSpring Health Plans has several plan options and we can help you choose the right one for you.

RiverSpring MAP is an (HMO D-SNP) plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in RiverSpring MAP depends on contract renewal.

ElderServe Health, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

You can get this information for free in other languages. Call 1-800-362-2266 and TTY/TDD: 711 during 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time, 7 days a week. The call is free.

RiverSpring Health Plans

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

জনশক্তি রপ্তানি : নতুন বাজার খুঁজতে হবে

বাংলাদেশ থেকে আরো শ্রমিক নেবে মালদ্বীপ। চুক্তির ভিত্তিতে কাঠামো তৈরি করে এ দেশ থেকে কর্মী নিয়োগ দেবে তারা। বাংলাদেশের সঙ্গে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়েছে মালদ্বীপের। বাংলাদেশ সফরে এসে এক যৌথ প্রেস ব্রিফিংয়ে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেছেন। এটি আমাদের জন্য একটি ভালো খবর। কারণ জনশক্তি রপ্তানি আমাদের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখে। এই জনশক্তির পাঠানো অর্থই রেমিট্যান্স বা প্রবাস-আয় নামে পরিচিত। অর্থনীতিতে ও সমাজে প্রবাস-আয়ের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত। বর্তমানে মালদ্বীপে প্রায় ৮০ হাজার বাংলাদেশি কাজ করছে।

মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি করে থাকে বাংলাদেশ। তবে এসব দেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম। দক্ষ জনশক্তির বাজারটি ভারতের দখলে, এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানও বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। কার্যত দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি বাংলাদেশ গুরুত্ব দিয়ে কখনো ভেবেছে বলে মনে হয় না। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আরো বেশি রেমিট্যান্স আয় সম্ভব হতে পারে। কারণ দক্ষ জনশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বেশি আয় করবে। এর জন্য কর্মনিষ্ঠা ও যথার্থ কর্মপরিকল্পনা দরকার। গাদা গাদা অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে যা আয় হবে, অল্পসংখ্যক দক্ষ জনশক্তি তার চেয়েও বেশি আয় করতে পারবে। ভালো লেখাপড়া জানা থাকায় প্রবাস-জীবনে তাদের ভোগান্তিও কম হবে। এ জন্য যে ট্রেডগুলোর কদর বেশি সেই ট্রেডগুলোতে তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। অনেকে নিজেরাই দক্ষতা অর্জন করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়। তাদের শুধু বৈদেশিক রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত করাই যথেষ্ট। তাদের ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো তাদের দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রটি খুঁজে বের করতে হবে। অর্থাৎ জনশক্তির নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করতে হবে। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার কিছু কাজও করছে। প্রতি উপজেলায় একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। দক্ষ জনশক্তি খোঁজা এবং তাদের জন্য বাজারের সন্ধান করা জরুরি। জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থেই তা করা দরকার।

বর্তমান সময়ে দক্ষতার বিকল্প নেই। দক্ষ জনশক্তির রপ্তানি বাড়াতে পারলে রেমিট্যান্সও বাড়বে, তাতে আমাদের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাতটি আরো শক্তিশালী হবে। বিদেশে যারা নিয়োজিত হচ্ছে, তাদের নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।



২০২১ সালের তিনটি বড় সমস্যা

নোয়াম চমস্কি ও বিজয় প্রসাদ

বিশ্বের বৃহৎ অঞ্চলগুলো– চীনসহ অল্প কয়টি দেশের বাইরে একটি ভয়াবহ ভাইরাসের শিকার। তবুও বিভিন্ন দেশের সরকারের অপরাধসম অযোগ্যতার দরুন এ বিপদকে থামানো হয়নি। ধনী দেশগুলোর এসব সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বৈজ্ঞানিক সংগঠনগুলোর মৌলিক নির্দেশনাও এড়িয়ে যাচ্ছে উন্নাসিকতার সাথে। এটা তাদের বিদ্বেষ-প্রবণতাই উন্মোচন করে দিয়েছে। পূর্বোক্ত ভাইরাস মোকাবেলার ক্ষেত্রে টেস্টিং, কন্টাক্ট ট্রেসিং ও আইসোলেশনের চেয়ে কম কিছু করা এবং এসব যথেষ্ট না হলে অস্থায়ীভাবে হলেও লকডাউন আরোপ করা মূলত পন্ডশ্রম। এটাও সমপরিমাণ উদ্বেগজনক যে, এসব অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী রাষ্ট্র 'ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ'-এর নীতি অবলম্বন করছে। এরা 'জনগণের ভ্যাকসিন' তৈরি করার নীতি গ্রহণ না করে করোনা ভ্যাকসিন মজুদ করার মধ্য দিয়ে এ জাতীয়তাবাদের প্রমাণ দিচ্ছে। মানবতার স্বার্থে, এটাই প্রজ্ঞার পরিচয় হবে যে, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের বিধিবিধান স্থগিত এবং সবার জন্য তথা, সর্বজনীন ভ্যাকসিন তৈরি করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে। আমাদের সবার মন জুড়ে আছে প্যান্ডেমিক নিয়ে দুশ্চিন্তা। একই সাথে বড় কয়েকটি বিষয় আমাদের মানবজাতি ও এ গ্রহের আয়ুর প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে। এসব ইস্যু হলো পারমাণবিক বিনাশ, জলবায়ু দুর্যোগ এবং সামাজিক সম্পর্কের নব্য উদারতাবাদী ধ্বংসকান্ড।

পরমাণু ধ্বংসযজ্ঞ

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে 'দি বুলেটিন অব দ্য অ্যাটমিক সায়েন্টিস্টস' ডুমস্ড ক্লক বা 'মহাবিনাশের সময় নির্ধারক ঘড়ি'র কাঁটা এমনভাবে ঠিক করেছে যে, আর মাত্র এক শ' সেকেন্ড পরেই মধ্যরাতের সূচনা হবে, যা অত্যধিক উদ্বেগের হেতু। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আণবিক অস্ত্র তৈরি করার দুই বছর পরেই এ ঘড়ি বানানো হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। উক্ত বুলেটিনের বিজ্ঞান ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত পর্ষদ প্রতি বছর এ ঘড়ির সময়ের মূল্যায়ন করে থাকে। তারাই সিদ্ধান্ত নেন, ঘড়িটির মিনিটের কাঁটা আগের জায়গায়ই থাকবে, না কি তা সরিয়ে দেয়া হবে। তাদের এ ঘড়ির সময় নির্ধারণের কাজ শেষ হতে হতে মহাবিশ্বের মহাপ্রলয়ের সময় আরো ঘনিয়ে আসতে পারে। এ দিকে বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলো বসে রয়েছে সাড়ে ১৩ হাজার পারমাণবিক হাতিয়ারের একেবারে কাছেই এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সীমিতভাবে করার চুক্তিগুলোও ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে। দুনিয়াতে যত পরমাণু অস্ত্র আছে, এগুলোর ৯০ শতাংশেরও বেশি আছে দু'টি রাষ্ট্র রাশিয়া আর আমেরিকার হাতে। এসব অস্ত্র সহজেই গ্রহটাকে মানুষের বাসের আরো অযোগ্য করে তুলতে পারে। মার্কিন নৌবাহিনী ইতোমধ্যেই কৌশলগত ড৭৬-২ পরমাণু অস্ত্র মোতায়েন করেছে। এ অবস্থায়, অবিলম্বে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের আশু উদ্যোগ অবশ্যই নেয়া দরকার গোটা বিশ্বেরই। প্রতি বছর ৬ আগস্ট পালন করা হয় 'হিরোশিমা দিবস।' দিনটি আরো গভীর চিন্তাভাবনা ও প্রতিবাদের দিবস হতে হবেই।

জলবায়ু দুর্যোগ

২০১৮ সালে একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের শিরোনাম ছিল বিস্ময়কর : 'সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে বন্যা বেড়ে যাবে বিধায় ২১ শতকের মাঝামাঝি বেশির ভাগ ছোট দ্বীপ বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।' এ নিবন্ধের লেখকরা দেখতে পেয়েছেন, সিচেলিস থেকে মার্শাল পর্যন্ত দ্বীপপুঞ্জগুলো বিলীন হয়ে যাওয়ারই কথা। ২০১৯ সালে, জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রাণী ও উদ্ভিদের এক মিলিয়ন প্রজাতি বিলুপ্তির মুখে। এর সাথে ভেবে দেখুন, দাবানল দুর্যোগ আর প্রবালের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা। এখন এটা স্পষ্ট, জলবায়ু দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে একথা সেকথা বলে সময় নষ্ট করার বিলাসিতা আর নয়। আমাদের বিপদ ভবিষ্যতে নয়, বর্তমানে। বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলো ফসিল জ্বালানি থেকে অন্য জ্বালানির দিকে যেতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ প্রয়োজন তাদের অঙ্গীকার 'অভিন্ন দায়িত্ব' পালনের জন্য। এ কথাই বলা হয়েছিল ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত, জাতিসঙ্ঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনে। এটা উপলব্ধির বিষয় যে, জ্যামাইকা আর মঙ্গোলিয়ার মতো দেশ প্যারিস চুক্তি অনুসারে, ২০২০ সালের মধ্যে নিজ নিজ জলবায়ু পরিকল্পনা হালনাগাদ করেছে। অথচ বিশ্বে কার্বন নিঃসরণের দায় তাদের সামান্য। এ প্রক্রিয়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণের জন্য তহবিল বরাদ্দের যে ওয়াদা করা হয়েছিল, বাইরের ঋণ ফুলে ফেঁপে ওঠায় তাদের সে তহবিল কার্যত শুকিয়ে গেছে। এটা 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়'-এর সিরিয়াস না হওয়ার একটি প্রমাণ।



নব্য উদারতাবাদীদের দ্বারা সামাজিক চুক্তি ধ্বংস

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করছে না জনগণের প্রতি। এ জন্য সেসব দেশে মুনাফাবাজদের স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পণ্যে পর্যবসিত হয়েছে সুশীলসমাজ। এর অর্থ, বিশ্বের এ অংশে, সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত। মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক দুর্বলতার পরিণামে ভয়াবহ সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এহেন দুর্বলতার দরুন বিলিয়নিয়ার ধনীরা এমন পলিসি প্রণয়নের সুযোগ পেয়ে যান, যা ক্ষুধার্তের হার বাড়িয়ে দেয়। কেবল সংবিধানে কী লেখা আছে, তা দিয়ে দেশগুলোকে বিচারবিবেচনা করা উচিত হবে না। বার্ষিক বাজেট কত, তা দিয়ে কোনো দেশকে যাচাই করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে- যুক্তরাষ্ট্র এক ট্রিলিয়ন ডলার (অনুমিত গোয়েন্দা বাজেটসমেত) ব্যয় করে থাকে কেবল যুদ্ধের অস্ত্রের পেছনে। অথচ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হয় তার একটা ভগ্নাংশ মাত্র। এবার মহামারীর সময়ে প্রমাণিত হয়েছে, স্বাস্থ্য পরিচর্যা খাতের দশা কী। পাশ্চাত্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতিকে 'তেলতেলে' করে রাখে অস্ত্র চুক্তিগুলো। সম্প্রতি আরব আমিরাত এবং মরক্কো ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয় এই শর্তে যে, তারা যথাক্রমে ২৩ বিলিয়ন ও ১ বিলিয়ন ডলার দামের মার্কিন অস্ত্র কিনতে পারবে। ফিলিস্তিনি, সাহরাভি কিংবা ইয়েমেনি জনগণের অধিকার এসব চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বই পায়নি। যুক্তরাষ্ট্র কিউবা, ইরান ও ভেনিজুয়েলাসহ ৩০টি দেশের বিরুদ্ধে বেআইনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আর এটাই যেন স্বাভাবিক। এমনকি, 'কোভিড-১৯' মহামারী চলাকালে জনস্বাস্থ্য সঙ্কটের সময়েও এ নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্লকের দেশগুলোতে মানুষ তাদের সরকারকে বাধ্য করতে পারছে না করোনাকালে হলেও বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করার জন্য। এসব সরকার নামেমাত্র গণতান্ত্রিক। ক্ষুধার ক্রমবর্ধমান হার থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষকে এ গ্রহে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। একই সময়ে, চীনে অতি দারিদ্র্য উচ্ছেদ এবং ব্যাপকভাবে ক্ষুধা দূর করার খবর এসেছে।

এ গ্রহের জন্য 'যমজ হুমকি' হলো, পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞ আর জলবায়ু দুর্যোগে বিনাশ। নব্য উদারতাবাদের হামলায় বিগত জেনারেশনের ক্ষতি হয়ে গেছে প্লেগ মহামারীর মতো। এখন তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য স্বল্পমেয়াদি সমস্যাগুলোও আমাদের সন্তান এবং সন্তানদের সন্তানের নিয়তি সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নগুলোকে হটিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বসঙ্কট এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এর নিরসনের জন্য দরকার বিশ্বজনীন সহযোগিতা। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে তৃতীয় বিশ্বের চাপে বিশ্বের বড় বড় শক্তিসমূহ ১৯৬৮ সালের 'পরমাণু অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি' করতে রাজি হয়েছিল। অবশ্য, তারা অত্যধিক গুরুত্ববহ হলেও ১৯৭৪-এর 'নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। শক্তির যে ভারসাম্য এমন একটি শ্রেণীগত অ্যাজেন্ডা আন্তর্জাতিক মঞ্চে উপস্থাপন করেছিল, তা আর সেখানে নেই। দুনিয়ার দেশে দেশে সরকারের চরিত্রে পরিবর্তন আনার জন্য বিশেষত দরকার পাশ্চাত্যে রাজনৈতিক গতিশীলতা। তবে সেটা প্রয়োজন উন্নয়নশীল বড় দেশগুলোতেও (যেমন ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা)। পরমাণু যুদ্ধ, জলবায়ু দুর্যোগ আর সামাজিক ধসে যে সর্বনাশ ডেকে আনছে তার প্রতি পর্যাপ্ত ও যথাশীঘ্র মনোযোগ দেয়ার জন্য চাই জোরালো আন্তর্জাতিকতাবাদ। সামনের দিনের কাজগুলো কঠিন এবং এগুলো সমাধা করতে আর বিলম্ব নয়। consortiumnews.com-এর সৌজন্যে।

লেখকদ্বয়: আব্রাম নোয়াম চমস্কি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ইতিহাস বিশারদ, সমাজ সমালোচক ও রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্ট। আর বিজয় প্রসাদ ভারতীয় ইতিহাসবিদ, সম্পাদক ও সাংবাদিক। তিনি Left word Books- এর প্রধান সম্পাদক। লেখাটির ভাষান্তর করেছেন মীযানুল করীম

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারী	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
ফজর	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪
সূর্যোদয়	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৬	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪১	৬.৪০
জোহর	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.০৯	১২.০৯
আসর	৩.৪৯	৩.৫০	৩.৫১	৩.৫৩	৩.৫৪	৩.৫৫	৩.৫৬
মাগরিব	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯
এশা	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫৩	৬.৫৪

ভাষার মর্যাদায়ই আমাদের মুক্তি



এ কে এম শাহনাওয়াজ

প্রায় তিন দশক আগের কথা। ১৯৯১ সালের জুন মাস। আমি কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে অবস্থিত 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ'-এর লাইব্রেরি ব্যবহার করেছিলাম কিছুদিন। লাইব্রেরিতে বই দেওয়া-নেওয়ার দায়িত্বে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিলেন। এত দিনে তাঁর নামটা ভুলে গেছি। ধরে নিচ্ছি, তিনি বিনয়বাবু। বিনয়ের অবতার ছিলেন। আমার সঙ্গে টুকটাক গল্প হতো। বাংলাদেশের মানুষের বাংলা ভাষাপ্রীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। সেই তুলনায় তাঁর ততটাই ক্ষোভ কলকাতার বাঙালীদের প্রতি। তাঁর বিচারে বাংলা ভাষা তেমন মর্যাদা পাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দপ্তরের যে বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে, তাতে বিনয়বাবুর ঘোর আপত্তি। একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি। সেই স্মৃতিচারণা করে প্রায়ই বলতেন, আহা! কী চমৎকার বাংলা আপনাদের, জেব্রাক্রসিংকে লিখেছেন 'পথচারী পারাপার'। পুরো সত্তায় গর্বিত বাঙালী বিনয়বাবু স্বগতোক্তি করে বলতেন, 'দাদা, বাংলা ভাষা মর্যাদা নিয়ে বিশ্বদরবারে টিকে থাকবে শুধু বাংলাদেশের বাঙালীদের জন্য।' বিনয়বাবুর এ ধারার কথা শুনতে সংগত কারণেই আমার ভালো লাগত।

২০১১-র ডিসেম্বরের একটি খন্ডচিত্র। ঢাকায় এসেছেন কলকাতার একজন সমাজকর্মী ও গবেষক। আমাদের বন্ধু মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল দেখা যায় না, তাই ঢাকায় এসে আশ মিটিয়ে আমাদের বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখেছেন। মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাঁর। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তবে মেনে নিতে পারেননি বায়ান্নস্নাত বাংলাদেশের চ্যানেলগুলোতে বাংলা ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের প্রবণতা। মনোতোষদা বললেন, যখন কলেজে পড়তেন সেই তরুণ বয়স থেকে তাঁরা কলকাতায় একুশের প্রভাতে প্রভাতফেরি করে আসছেন। হিন্দি ও ইংরেজি ব্যবহারের গ্রাস থেকে তাঁরা মুক্তি চান। এ কারণে একুশ তাঁদের প্রেরণা। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাঁদের অপার ভক্তি। সেই মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোর নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। বললেন, আপনাদের চ্যানেলে কেন আমরা প্রমিত বাংলা শুনব না। যে দেশে একুশে ফেব্রুয়ারির জন্ম হয়েছে সে দেশে তরুণদের জন্য নির্মিত অনুষ্ঠানে ইংরেজি-বাংলার মিশেল শব্দে স্মার্ট হওয়ার প্রবণতা কেন? 'প্রিয় দর্শকে'র মতো সুন্দর শব্দ থাকতে উপস্থাপক-উপস্থাপিকা কেন 'ভিউয়ার্স' বলে সম্বোধন করেন?

এমনি করে ২০ বছরের মধ্যে দুজন ভারতীয় বাঙালি দুই ভাবে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। আমি মনে করি, দুটি মন্তব্যই যথার্থ ও অন্তর্ভেদী। এ সময়ে বাংলা ভাষার প্রতি যে অবজ্ঞার প্রকাশ আমার কাছে অনেক ক্ষেত্রে তা কৃত্রিম বলে মনে হয়। এক ধরনের মানসিক দীনতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাণিজ্যচিন্তায় বাংলা ভাষাকে লাঞ্ছিত করতে আমরা দ্বিধা করি না। শহরকেন্দ্রিক এক শ্রেণির শিক্ষিত পরিবার বুঝে না বুঝে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াতে গিয়ে ছেলে বা মেয়েটিকে বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার জায়গা তৈরি হতে দিচ্ছেন না। পুরো একটি লাইন বাংলায় বলা এদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে।

একসময় প্রয়াত সরদার ফজলুল করিম স্যার খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আসতেন। একদিন শিক্ষক লাউঞ্জে স্যারকে প্রশ্ন করলাম, এখন স্বল্পশিক্ষিত অথবা শিক্ষিত ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত অনেকেই ছেলে-



মেয়ের বিয়েতে ইংরেজি ভাষায় নিমন্ত্রণপত্র লেখেন কেন? যত দূর দেখেছি সরদার স্যার মানুষকে কষ্ট দিয়ে কোনো কথা বলেন না। স্যার স্বভাবসুলভ মৃদু হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বললেন, এ হচ্ছে শ্রেণিসংকট। একজন বাঙালী আরেকজন বাঙালীকে সামাজিক নিমন্ত্রণ যখন বিজাতীয় ভাষায় করেন তখন বোঝা যায় একটি বিশেষ শ্রেণিতে যে তাদের অবস্থান রয়েছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর এর চেয়ে বড় সুযোগ আর নেই। এসব মানসিক দৈন্যেরই প্রকাশ।

এ দেশে প্রচুর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোটি নিম্নমানের, কোনোটি মধ্যম মানের, আবার কোনোটি মানসম্মত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি। নিম্ন ও মধ্যম মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে ভর্তি হতে না পারা শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি, এসব শিক্ষার্থীর অনেকেরই ভাষাজ্ঞানের ভিত্তি খুব দুর্বল। ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা অনেক বেশি। তাই শিক্ষকদের ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা শুনে এবং ইংরেজি ভাষায় উত্তরপত্র লিখতে এদের ত্রাহি অবস্থা। অনেক শিক্ষক দুঃখ করে বলেন, এসব শিক্ষার্থীকে পাস করানো এবং মোটামুটি ভালো গ্রেডে পাস করানোর বাণিজ্যিক দায়িত্ব রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাই ভাষা-বানান না দেখে সে বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে কি না তা দেখেই নম্বর দিতে হয়। অথচ এই শিক্ষার্থীই বাংলা মাধ্যমে পড়তে পারলে অনেক বেশি মেধাচর্চার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারত।

আজ বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর মানুষ মর্যাদার চোখে দেখলেও ভাষাযোদ্ধাদের উত্তরাধিকার এ সময়ের আমাদের অনেকের আচরণে বাংলা ভাষার প্রতি প্রকৃত সম্মানবোধ যেন নেই। ছোটবেলায় পবিত্র কোরআন শরিফ পড়ানোর সময় মৌলভি সাহেব বলতেন, সঠিক উচ্চারণ ও যথাযথ সুর-লয়ে কোরআন তিলওয়াত করতে হবে। না হলে গুনাহগার হতে হবে। ঠিক একইভাবে শিক্ষক ও শিক্ষিতজনের কাছে ইংরেজি লেখায় এক-আধটু বাক্যগঠন ও বানান ভুল ভয়ানক অন্যায় ও নিন্দার বলে পরিত্যাজ্য হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলা ভাষা প্রয়োগে কেমন ঢিলেঢালা ভাব। অনেকের মধ্যে আবার বাংলা শুদ্ধভাবে লিখতে বা বলতে না পারার মধ্যে এক অদ্ভুত অহংবোধ কাজ করে।

সড়ক-মহাসড়কের পাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা দোকানের বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড পড়া আমার পুরনো অভ্যাস। এই অভ্যাস গড়ে উঠেছে একটি বিশেষ কারণে। কারণ পথ চলতে দৈবাৎ বিস্মিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। যখন হঠাৎ চমকে উঠে দেখি গোটা সাইনবোর্ডটিই শুদ্ধ বানানে লেখা!

বাংলা সংবাদপত্রগুলোর একটি বিষয় আমাকে পীড়িত করে। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা অনেক সময় ভাবতে চান না লাখ লাখ পাঠক পত্রিকার মাধ্যমে যেমন শিক্ষিত হতে পারেন, আবার বিভ্রান্তির আবর্তে তলিয়েও যেতে পারেন। এত দিনেও আমরা বোধ করি সর্বজনগ্রাহ্য একটি বানানরীতিতে পৌঁছতে পারিনি। বাংলা একাডেমি একটি প্রমিত বানানরীতি চালু করেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডেরও একটি বানানরীতি আছে। বাংলা একাডেমির বানানরীতির সঙ্গে এর মিল অনেকটাই। বাংলাদেশের বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাগুলো এবং গ্রন্থপ্রণেতারা সাধারণত প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করে থাকেন। কিন্তু একটি অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে আমাদের সংবাদপত্রে ব্যবহৃত বানানরীতির ক্ষেত্রে। অনেক বাংলা সংবাদপত্র নিজেদের একটি বানানরীতি চালু রেখেছে। সেই রীতিতেই এরা শব্দবিন্যাস করে। ফলে পাঠক বাংলা বানান ব্যবহারে বিভ্রান্ত হন। আমাদের মনে হয়, বানানের ওপর এমন অতি স্বাধীনতা ভোগ না করাই উত্তম। টিভি চ্যানেলগুলোর বেশির ভাগের অনুষ্ঠান শুরু আর শেষে যে লেখাগুলো পর্দায় ভাসে বা স্ক্রলে সংবাদের শিরোনাম লেখা হয় তাতে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল বানানের ছড়াছড়ি থাকে। এসব চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ একবারও ভাবে না তারা লাখ লাখ দর্শককে শিক্ষিত বা বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা রাখে। অথচ এদের এসব অজ্ঞতা প্রকাশের আনন্দ কেন তা আমার বোধগম্য নয়। এভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানসিকতা প্রতিদিন বাংলা ভাষাকে অসম্মান করছে।

শেষ করছি বছর পাঁচেক আগের একটি উদাহরণ দিয়ে। কারো কারো জন্য নতুন কথা নয়। আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। সে বছর আমি পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। আমি ফরাসি, স্প্যানিশ ও লাতিন ভাষা জানি না। ফলে পদে পদে বিপাকে পড়তে হয়েছে আমাকে। এসব দেশের বেশির ভাগ মানুষই ইংরেজি বলেন না। অনেকেই ইংরেজি চর্চার ধার ধারেন না। রাস্তার সাইনবোর্ড, বাসস্টেশন, রেলস্টেশন বা দোকানপাটে এবং দ্রব্যসামগ্রীর গায়ে ইংরেজি লেখা দৈবাৎ চোখে পড়ে। প্যারিসের বিখ্যাত ল্যুভর মিউজিয়ামে লাখ লাখ বিদেশি পর্যটক গেলেও কোনো প্রদর্শিত বস্তুর গায়ে ইংরেজি লেখা নেই। ভাবখানা যদি জানতে চাও তো আমার ভাষা শিখে নাও।

গ্রিস আর রোম ছাড়া ইউরোপের বাকি অঞ্চলের সভ্যতা শূন্য থেকে বেড়ে ওঠে মধ্যযুগে। এর অনেক আগেই আমাদের সভ্যতা উচ্চাঙ্গে পৌঁছেছিল। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের এগিয়ে চলার গতি থামিয়ে দিয়েছিল। ইউরোপের দেশগুলো যখন নিজ ভাষা চর্চা করে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠতে পারছে তখন আমরা শিখছি নিজ ভাষা রসাতলে যাক, শুধু ইংরেজি ভাষাচর্চাই সব মুক্তির একমাত্র বটিকা।

ঐতিহ্যিক শক্তি ধারণ করে আধুনিক সময়ে বৈশ্বিকভাবে দেশ ও নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে ইংরেজি বা অন্য ভাষাকে বন্ধুর মতো পাশে রেখে-সাথি করে সবার আগে যে মাতৃভাষার চর্চা এগিয়ে রাখা দরকার এই বোধ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মুক্তি নেই।

লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

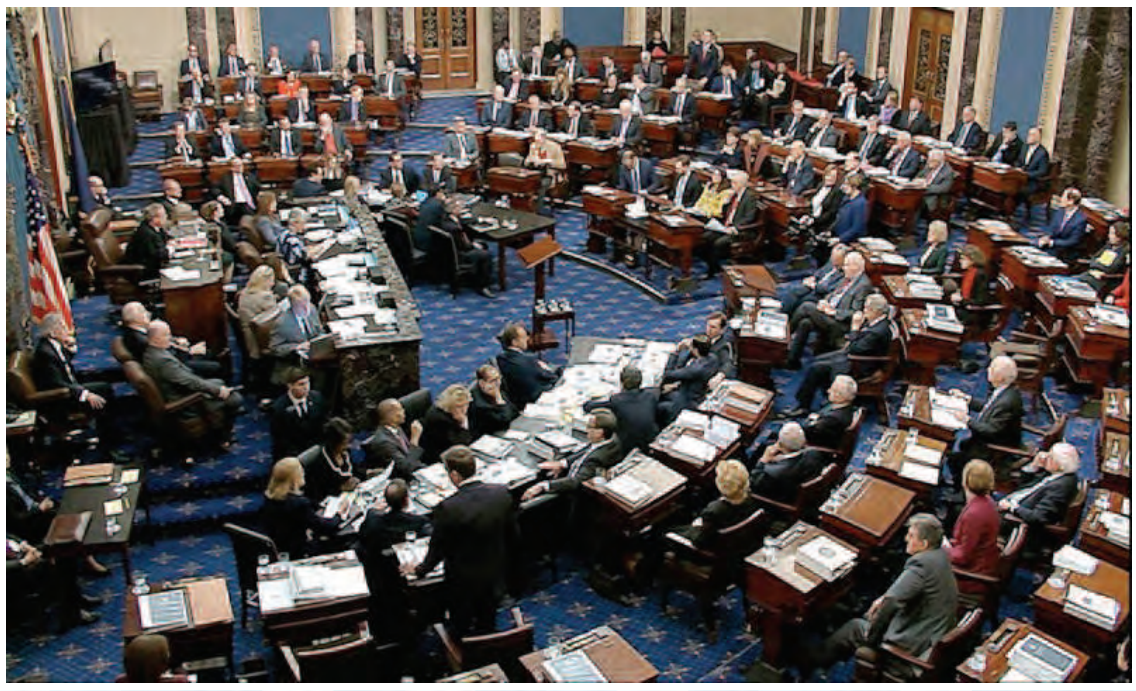
website: www.digitaltraveltour.com

সিনেটে ট্রাম্পের অভিশংসন বিচার শুরু

(৩ পাতার পর)

পক্ষে ৫৬-৪৪ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়েছে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে সিনেটে ট্রাম্পের অভিশংসনের শুনানি অব্যাহত থাকবে। রিপাবলিকান দলের কয়েকজন সিনেট সদস্যও বিচারের পক্ষে সায় দিয়েছেন। নির্বাচনে জালিয়াতি করে বিজয় কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ করে ক্যাপিটল ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে সমর্থকদের উৎসাহিত করেছেন ট্রাম্প। গত ৬ জানুয়ারীতে ট্রাম্পের সেই বক্তৃতার ভিডিও ফুটেজের মন্তাজ প্রদর্শনের মাধ্যমে মঙ্গলবার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ম্যারিল্যান্ডের প্রতিনিধি পরিষদ সদস্য জ্যামি রাসকিন বলেন, এটি বড় ধরনের অপরাধ ও অপকর্ম। এটি যদি অভিশংসনযোগ্য অপরাধ না হয়, তবে পরে আরও এমন ঘটনা ঘটবে। এই আবাসন ধনকুবেরের আইনজীবীরা বলেন, একজন সাবেক প্রেসিডেন্টকে এই বিরূপ পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া সাংবিধানিক প্রক্রিয়া হতে পারে না। ডেমোক্র্যাটদলীয় সদস্যরা



রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটি করছেন বলে তারা দাবি করেন। তাদের ভাষায় এই বিচার 'পলিটিক্যাল থিয়েটার'। এদিকে ট্রাম্পের আইনজীবীরা বলেন, সাবেক একজন প্রেসিডেন্টকে ইমপিচ করা পুরোপুরি অসাংবিধানিক এবং ডেমোক্র্যাটরা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে এই চেষ্টা চালাচ্ছে। ট্রাম্পকে ইমপিচ করতে দুই তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন হবে। ডেমোক্র্যাটদের সকলেই ইমপিচের পক্ষে ভোট দিলেও রিপাবলিকানদের ১৭ ভোট প্রয়োজন হবে। তবে এখন পর্যন্ত এটির সম্ভাবনা খুবই কম বলেই রাজনীতি বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

করোনাকালে ধর্ষণ বেড়েছে

খোন্দকার জিল্লুর রহমান

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরুর পর বাংলাদেশে ধর্ষণ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ মাসে বিভিন্ন বয়সী নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের যেসব ঘটনা ঘটেছে তা বিগত কয়েক বছরের তুলনায় অনেক বেশি। বয়স্ক নারীর তুলনায় কন্যাশিশুদের ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বেশি। এর মধ্যে গণধর্ষণ, নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘ সময় আটকে রেখে ধর্ষণের ঘটনাও আছে। নারী বিচারপ্রার্থীর দুর্বলতার কারণে প্রশাসনের কারো কারো অনৈতিক সুযোগ নেয়ার ঘটনাও ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণের পর অপরাধ লুকানোর জন্য হত্যা করে লাশ গুম করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ষিতা লজ্জা অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যাও করেছে।

ধর্ষণের কারণ খুঁজতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী সমাজ-বিজ্ঞানীরা সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়কেই এর জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করেন। তাদের মতে, রাষ্ট্রে দুষ্টচক্রের রাহুগ্রাস অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়া, জবাবদিহির অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনৈতিকতা, অদক্ষতা ও অযোগ্যতা, দলীয়করণ, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, নৈতিক অবক্ষয়, দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোকে দুর্বল করে তোলাসহ সব ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতিকীকরণের প্রভাব খাটানো, লোভ-লালসা ও অনেক ক্ষেত্রে নারীদের খোলামেলা চলাচলের কারণেই অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি, দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও হতাশাগ্রস্ত মানুষ এবং ক্ষমতার কারণে অহঙ্কারী ব্যক্তিরা ধর্ষণের মতো অপকর্ম ঘটাচ্ছে বেশি। মহামারীতে জবাবদিহিতা কম থাকা, চাকরি হারানো, কর্মহীন থাকা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর করোনাকালীন সময়ে সীমিত দায়িত্ব পালনের কারণেও ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যে জানা যায়, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে মোট ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এক হাজার ১৩টি। এ সময় মোট ২২৪ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। আর ধর্ষণের জন্য আত্মহত্যা করেন ১০ জন। অপর দিকে ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এক হাজার ৬২৭টি। এ সময় মোট ৩২৬ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। আর ধর্ষণের জন্য আত্মহত্যা করে ১৪ জন। অর্থাৎ ২০১৯ সালের চেয়ে বিদায়ী বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে মহামারী চলাকালেও ধর্ষণ, ধর্ষণচেষ্টা আর এ জন্য আত্মহত্যা করার ঘটনা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও চিন্তিত। পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, গত বছরের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দেশে ধর্ষণের মামলা হয় সাড়ে চার হাজার, যা আগের বছর ছিল চার হাজার ৩৩১টি। এ ছাড়াও করোনা সংক্রমণের এই সময় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) বাইরে ঢাকা রেঞ্জের ১৭ জেলায় ৭৪৪টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। আর ডিএমপি এলাকায় হয়েছে ৩৭২টি।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, করোনা মানুষকে কোণঠাসা করে ফেলছে, এ জন্য মানুষের কোনো বিনোদন নেই, কোনো সামাজিক জীবন নেই, সামাজিক সম্পর্কগুলো ভেঙে পড়েছে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলছে। আর এই বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, কোণঠাসা করে রাখা, মানুষের মুখ বন্ধ করে দেয়া এসবের জন্য দায়ী, এরই সাথে সারা বিশ্বে পুঁজিবাদের যে চরম অধঃপতন সেটিও এর জন্য দায়ী কম নয়। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশেও এই দুই ক্ষেত্রে অধঃপতন স্পষ্ট। একটি হচ্ছে ধর্ষণের ক্ষেত্রে আরেকটি দুর্নীতিতে। ধর্ষণ আর দুর্নীতি কিন্তু আলাদা নয়, দু'টিই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ। মনোচিকিৎসক অধ্যাপক মোহিত কামাল বলেন, পর্নোগ্রাফি ধর্ষণের মতো অপরাধ আরো উসকে দিচ্ছে, এতে মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ শেষ করে দিচ্ছে। যারা পর্নোগ্রাফির জগতে ঢুকে পড়ে তাদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যায়। এতে ধর্ষকরা একজন নারীকে দেখামাত্রই তাকে 'ভোগ্যপণ্য' বলে মনে করে। আর সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ষণের ক্ষেত্রে শক্তি ও আধিপত্যের প্রভাব এবং অনিয়ন্ত্রিত জৈবিক তাড়নার কারণেই সাধারণত ধর্ষকরা এমন সব জঘন্য অপরাধ করে।

বিশেষ করে করোনাকালীন সময়ে কিশোর ও তরুণ তথা সমাজের সব মানুষের ভালোভাবে সময় কাটানোর পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকায় সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বাড়ছে, সেই সাথে চলাচলের শিথিলতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা না পাওয়া, বিচারপ্রার্থীর পক্ষে আদলতে সাক্ষীর বারবার গিয়ে সাক্ষী দেয়ার অনীহা, পারিবারিক ও আত্মসম্মানের কারণে মামলা না করাসহ মহামারীতে জবাবদিহিতা কম থাকায় ধর্ষণের মতো অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে।

যে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, প্রধানবিরোধী দলসহ দুই বিরোধীদলীয় নেতাই নারী সে দেশের নারীর অগ্রযাত্রাকে পেছনে ফেলে নারী নির্যাতন অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ায় সমাজের সুশীল ব্যক্তিদের অনেকেই আতঙ্কিত। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা শান্তিময় এবং নিরাপদ সুন্দর পৃথিবী দিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন এবং প্রত্যেকের আচার-আচরণে, কাজে-কর্মে সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে লোভ-লালসা পরিহার করে নারীরা আরো অধিক সচেতন হয়ে পারিবারিক শান্তিশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাজ করে যাবে এমনটাই জাতি প্রত্রাশা করে। আর তাতেই নারী নির্যাতনের মাত্রা অনেকটা কমে যাবে বলে আশা করা যায়।

লেখক : প্রকাশক, অর্থনীতির ৩০ দিন ও মানবাধিকার কর্মী।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইমিগ্রেশন আইনঃ

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সম্প্রসারিত ইমিগ্রেশন বিল অবশেষে অচিরেই কংগ্রেসে উঠতে যাচ্ছে। কংগ্রেসের উভয় 'কক্ষই ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণে বিধায় সমর্থকদের সবাই বিলটি পাশের ব্যাপারে আশাবাদী। এই বিলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছেঃ আনডকুমেন্টেড, ড্রিমার এব যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের ইমিগ্র্যান্টদের জন্য সিটিজেনশীপ লাভের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া। বিলের অগ্রগতি নিয়ে আমরা সবসময় এই বিভাগের মাধ্যমে আমাদের পাঠকদের অবহিত করবো। প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশ, বিল আইনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং সময়মীমা নিয়ে আমাদের অনেক পাঠকই দ্বিধায় ভুগছেন বলে মনে হয়। তাদের দ্বিধা ঘাটাতে আমরা আজ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।

অনেকেই জানতে চেয়েছেন প্রেসিডেন্ট তার আদেশ আইনে পরিণত করতে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করছেন না কেন? আবার কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন নির্বাহী আদেশে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর করার প্রক্রিয়া কী এবং বিল আইনে পরিণত হতে কত সময় লাগে? এ ব্যাপারে নিচে সম্পাদিত পাঠকদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হলো। যা আমাদের পাঠকদের ইমিগ্রেশন আইন বুঝতে সহায়ক হবে।

আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাঃ

সংবিধান হচ্ছে দেশের মৌলিক দলিল। এবং সর্বোচ্চ বৈধ কর্তৃত্ব। সংবিধানই সরকারের কাঠামো এবং সীমা নির্ধারণ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পরিচালিত হয় লিখিত সংবিধানের উপর ভিত্তি করে। এতে আছে মুখবন্ধ, ৭টি ধারা এবং ২৭টি সংশোধনী। এই সংববিধানের ভিত্তিতে ফেডারেল সরকারের কাঠামো সৃষ্টি। এটি একটি চলমান দলিল- যা সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন হয়। আর সংশোধনীয় প্রক্রিয়াও খুব সহজ নয় এবং আমেরিকান নাগরিকরা সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে পারেন। সরকার ব্যবস্থাপনার কাঠামো প্রতিষ্ঠায় সংবিধান রচনাকালেই আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কংগ্রেস এবং প্রেসিডেন্সির সীমা নির্ধারিত হয়।

সরকারের ৩টি শাখাঃ

আইন বিভাগঃ কংগ্রেসের দুটি শাখা সিনেট এবং হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে এই বিভাগ গঠিত। এরা ফেডারেল আইন প্রণয়ন করে থাকে।

নির্বাহী বিভাগঃ এই বিভাগ প্রেসিডেন্টের উপর অর্পিত। আমলাতন্ত্র এই বিভাগের অংশ।

বিচার বিভাগঃ এই বিভাগের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট এবং ফেডারেল কোর্ট সমূহের উপর অর্পিত সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা দান করে।

আইন প্রণয়নের অনেকগুলো পদক্ষেপ রয়েছেঃ

স্টেপ-১ঃ কংগ্রেসের এক বা একাধিক সদস্য বিলের খসড়া প্রণয়ন করেন।

স্টেপ-২ঃ সেই বিল কংগ্রেসে উপস্থাপন করা হয়।

স্টেপ-৩ঃ এরপর বিলটি হাউজ বা সিনেট কমিটিতে পাঠানো হয়।

স্টেপ-৪ঃ সাব কমিটি বিলটি পর্যালোচনা করে।

স্টেপ-৫ঃ কমিটি বিলটির মান নির্ধারণ করে।

স্টেপ-৬ঃ পূর্নাঙ্গ চেম্বারে বিলটির উপর ভোটাভুটি হয়।

স্টেপ-৭ঃ অন্য আরেকটি চেম্বারের রেফারেন্স হিসেবে বিলটি প্রেরণ করা হয়।

স্টেপ-৮ঃ অতঃপর বিলটি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হয়।

আইনের প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয় ধারণা হিসেবে। প্রথমে একজন রিপ্রেজেনটেটিভ একটি বিল স্পন্সর করেন। সমীক্ষার জন্য বিলটি একটি কমিটিকে দেয়া হয়। কমিটি যদি বিলটি (ক্লিয়ারেন্স) ছেড়ে দেয়, তখন বিলটি নিয়ে বিতর্ক বা সংশোধনীর জন্য ভোট গ্রহণের একটি তারিখ ঠিক করা হয়। বিলটি যদি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে (৪৩৫ ভোটের মধ্যে ২১৮) পাশ হয় তখন বিলটি সিনেটে প্রেরণ করা হয়। সিনেট তখন বিলটি আরেকটি কমিটিতে পাঠায়। সেই কমিটি যদি বিলটি ছাড় দেয় তখন তা নিয়ে বিতর্ক এবং ভোট হয়। সিনেটে যখন সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (১০০ এর মধ্যে ৫১) পাশ হয় তখনই বিলটি পাশ হয়। বিলটি নিয়ে হাউস এবং সিনেটের মধ্যে কোন মত পার্থক্য থাকলে তা দূর করার জন্য হাউজ এবং সিনেটের সদস্য নিয়ে একটি কনফারেন্স কমিটি গঠন করা হয়।



এরপর বিলটি আবার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য হাউজ এবং সিনেটে প্রেরণ করা হয়। সরকারের প্রিন্টিং অফিস এনরোলিং প্রক্রিয়ায় সংশোধিত বিলটি তখন প্রকাশিত করে।

আইন প্রণয়নে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাঃ

প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের গৃহীত বিলটিতে স্বাক্ষর করতে পারেন আইনে পরিণত করতে অথবা ভেটো দিতে পারেন। প্রেসিডেন্ট ভেটো দিলে কংগ্রেস উভয় চেম্বারে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সে ভেটো পাল্টে দিতে পারেন। প্রেসিডেন্ট আবার নির্বাহী আদেশ জারি করতে পারেন এবং বর্তমান আইনের ব্যাখ্যা চাইতে পারেন।

সুতরাং আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী আইন প্রণয়নের প্রাথমিক দায়িত্ব কংগ্রেসের এবং সে আইন বলবৎ করার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের। প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসে বিশেষ বার্তার মাধ্যমের ব্যক্তিগতভাবে আইনের প্রস্তাব করতে পারেন যেমন বার্ষিক স্টেট অব দি ইউনিয়ন এবং কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনের ভাষণে। কংগ্রেস যদি প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব গ্রহন না করে অধিবেশন স্থগিত করে দেন, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন।

প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশঃ

নির্বাহী আদেশ হচ্ছে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত, লিখিত এবং প্রকাশিত নির্দেশনা যার ফলে ফেডারেল সরকার তার কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন। এছাড়াও প্রেসিডেন্টের অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে প্রক্লেমেশন এবং কতিপয় প্রশাসনিক আদেশ। জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রেসিডেন্টের ৩টি আদেশই নির্বাহী আদেশ, প্রক্লেমেশন এবং নির্দিষ্ট প্রশাসনিক আদেশ ফেডারেল রেজিস্ট্রারে ডেইলি জার্নালে প্রকাশিত হয়।

নির্বাহী আদেশ আইন নয়। আইনের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন লাগবে। তবে কংগ্রেস বিনা কারণে এবং যুক্তিতে তা বাতিল করতে পারবেন। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাহী আদেশের কার্যকারিতা আরেকটি নির্বাহী আদেশ দিয়ে বাতিল করে দিতে পারেন।

পরবর্তী সংখ্যায় এ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত থাকবে।

কুইন্স থেকে মারুফ হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস এর সিটিজেন। আমি বাংলাদেশে বিয়ে করে প্রথমে আসার পর আমার স্ত্রীর জন্যে আবেদন করেছিলাম। তারপর আমার স্ত্রী গ্রিনকার্ড নিয়ে এখানে এসেছে। কিন্তু তার ঐ গ্রিনকার্ড হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড। এদিকে তার ঐ কন্ডিশনাল কার্ডের মেয়াদ কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এখন আমি কি করবো?

মারুফ হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার স্ত্রী যদি ম্যারেজ কেসের ভিত্তিতে তার গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন এবং তার গ্রিনকার্ডধারী যদি বিয়ের দুই বছরের মধ্যে ইস্যু হয়ে থাকে তবে সেই গ্রিনকার্ডকে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড বলা হয়। কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগেই স্ত্রীকে অবশ্যই ইমিগ্রেশনকে ঐ কন্ডিশন রিমুভ করার জন্যে এবং পারমানেন্ট গ্রিনকার্ড ইস্যু করার জন্যে আবেদন করতে হবে। পারমানেন্ট গ্রিনকার্ড ইস্যু করার জন্যে আপনাকে ফর্ম আইন-৭৫১ ফাইল করতে হবে। সেখানে আপনাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই স্বাক্ষর দিতে হবে-

যদি আপনাদের মধ্যে সেপারেশন বা ডিভোর্স না হয়ে থাকে। ফর্ম আই-৭৫১ এর জন্যে যথাযথ ফিস দিতে হবে। আপনারা যে একত্রে বসবাস করেন তার স্বপক্ষে নিম্নের তথ্যপত্র সংযোগ করে দিতে হবেঃ

১. বাড়ির লীজ অথবা মালিকানার ডকুমেন্ট,

২. ইউটিলিটি বিল, ক্রেডিট কার্ড বিল এবং অন্যান্য ডাকযোগে প্রাপ্ত জিনিস যা আপনারা এক্ষত্রে পেয়ে থাকেন,

৩. ইনস্যুরেন্স পলিসি অথবা হেল্থ ইন্স্যুরেন্স কার্ড,

৪. ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক কার্ড

৫. যৌথ ট্যাক্স রিটার্ন,

৬. গাড়ির ইন্স্যুরেন্স, রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স,

৭. বাচ্চা থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট,

৮. পরিবারের সাথে ছবি,

৯. একত্রে ভ্রমণের ডকুমেন্ট।

ইউসিআইএসএ আই-৭৫১ সাবমিট করার পরে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস এক বছরের জন্যে বাড়ানো হয়। এই এক বছরের মধ্যে যদি গ্রিনকার্ড ইস্যু করা না হয় তবে আপনার স্ত্রীর কার্ড আরো এক বছরের জন্যে বৃদ্ধি করা হবে।

নিউইয়র্ক থেকে ইভান রহমানের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। খুব তাড়াতাড়ি আমি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করব। কিন্তু আমি বর্তমান অবস্থায় কেন জানি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে একটু শঙ্কা বোধ করছি। সেকারণে এই বিভাগের মাধ্যমে সিটিজেনশীপের আবেদনের জন্যে কি কি তথ্যপত্র দরকার সে ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি। এ ব্যাপারে পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ইভান রহমানের প্রশ্নের উত্তরঃ

সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে হলে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র দরকারঃ

১. ফর্ম এন-৪০০

২. গ্রিনকার্ড স্টাইলের ৪ কপি ছবি,

৩. গ্রিনকার্ডের কপি,

৪. আইএনএস-এর যথাযথ ফিস।

আপনি যদি গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেন তবে ইন্টারভিউ এর সময় নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র দরকারঃ

১.পাসপোর্ট,

২. গ্রিনকার্ড,

৩. ট্যাক্স রিটার্ন এবং

৪. বিবাহিতদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট এর কপি।

বিয়ের ভিত্তিতে গ্রিনকার্ড পেলে সেই গ্রিনকার্ড পাবার তিন বছর পর (পাঁচ বছরের পরিবর্তে) সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করা যায়। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের তথ্যপত্র সংযোগ করে দিতে হবে।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

রাষ্ট্রের বিচারালয় অমীমাংসিত ভাষা-বিরোধ



মঈদুল ইসলাম

আমাদের রাষ্ট্রের ভাষা আছে, একটিই, জন্মলগ্ন থেকেই। ভাষা হলো ভাবের বাহন। রাষ্ট্রের থাকে জনগণ। জনগণেরও রাষ্ট্র থাকে। রাষ্ট্র আর জনগণে যে-ভাব তার বিনিময় হয় না আকার-ইঙ্গিতে কিংবা শুধুই মুখনিঃসৃত ভাষাতে। লাগে কথন-লিখন-পঠন এবং বোধগম্য ভাষা।

রাষ্ট্রীয় সব কাজ সমাধার ভাষাই তো রাষ্ট্রভাষা। অনেক রাষ্ট্র সরাসরি 'অফিসিয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ' বলে। আমাদের মতো সংবিধানে লেখা রাষ্ট্রভাষা বা অফিসিয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ আছে বিশ্বের আরও অন্তত ১৭৮টি রাষ্ট্রের। তার মধ্যে শতাধিকের আছে একাধিক। বলিভিয়ার আছে নাকি ৩৭টি। আফ্রিকার দেশগুলোর অফিসিয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ ফরাসি আর ইংরেজি। কোনোটিই তাদের কারও জনগণের মাতৃভাষা নয়। অতিচালাক ব্রিটেন, তার শিষ্য আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কোনো রাষ্ট্রভাষা বা 'অফিসিয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ' রাখেইনি সংবিধানে, ঘোষণাও করেনি সরকারিভাবে। রাষ্ট্রীয় সব কাজ চালায় রাষ্ট্রীয় জোরে আপন আপন ইংরেজিতে।

পাশের বন্ধুদেশ ভারত রাষ্ট্রভাষা করেনি, করেছে 'অফিসিয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ'। ভারত হলো 'ইউনিয়ন অব স্টেটস'। রাজ্যগুলোর 'অফিসিয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ' যার যার পছন্দমতো। ভারত ইউনিয়নের 'অফিসিয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ' হিন্দি [১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বরে অনুমোদিত, ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি থেকে বলবৎ সংবিধানের ৩৪৩(১) অনুচ্ছেদ]। পাশে রেখেছে ইংরেজিকেও, সরকারি কাজে ব্রিটিশ-চল নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চালু রাখতে [অনুচ্ছেদ ৩৪৩(১)(২)] অফিসিয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ-এর কাছাকাছি মানে রাজ্যগুলোর ২২টি আঞ্চলিক ভাষা রেখেছে অষ্টম তফসিলে। যার মধ্যে বাংলা, উর্দু, হিন্দিসহ ১৪টি ছিল গোড়াতেই। বাকিগুলো পরে জুড়েছে। হালে সাঁওতালি ভাষাও ঢুকিয়েছে।



পাকিস্তানে ১৯৫৬-তে প্রথম সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ২১৪) উর্দু আর বাংলা হয় রাষ্ট্রভাষা। ১৯৬২-তে দ্বিতীয় সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ২১৫) সে-দুটিই থাকে ন্যাশন্যাল-ল্যাঙ্গুয়েজ নামে। বাংলার নামটা উর্দুর আগেই বসিয়েছিল অতিভক্তিতে। দু'বারের সংবিধানেই অফিস-আদালতের কাজে ইংরেজির ব্রিটিশ-চল চালু রাখা হয়। প্রথমবারে ২০ বছর (২৩ মার্চ ১৯৭৬) পর্যন্ত, ইংরেজির পরবর্তী ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া হয় পার্লামেন্টের হাতে। তার আগেই ইংরেজি হটিয়ে বাংলা ও উর্দুর একটাকে অফিস-আদালতে চালু করার ক্ষমতাও দেওয়া ছিল প্রাদেশিক সরকারকে। ১০ বছর (২৩ মার্চ ১৯৬৬) পর একটা কমিশন করার কথা ছিল ইংরেজি একেবারেই তাড়ানোর তরিকা বাতলাতে। বিধি বাম, মাত্র দুই বছর যেতেই সে-সংবিধানই শিকেয় ওঠে সামরিক সঙ্গিনে। দ্বিতীয়বারে ইংরেজি চালু রাখা হয় বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত। কথা ছিল, প্রেসিডেন্ট (ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান) ১৯৭২-এ একটা কমিশন করবেন ইংরেজি বাদ দেওয়ার তরিকা খুঁজতে।

বাসনা পূরণে বাঙালী আর সময় দেয়নি ফিল্ড মার্শালকে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী করল নিজের রাষ্ট্র, বাংলাদেশ। সেই বাহাত্তরেই রচিত (৪ নভেম্বর), সূচিত (১৬ ডিসেম্বর) হলো বাঙালীর নিজের সংবিধান। সব ধানাইপানাই শেষ, রাষ্ট্রভাষা এককথায় বাংলা। সঙ্গে-পাশে নেই অন্য কোনো ভাষা। বাংলা আমাদের শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষের মুখের ভাষা, মাতৃভাষা।

তবুও কিলায় অসংবিধানী ইংরেজি-ভূতে! ১৯৭৩ থেকে ১৪ বছরে সরকারপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধানদের দেওয়া আদেশের ঝাড়-ফুঁকেও (ফিরিস্তি আছে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ ম্যানুয়েলে) সে-ভূত নামেনি। ১৯৮৭- তে বাংলায় দেওয়া হলো 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন'-এর মার। বলা হলো, সেদিন থেকেই সরকারি অফিস-আদালত, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সব কাজ (বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া) এবং আইন-আদালতের সওয়াল-জবাব ও আইনি সব কাজ অবশ্যই বাংলায় করতে হবে। তার পরেও সরকারি যার ইংরেজি-ভূত নামবে না তাকে দেওয়া হবে বিভাগীয় শাস্তির ছ্যাঁকা।

ইংরেজি-ভূত পড়ল চিপায়। শুধুই বাংলা শুরু হলো সব অফিসে, অধস্তন আদালতে। ইংরেজি-ভূত আশ্রয় খোঁজে আদালতে। অধস্তন আদালতে এক মামলায় বাদীর আইনজীবী অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দিলেন ইংরেজিতে। বিবাদীর আই-নজীবীও আপত্তিপত্র দিলেন ইংরেজিতে। বাংলায় ছাড়া চলবে না বলে প্রত্যাখ্যান হলো শুধু আপত্তিপত্রটা। ইংরেজি-বিবাদী রিভিশনে এলো হাইকোর্টে। আরও ১৭টি মামলা আইনজীবীরা দাখিল করলেন ইংরেজিতে লেখা আরজিতে। বাংলায় ছাড়া চলবে না বলে বিবাদীরা আরজি প্রত্যাখ্যান চাইলে দরখাস্তই নামঞ্জুর। বাংলা-বিবাদীরাও রিভিশনে এলো হাইকোর্টে। একসঙ্গে শুনানি হলো ১৮টির। হেরে গেল বাংলা, জিতে গেল ইংরেজি, আইনি যুক্তির মারপ্যাঁচে। বাঘা বাঘা আইনজীবী ছিল ইংরেজিওয়ালাদের। সবার পরিচয় আছে ৪৪ ডিএলআর ৩৩২ পৃষ্ঠায় হাসমতউলল্লাহ বনাম আজমিরি বিবি মামলায়।

হাইকোর্ট বিভাগের দ্বৈত বেঞ্চের ২৮ নভেম্বর ১৯৯১-এর রায়ে বলা হলো, অধস্তন আদালতের ভাষার বিধান আছে দেওয়ানি-ফৌজদারি কার্যবিধিতে। তাতেই বাংলা, ইংরেজি দুটোতেই আরজি-জবাব চলে আসছে আগে থেকে। আদালতের কাজেও দুটোইতে বিশেষ আইন, আর বাংলা ভাষা প্রচলন আইন হলো 'সাধারণ আইন'। আইনি তত্ত্ব, সাধারণ আর বিশেষের বিরোধে বিশেষ আইনই প্রযোজ্য। 'সাধারণ' নতুন এলেও পুরাতন 'বিশেষ'-এর বিধান বাতিল হয় না আপনা-আপনি। বাতিলের, সবার ওপরে প্রাধান্যের বিধান লাগে সাধারণ আইন-এ। সবগুলো ফাঁক-ফাঁকিই আছে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন-এ। বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরেজি চালাবার অনুমোদন সংবিধানই দিয়েছে ১৫৩(২) অনুচ্ছেদে সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি পাঠ রাখার কথা বলে। রাষ্ট্রভাষা মানে সে-ভাষাতেই রাষ্ট্রের নির্বাহী, আইনসভা, বিচার, সব বিভাগই কাজ চালাবে। 'কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ' মানে সে-ভাষা সীমিত কেবল আদালতে। তবে, অধস্তন আদালতে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন'-এর রাষ্ট্রভাষার প্রয়োগবিধানকে ভিড়তে দেয় না সীমিত অর্থবহ 'কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ'। জেঁকে বসল ইংরেজি অধস্তন আদালতেও।

রিভিশন মিটল। বাংলা কি সুবিচার পেল! আইনের ফাঁকফোকর নতুন নয় এদেশে। আইনের উদ্দেশ্য ধরে প্রয়োগের ফাঁকিবাজি সোজা করে তো সুপ্রিম কোর্টই। বাংলা ছিল ভাগের রাষ্ট্রভাষা; এই বাংলা এখন আর ভাগের রাষ্ট্রও নয়, ভাগের রাষ্ট্রভাষাও নয়। ব্রিটিশ-ভারতে 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ' ছিল ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দি। পরবর্তী সময়ে ভারত, পাকিস্তান বহু ভাষাভাষীর দেশ। নিজেদের সব ভাষাভাষীর রাষ্ট্রীয় কাজের সাধারণ ভাষার প্রয়োজনে ইংরেজিকে নেয় সংবিধানেই, রেখেছে এখনও। ভারত প্রথমে বিধান করেছিল ১৫ বছর (২৬ জানুয়ারী ১৯৬৫) পর্যন্ত রাখার, তার পরের ব্যবস্থা পার্লামেন্ট না করলে ইংরেজি উঠে যাবে চিরতরে। ১৯৬৩-তে 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাক্ট' করে ১৯৬৫-এর পরও হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজিকে সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে পাকাপোক্ত করেছে।

আমাদের সংবিধানে প্রথমভাগে অনুচ্ছেদ ৩-এ 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।' এক কথাতেই রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গ শেষ। ভারত সংবিধানে 'অফিসয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর আলাদাই একটা 'পার্ট' করে ৪টা 'চ্যাপ্টার' দিয়ে ৯টা অনুচ্ছেদ বানিয়ে সারা ভারতের, রাজ্যগুলোর অফিস, আইন-আদালতে ইংরেজি চলার বিধান করেছে। পাকিস্তান ভাষার আলাদা 'পার্ট' না রাখলেও একটা অনুচ্ছেদে তিনটা দফা লাগিয়ে অফিস-আদালতে ইংরেজি চলার বিধান রেখেছে। বলবেন কি, মানবেন কি কেউ যে, ভারত-পাকিস্তানের ভাষার এসব সংবিধানী বিধানকান্ডের কিছুই না জেনে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা রক্তে পাওয়া 'একমাত্র' রাষ্ট্রভাষার দফা শেষ করেছেন একটাই অনুচ্ছেদে তিন শব্দের একটা লাইনে! 'অফিসিয়াল-ল্যাঙ্গুয়েজ', 'কোর্ট-ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর বিধান রাখেননি ভুলে!

দেখছি তো করে গেছেন সব জেনেবুঝে ইচ্ছা করেই। জনগণ বাঙালী, রাষ্ট্রের সব অফিস-আদালত চালায় শুধুই বাঙালী। বিচার নেই প্রিভি কাউন্সিলে। বাঙালী তার রাষ্ট্রের সব অফিস-আদালতে চাইবে বাংলায়, পাবেও বাংলায়। সঙ্গে-পাশে অন্য ভাষা রাখার আহম্মাদে-অছিলা আছে? রাষ্ট্রের মধ্যেই কার্যালয়, বিচারালয়, বিদ্যালয়। রাষ্ট্রভাষার মধ্যেই অফিস, আইন-আদালত, পাঠশালা, সবার ভাষা। রাষ্ট্রের কোথাও আলগা-ভাষা কারও থাকেই না, বাংলাকে সরায় কেমনে! 'একমাত্র' রাষ্ট্রভাষাটা শুধু লেখা থাকবে সংবিধানেই, আর বিরাষ্ট্রীয় ভাষা ভূত হয়ে চেপে থাকবে, তাও বিচারালয়ে! এমন কাঁঠালের আমসত্ত্বের আশায় ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল না। রাষ্ট্রভাষা, অফিসের ভাষা, আদালতের ভাষা, শেখানোর ভাষা একটাই, বাংলা। তিন শব্দের অনুচ্ছেদ ৩-এর এক দফাতেই সিলগালা দেওয়া হয়েছে। সংশোধন পরিবর্তনের সব খিড়কিও বন্ধ (অনুচ্ছেদ ৭ খ)। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩-এর বিধান মানাতে করা হয় 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন'। সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন; বেখাপ্পা কিছু 'সাধারণ' কিংবা 'বিশেষ' আইনে থাকলে সেটাই বাতিল আপনা থেকে (অনুচ্ছেদ ৭)। সে-ঘোষণাই দেবে সুপ্রিম কোর্ট। দুঃখিনী বাংলার জোটে না জনস্বার্থে রিটকারী, স্বতঃপ্রণোদিত রুল জারি!

২৮ মার্চ ২০১৮ রেজিস্ট্রার জেনারেল ৪ নম্বর সার্কুলারে 'মাতৃ ভাষা বাংলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে' অধস্তন আদালতের রায়ে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় সন-তারিখ লিখতে বলেন। এতটুকুই প্রাপ্য 'একমাত্র' রাষ্ট্রভাষা বাংলার! মাতৃভাষাই বাঙালীর রাষ্ট্রভাষা, সে-ইশারাটাও নেই সার্কুলারে। হাইকোর্টের কর্মকর্তা শফিউর রহমান শহীদ হলেন কি শুধু এইটুকু 'মাতৃ ভাষা' করতে নাকি মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে!

হাইকোর্ট বিভাগের রুলসে ভাষা নির্ধারিত ছিল শুধুই ইংরেজি। ২০১২-তে ভাগ দেওয়া হয়েছে বাংলাকেও, ইংরেজির আগে '/' বসিয়ে। চৌহদ্দি না-বাঁধা বাটোয়ারায় দু-চারজনে মর্জিমতো লেখেন দু-চারটা বাংলাতে, বাকি সবই ইংরেজিতে। চৌহদ্দি চাই সুনির্দিষ্ট, ইংরেজিতে কোন মক্কেলেরটা লেখা হবে। সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন, সব আদালতে বাঙালী মক্কেলের আরজি-জবাব, আপিল-রিভিশন, রিভিউ-রিট, রায়-আদেশ বাঙালী আইনজীবী-বিচারক-বিচারপতি লিখবেন বাংলায়। সংবিধানের বাইরে নয় কোনো কোর্টকাচারি। বাঙালি আমি বাংলার বিচারালয়ে বিচার চাই শুধুই বাংলায়। বড় কষ্টের 'একমাত্র' রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে বিচারালয়ে যোগ্য আসনে বসিয়ে মাথা উঁচু করে জানান দিন এবারের একুশের প্রভাতফেরিতে।

লেখক: প্রবন্ধকার ও আইনগ্রন্থকার; অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ ও দুদকের সাবেক মহাপরিচালক

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

নারায়ণগঞ্জে আন্দোলন এবং মেয়র আইভী



শিতাংশু গুহ

একদা নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগে আলী আহমদ চুনকা ছিলেন একটি সংগ্রামী নাম। মেয়র সেলিনা হায়াত আইভী তাঁর কন্যা। পিতা চুনকা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো তিনি হিন্দুর জমি দখল করেছেন, এবং এজন্যে একবার তিনি নির্বাচনে পরাজিত হ'ন? মেয়র আইভী'র বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উঠেছে? বন্দর শহর নারায়ণগঞ্জে মেয়র আইভী ও শামীম ওসমান, এমপি'র 'ঝগড়া' সবার জানা। তাই যে কেউ ভাবতে পারেন 'লক্ষী-নারায়ণ জিউ টেম্পল/ জিউস পুকুর' দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের বিষয়টি আসলে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অথবা শামীম ওসমান-আইভী দ্বন্দ্বের বহি:প্রকাশ? হতে পারে, আবার নাও হতে পারে! তবে আইভী'র বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলনে শামীম ওসমান লাভবান হচ্ছেন, তা মেয়র ভালোই বুঝেন।



আইভীর পিতা দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের অভিযোগে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু হিন্দুরা সম্পত্তি ফেরত পায়নি। আন্দোলনরত হিন্দুদের লক্ষ্য থাকতে হবে সম্পত্তি উদ্ধার, শামীম ওসমান-আইভী ফাইটে দাবার ঘুঁটিতে পরিণত না হওয়া। সম্পত্তিটি দেবোত্তর, অতএব বিক্রয়যোগ্য নহে। কেউ যদি তা বিক্রী বা ক্রয় করেন, সেটি তাঁদের দায়িত্ব, এবং আইনের দৃষ্টিতে তা অবৈধ ও অকার্যকর। ফরিদপুরে মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন যখন গায়ের জোরে অরুন গুহ মজুমদারের 'দয়াময়ী হাউস' কেনেন বা দখল করেন, তখন আবদুল গাফফার চৌধুরী নিউইয়র্কে ছিলেন, তাকে ঘটনা জানালে তিনি বলেন, 'হিন্দুর সম্পত্তি গনিমতের মাল'ড়-।

নারায়ণগঞ্জে 'জিউস পুকুর' দেবোত্তর সম্পত্তি কি গনিমতের মাল?

জানা যায়, ২২ আগষ্ট ১৯৭৯ তে একই দিনে 'জিউস পুকুর' দেবোত্তর সম্পত্তি, নিয়ে ৬টি দলিল সম্পাদিত হয়? এতে মেয়র সেলিনা হায়াত আইভী'র নাম নেই, তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠী অনেকের নাম আছে! এরমধ্যে তাঁর নানা, মা, চাচা, মামা, ভাই'র নাম জড়িত। এঁরা জিউস পুকুর শুধু দখল করেছেন তা নয়, বরং মানুষ যে ঘাটগুলো ব্যবহার করতো পুকুরের সেই ঘাটগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছেন। অন্য একটি সূত্র জানায়, আইভীর যখন ৭ বছর তখন তার নানা মৃত মাহাতাবউদ্দিন (মাতাব মিয়া) প্রায় ৪৫ বছর আগে কৌশলে মন্দিরের মহারাজের কাছ থেকে অবৈধ উপায়ে জিউস পুকুরের কিছু অংশ ক্রয় করেন। মাতাব মিয়া'র তিন স্ত্রী, অসংখ্য ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী। আরো একজন জানান, চুনকা'র দূর-সম্পর্কিত ভাই জম্মু (জমির আহমদ) জোর করে পুকুরের কিছু অংশ দখল করেন।

আইভি'র বাবা সাবেক মেয়র আলী আহমদ চুনকা এবং শামীম ওসমানের বাবা ভাষা সৈনিক সামসুজ্জামান জোহা। স্বাধীনতার পর থেকে নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের রাজনীতি এই দুই পরিবারের মধ্যে বিভক্ত। সেই ধারা আজো চলছে। আলী আহমদ চুনকা'র বিরুদ্ধে যখন হিন্দু সম্পত্তি দখলের অভিযোগ ওঠে তখন তিনি তা অস্বীকার করে বলেছিলেন, জিউস পুকুরে আমাদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। মেয়র আইভি এখন ঠিক বাবা'র কথাই পুনরাবৃত্তি করছেন। এতে কি কাজ হবে? প্রশ্ন হচ্ছে, এতদিন পর আইভী'র বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠছে কেন? এজন্যে আইভী দায়ী কিনা, অথবা তিনি দায়িত্ব নেবেন কিনা? মেয়র আইভী ইতিমধ্যে দু'জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল আইনে মামলা করেছেন। হিন্দুরা মন্দিরের সম্পত্তি উদ্ধারে আন্দোলনে নেমেছেন।

নারায়ণগঞ্জের উন্নয়নে আইভী'র অবদান ব্যাপক। সামনে মেয়র নির্বাচন, হেফাজতীরা মাঠে নেমেছে, হিন্দুরাও যদি আইভী'র বিরুদ্ধে যায়, তাহলে কি হবে? নাতনী কি নানা'র অপকর্মের দায় শোধ করে এ সমস্যার সমাধান করবেন? আইভী'র হিন্দু সমর্থক অনেক, এঁরা সরে গেলে তিনি বিপাকে পড়বেন। লাভবান হবেন শামীম ওসমান। শিক্ষক শ্যামল ভক্ত লাঞ্ছনা ঘটনায় সেলিম ওসমান বা ওসমান পরিবারের প্রতি মানুষের, বিশেষত: হিন্দুদের ক্ষোভ ছিলো, তাতে লাভবান হন আইভী। এবার আইভী'র প্রতি ক্ষোভ বাড়লে উপকৃত হবেন শামীম ওসমান। মেয়র আইভী চুপ করে থাকলে সমস্যা বাড়বে। 'রাজনৈতিক' মামলা সুফল বয়ে আনবে বলে মনে হয়না। অভিযোগের তীর যখন স্বয়ং মেয়রের পরিবারের দিকে, দায়িত্ব তো তাকে নিতেই হবে!

সাধারণ হিন্দুরা এসব হিসাব-নিকাশ নিয়ে ভাবছে না, তারা দেবোত্তর সম্পত্তি ফেরত চায়। মেয়র আইভী দায় এড়াতে পারেন না? চট্টগ্রামে মেয়র মহিউদ্দীন 'পশুশালা' নিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন, তিনি নির্বাচনে পরাজিত হ'ন। সদ্য 'বাঘা যতীন'-র বাড়ী নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে সরকার এটি উদ্ধার করেন। হিন্দুদের আন্দোলন যদি অব্যাহত থাকে, সরকার যদি দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে এগিয়ে আসেন, তাহলে কি হবে? মেয়র সামলাতে পারবেন তো? প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি গেছে এবং আরো যাচ্ছে, দেশে-বিদেশে এনিয়ে কথা হচ্ছে। একজন মেয়রের বিরুদ্ধে এমত অভিযোগ কাম্য নয়। মেয়র আইভী'র হাত পরিচ্ছন্ন, তা প্রমান করার দায়িত্ব কিন্তু স্বয়ং মেয়র-এর। e-mail: guhasb@gmail.com;

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration



Timothy Bompart
Attorney at Law
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.







ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

মুক্তিযুদ্ধ : খেতাব বাতিলের রাজনীতি



আসিফ নজরুল

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের চার ধরনের খেতাব প্রদান করে। এর মধ্যে জীবিতদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব ছিল বীর উত্তম। এ খেতাবে ভূষিত মাত্র ৪৯ জন মুক্তিযোদ্ধার একজন ছিলেন প্রয়াত জিয়াউর রহমান। এর প্রায় ৪৮ বছর পরে শাজাহান খানের প্রস্তাবে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) ৯ ফেব্রুয়ারী জিয়াউর রহমানের বীর উত্তম খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিয়াউর রহমানের মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে শাজাহান খান জানান প্রথম আলোকে।

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডে জড়িত চারজনের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রাপ্ত বিভিন্ন খেতাব বাতিলের সুপারিশও করা হয় ৯ ফেব্রুয়ারীর সভায়। বঙ্গবন্ধু হত্যায় এ চারজনের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত হয় বিভিন্ন প্রচারণার ভিত্তিতে, কোনো প্রমাণিত অপরাধের ভিত্তিতে নয়।

জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের এই সিদ্ধান্তে দেশে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। তিনি সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করে গোটা জাতিকে উদ্দীপিত করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের প্রধান ছিলেন। প্রশ্ন আসে, তাঁর খেতাব ৪৮ বছর পর অপ্রমাণিত অভিযোগে বাতিল করা গেলে খেতাব বাতিলের কাজটি ভবিষ্যতে কত দূর যেতে পারে? জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দলটির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর খেতাব বাতিল রাজনৈতিক কারণে কি না, এটি রাজনীতিতে তিক্ততাকে আরও উসকে দেবে কি না, সেটি নিয়েও আলোচনার অবকাশ আছে।

২.

জামুকা প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে একটি আইনে। এই আইনবলে এর অন্যতম কাজ হচ্ছে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন ও সনদ প্রদান এবং 'জাল ও ভুয়া সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র' বাতিলের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা। জামুকার বৈঠকে জিয়াউর রহমানের খেতাব জাল বা ভুয়া এটি বলা হয়নি।

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুসারে জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া গেছে। শাজাহান খান বলেছেন, জিয়ার খেতাব বাতিল হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যার মদদ দেওয়ার জন্য। জামুকার প্রধান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজ্জাম্মেল হকের বক্তব্য অনুসারে জিয়াউর রহমান সংবিধান লঙ্ঘন ক রে ছে ন, স্বাধীনতাবিরোধী লোকজন নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশত্যাগে সহায়তা করেছেন। আইনমন্ত্রী প্রশ্ন করেছেন, কেউ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নষ্ট করলে তাঁর কি খেতাব রাখার অধিকার আছে?



জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ওঠা কিছু অভিযোগ তথ্যগতভাবে সঠিক নয়। যেমন তখনকার সামরিক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গ্রন্থ অনুসারে, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যখন হয়, তখন তিনি গ হবন্দী ছিলেন। তাঁদের বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাটি হয় রক্তপাত এড়ানোর জন্য খালেদ মোশাররফের সঙ্গে তাঁদের আপস আলোচনার অংশ হিসেবে (সূত্র: এ সম্পর্কিত মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, লে. কর্নেল এম এ হামিদ ও মেজর হাফিজউদ্দিনের গ্রন্থ)। তবে পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে জিয়ার সহায়তা ছিল।

জিয়ার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু হত্যার মদদের অভিযোগ আওয়ামী লীগ প্রায়ই করে থাকে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে আওয়ামী লীগ আমলে দায়েরকৃত ও বিচারকৃত বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে জিয়াকে আসামি করা হয়নি, এর রায়ে হত্যাকান্ডে জিয়ার সংশ্লিষ্টতার কথাও বলা হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড রোধে জিয়াসহ সেনাবাহিনীর তৎকালীন কর্তাব্যক্তিদের ব্যর্থতা ছিল। তবে এটি রোধের মূল দায়িত্ব ছিল তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ ও ঢাকার ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের কমান্ডার এবং রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের।

জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের একজন বেনিফিশিয়ারি ছিলেন। হত্যাকান্ডের ৯ দিন পর জিয়াকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয়, তবে তাঁর ওপর স্থান দেওয়া হয় আরও দুজন সামরিক কর্মকর্তাকে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে প্রধানমন্ত্রীর সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় এবং মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে 'চিফ অব ডিফেন্স' স্টাফ নিয়োগ করা হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে: বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে এ প্রেক্ষাপটে জিয়ার খেতাব কেড়ে নেওয়া হলে, মুক্তিবাহিনীর স র্বা ধি না য়ক জেনারেল ওসমানীর খেতাবও কেড়ে নেওয়ার যৌক্তিকতা তৈরি হয় কি না।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে তিন বাহিনীর প্রধানদের দুজন ছিলেন বীর উত্তম খেতাবধারী, তাঁরাও বঙ্গবন্ধুর খুনি সরকারের কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। পরিস্থিতির চাপ ছিল, এ চাপ এড়ানোর জন্য পদত্যাগ করার সুযোগ তাঁদের ছিল। সেটি তাঁরা করতে পারেননি বলে তাঁদেরও কি খেতাব বাতিলের দাবি ওঠা সংগত? এ জাতিকে এভাবে কি প্রায় বীর উত্তমশূন্য করে ফেলব আমরা? মুক্তিযুদ্ধের বীরদের এভাবে ছেঁটে ফেলা কি মুক্তিযুদ্ধেরই চরম অবমাননা হবে না?

৩.

জিয়া মুক্তিযুদ্ধের সংবিধানের মূলনীতি বাতিল করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সংবিধান থেকে জিয়া ধর্মনিরপেক্ষতা মূলনীতিটি বাতিল করেছিলেন সত্য। কিন্তু জিয়াউর রহমানের সংযোজন করা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' আর এরশাদ প্রবর্তিত 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংবিধানে রেখেছে তো এখনকার আওয়ামী লীগ সরকারই। এগুলো কি ধর্মনিরপেক্ষতা?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে বৃহত্তর অর্থে ১৯৭২ সালের সংবিধানের কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ১৯৭২ সালের সংবিধানের চরিত্রহরণ স্বাধীনতার পর প্রতিটি আমলেই হয়েছে (যেমন চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম)। এ দেশের উচ্চ আদালত ষোড়শ সংশোধনীকে অবৈধ বলে রায় দিয়ে জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। এসব শাসনতান্ত্রিক বিতর্কের বিষয়। ভুয়া নির্বাচন, অবাধ দুর্নীতি, চরম দলীয়করণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী। এটি কারা কতটুকু করেছে তা রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়। এসব বিতর্ক মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ খেতাব কেড়ে নেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না।

জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ সত্যি। তিনি কয়েকজন চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধীকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর সমালোচনা হতে পারে। বঙ্গবন্ধু নিজে দেশ স্বাধীনের পর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালনকারী কয়েকজন পুলিশ আর গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে আমলাতন্ত্রে রেখে দিয়েছিলেন, তিনি ১৯৭১ সালে গণহত্যার অন্যতম নায়ক জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ করে নিয়েও এসেছিলেন। তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, জিয়াউর রহমানের সমর্থকেরাও একই কথা বলে থাকেন। হতে পারে তাঁর সমর্থকেরা অসত্য বলছেন, হতে পারে জিয়াউর রহমানের উদ্দেশ্য ভালো ছিল না। কিন্তু এসব বিতর্ক খেতাব কেড়ে নেওয়ার ভিত্তি হয় কী করে?

জিয়ার খেতাব কেড়ে নেওয়ার সমর্থনে সরকারপক্ষ থেকে নোবেল পুরস্কার আর ডক্টরেট প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। নোবেল প্রত্যাহারের কোনো তথ্য আমার জানা নেই। আর ডক্টরেট প্রত্যাহার হয়ে থাকে ডক্টরেট নকল–এ মর্মে তদন্ত প্রমাণিত হলে। তার সঙ্গে একজন সেক্টর কমান্ডারের যুদ্ধে অর্জিত খেতাবের কীভাবে তুলনা হয়? আমাদেরই মতো যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, জিম্বাবুয়েসহ অনেক দেশ। স্বাধীনতাযুদ্ধের শৌর্যে-বীর্যে অর্জিত খেতাব এসব কোনো দেশে পরবর্তী সময়ে শুধু কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

৪.

বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিক্ততা আর ঘৃণার শেষ নেই। এসব তিক্ততা জারি থাকলে বা বাড়লে অনৈক্য আর হান-হানি বাড়ে, দেশের অন্তর্নিহিত শক্তি কমে যায়, রাষ্ট্রসত্তা দুর্বল হয়ে পড়ে। কোনো কোনো মহলের জন্য তা লাভজনক হলেও দেশের জন্য তা চরম ক্ষতিকর।

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিলকে কি এমন কোনো হাতিয়ারে পরিণত করার চেষ্টা চলছে?

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক

৩১ নম্বর কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্টে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে

২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির বিশেষ নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিসের পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

কাউন্সিল সদস্য ৩১ নম্বর কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট
কুইন্স কাউন্টি

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার বিষয়ে আরও জানার জন্য **VOTE.NYC** দেখুন
অথবা **(866) 868-3692**, টিটিওয়াই **(212) 487-5496** নম্বরে কল করুন

১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে।
আপনার অগ্রিম ভোটকেন্দ্র খুঁজে পেতে এবং একটি নমুনা ব্যালটের জন্য,
আমাদের ওয়েব সাইট
findmypollsite.vote.nyc দেখুন।
অথবা **(866) 868-3962** নম্বরে ফোন করুন
টিটিওয়াই নম্বর: **(212) 487-5496**

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Frederic M. Umane - প্রেসিডেন্ট
Miguelina Camilo- সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Gino A. Marmorato
Michael Michel
Rodney L. Pepe-Souvenir
Simon Shamoun
Patricia Anne Taylor
Tiffany Townsend
John Wm. Zaccone

THE BOARD OF ELECTIONS IN THE CITY OF NEW YORK
Executive Office, 32 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10004

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

পেশাজীবীদের দলীয় লেজুড়বৃত্তির ইতি ঘটাতে হবে

মইনুল হোসেন

আলজাজিরার মিথ্যা তথ্য সম্প্রচারের বিরুদ্ধে সরকার মামলা করতে যাচ্ছে– তাই সঙ্গত কারণে সরকার যে রেগে আছে এবং সন্ত্রস্ত রয়েছে সেটি বেশ বোঝা যাচ্ছে। আলজাজিরার এই প্রচারণায় যে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সরকারের ভাবমর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আলজাজিরার প্রচারণা ভিত্তিহীন, মিথ্যা দাবি করেছে। জাতিসঙ্ঘ ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত আছে বলে জানিয়েছে এবং প্রত্যাশা করা হয়েছে যে, আমাদের কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবে। যুক্তরাষ্ট্রও এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। অন্য দিকে, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একধাপ এগিয়ে বলেছেন, যদি জাতিসঙ্ঘ ব্যাপারটি তদন্ত করে তবে তাতেও আপত্তি নেই। বলিষ্ঠ মন্তব্য সন্দেহ নেই।

কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায় তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আর সরকারকে ঘুম থেকে জেগে উঠতে হবে দিনের আলো দেখার জন্য। সরকারকে ঘিরে থাকা চোর আর চাটুকাররা যা-ই বলুক না কেন, সত্য প্রকাশ পাবেই, চেপে রাখা যাবে না। তাই দ্রুত অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পথ পরিবর্তন করার কথা খোলামেলা বলাটাই হবে মঙ্গলতর।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎসে থাকা লোকদের অনুগত রাখা অথবা পেশাজীবীদের দলীয় অ্যাক্টিভিস্ট বানিয়ে দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত করার দিন শেষ করতে হবে। আনুগত্য কেনাবেচা করা বন্ধ রাখতে হবে। আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে পুলিশ এমনকি সামরিক বাহিনীকে সরকারের ভাড়াটিয়া বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করাটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এ ধরনের চিন্তাভাবনা একেবারেই অচল এবং অবমাননাকর। এভাবে স্বৈরশাসন জনগণের বিপরীতে শক্তি অর্জন করে।

পেশাজীবীরা কোনো রাজনৈতিক দলের অনুকূলে দলীয় অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন না। এটা পেশাজীবীদের আচরণবিধির সাথে সাংঘর্ষিক। পেশাজীবীদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা কঠোরভাবে সমুন্নত রাখতে হবে নতুবা তাদেরকে রাজনীতিতে নেমে রাজনীতি করতে হবে। পেশাজীবীদের আনুগত্যের সাথে নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। দলীয় রাজনীতির অনুসারী হতে গিয়ে পেশাজীবীদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারটি অবহেলিত হচ্ছে। যে কারণে সব ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতার অবনতি দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আমরা যৌথভাবে দুর্নীতি করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। এখানে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা আমাদেরকে বলার জন্য আলজাজিরা বা বাইরের কারো প্রয়োজন নেই। দুর্নীতির কথা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে। লুটপাটের কথা সরকারও স্বীকার করে। অসুবিধা হলো বড় বড় দুর্নীতিপরায়ণদের নাম প্রকাশ নিয়ে।

এটাও অজানা কিছু নয় যে, বড় বড় দুর্নীতির সাথে ভয়ঙ্কর নৃশংসতা হাত ধরাধরি করে চলছে। আমাদের গণমাধ্যমেই হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করার কথা প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাগুলো কিভাবে সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে তাও সরকারের অজানা নয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার সবাইকে সতর্ক করছে। কিন্তু দুর্নীতির রাঘববোয়ালদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। নিখোঁজ, আইনবহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের খবর জাতীয় সংবাদপত্রে বা প্রচারমাধ্যমে প্রকাশ কম হয়নি। কেবল ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের নামধাম উল্লেখ করা হচ্ছে না। কারণ সত্যি সত্যি চারিদিকে ভীতিপ্রদ অবস্থা বিরাজ করছে।



মানুষদের ভয়ে থাকতে হচ্ছে কখন গুম হয়ে যাবে, কখন পুলিশের দেয়া মিথ্যা মামলায় পড়ে জেলে যেতে হবে। ড্রাগস, বিশেষ করে ইয়াবা ব্যবসা বেড়েই চলেছে। শত শত বেকার যুবক ইয়াবা লেনদেনের সাথে জড়িত থাকা সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলার চাপ সামলাতে কোর্টগুলো হিমশিম খাচ্ছে। বেকার যুবকদের মানবিক দিকগুলো দেখার কারো অবকাশ নেই। অনেক মৌলিক অধিকারের কথা শাসনতন্ত্রে লেখা আছে। মানবাধিকার কমিশন আছে। কিন্তু মানবাধিকার প্রয়োগের প্রশ্নেই যত অনীহা। পুলিশ মামলা গ্রহণ করলেই হলো। কোর্টের হাত-পা বাঁধা পড়ল। জজ বিচারকরাই জানেন কিভাবে মিথ্যা মামলার দৌরাত্ম্য মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। হাইকোর্টের এক বিচারপতি কোর্টেই বলে ফেললেন স্পিড মানি ছাড়া কিছুই চলে না।

আমরা এ কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছি যে, এসবের জন্য কেউ এককভাবে দায়ী নয়। কারণ সরকারি ব্যবস্থাটাই টিকে আছে সম্মিলিতভাবে দুর্নীতি করার সুযোগের জন্য। কার্যত, ক্ষমতাধরদের একটা গ্রুপ একযোগে দুর্নীতি করে চলেছে।

দেশ ও জাতির জন্য এটা লজ্জার বিষয় যে, বাড়তি সুবিধা ভোগ করার জন্য শিক্ষিতজনরা কত সহজভাবে দলীয় অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে দুর্নীতির পূজারী হচ্ছেন। দেশের কথা ভাবছেন না। দেশ যে সবদিক থেকেই অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে তা ভাবা হচ্ছে না। জাতির মূল্যবান প্রতিষ্ঠানগুলো অকেজো হয়ে যাচ্ছে। জনগণের অসহায় অবস্থা যেন আমরা সবাই মেনে নিচ্ছি। অথচ সুস্থ সমাজ গঠনের প্রয়োজনে পরিবর্তন আসতেই হবে।

দেশের প্রকৃত মালিক যে জনগণ এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন হতে হবে তবে তার জন্য গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করে তুলতে হবে। নিকৃষ্ট ধরনের স্বৈরশাসনের অধীনে প্রহসনমূলক নির্বাচন নতুন কিছু নয়। সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার জন্য যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তখনই সেই সরকারের অংশীদার ও সুবিধাভোগী শিক্ষিত লোকের অংশবিশেষ জাতির সাথে বেঈমানি করে যাচ্ছে। আমাদের তাই এমন একটা ব্যবস্থা গড়তে হবে যা ক্ষমতায় থাকার জন্য এ ধরনের দুর্বৃত্ত ও অপরাধীচক্রের ওপর নির্ভর করবে না।

আমাদের নির্ভর করতে হবে শিক্ষিত সেসব নর-নারীর ওপর যাদের রয়েছে শক্ত মেরুদন্ড এবং দেশের জনগণের প্রতি দেশপ্রেমে উজ্জীবিত মনমানসিকতা। তারা এমন একটি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যেখানে নির্বিঘ্নে দুর্নীতি ও শোষণ করার সুযোগ থাকবে না। তারা এমন গণতন্ত্রের পথ বেছে নেবেন যার জন্য আমাদের এই দেশটির মানুষ যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। যারা নিজেদেরকে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষ শক্তি হিসেবে দেখেন তারা মানুষের অন্যায়-অবিচারের বিরোধী শক্তি না হয়ে পারেন না। দুঃখজনক হলেও তারা নীরব ও নিষ্ক্রিয়।

নির্বাচনবিহীন সরকার হলে বিজয় হয় আমলাতন্ত্রের। সে ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা এবং আমলাতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা শাসন পরিচালনার সামগ্রিক ধারণাকে গ্রাস করে ফেলে। রাষ্ট্রীয় শক্তিই তাদের কাছে বড় শক্তি– মানুষ নয়। আমরা তো সেরকম ছিলাম না। অপরিচিত রাজনীতি আমাদের রাজনৈতিক নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধ সবকিছু বদলে দিয়েছে।

রাজনীতিবিদ হিসেবে রাজনীতি করার অধিকার সবার থাকবে, এ কথা তো অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু পেশাজীবীরা রাজনীতিবিদ নন, তাই পেশার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। তাদের লেজুড়বৃত্তির কারণে আমাদের সুশাসনের সবগুলো প্রতিষ্ঠান এমনকি শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত বিপর্যয়ের মধ্যে আছে। আর এই ক্ষতিটা হয়েছে রাজনীতিকীকরণের কারণে, পেশাজীবীদের বড় অংশই আর পেশাজীবী থাকছেন না, তারা দলীয় কর্মীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

জনগণবিচ্ছিন্ন শাসনব্যবস্থার কারণে সবাই ক্ষমতাসচেতন কিন্তু জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদ খুব কমই অনুভব করেন। ফলে জনগণকে সবার কাছে অসহায় থাকতে হচ্ছে।

স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে হলে এই ভেঙেপড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার। আর এসব বিষয়ের জন্যই আমরা লড়াই করেছিলাম।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যাহত করার জন্য আইনের তোয়াক্কা করতে হয় না। সংবাদপত্র থাকে মানুষের কথা বলার অধিকার হিসেবে। দেশে প্রেস কাউন্সিল আইন আছে সংবাদপত্রের ভুলত্রুটির কারণে সাংবাদিকদের যাতে সহজে জেলে যেতে না হয়। তাদের শাস্তির ব্যবস্থা নেবে প্রেস কাউন্সিল। মানহানির মামলার নামে দন্ডবিধির ব্যবহার করা হচ্ছে। একই মানহানির জন্য দন্ডবিধি এবং সদ্য প্রণীত ডিজিটাল আইনের প্রয়োগ হচ্ছে। প্রেস কাউন্সিল আইন এখন অচল। প্রেস কমিশনের অস্তিত্ব থাকা-না-থাকা অবস্থায় আছে। দন্ডবিধিতেই আছে যে, জনস্বার্থে লেখা কোনো কিছু বিদ্বেষপ্রসূত না হলে মানহানির মামলা হবে না। উচ্চ আদালতের রায়ে বলা আছে, প্রতিবাদ না দিলে বলা যাবে না প্রকাশিত সংবাদের জন্য মানহানির মামলা হবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দন্ডবিধিতে মানহানির মামলা জামিনযোগ্য। ডিজিটাল আইন করে তা বাতিল করা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। আইনের সঠিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। মামলা করেছে, মামলা চলবে।

দলীয় রাজনীতির অ্যাক্টিভিস্ট হওয়ার কারণে সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু করতে পারছেন না। যে জন্য জনগণ বিদেশী সংবাদমাধ্যমে যথা– আলজাজিরা, বিবিসি বা সিএনএনে যা-ই বলুক সেটিকেই লুফে নিচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক বুদ্ধি দিয়ে সরকার চালালে যা হয় তা-ই হচ্ছে।

ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে শিক্ষিত লোকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন তবে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন শান্তিপূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব। বিবেকহীন একশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের দাসসুলভ মনোবৃত্তির কারণে এই দেশটি মান-মর্যাদা নিয়ে স্বাধীন মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। দুর্নীতি আর পেশিশক্তির কাছে অসহায় থাকা কোনো সভ্য জাতির পরিস্থিতি হতে পারে না।

৩১ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্টে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে

২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

প্রার্থীদের তালিকা

সকল দলীয় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী **Nominations for the following offices**

কুইন্স কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির বিশেষ নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিসের পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

কাউন্সিল সদস্য ৩১ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট

পাওয়ার ফর কুইন্স সেলভেনা এন. ব্রুকস্-পাওয়ারস
পিপল পাওয়ার্ড মেনি সিলভা
কমুউনিটি উনিটি- পেসাস অসিনা
রকওয়ে উনাইটেড- ন্যান্সি জে. মার্টিনেয
রাক্স ফর আস- শন এম. রাক্স
কলিন্স ফর কুইন্স- লাটানইয়া কলিন্স
টাইম ফর চেঞ্জ- সেরইন জেমস
দ্যা টাইম ইজ নাও- লাটোয়া আর. বেঞ্জামিন
লি ফর জবস ৩১- নিকোল এস. লি

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার বিষয়ে আরও জানার জন্য
VOTE.NYC দেখুন
অথবা **(866) 868-3692**
টিটিওয়াই **(212) 487-5496** নম্বরে কল করুন

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Frederic M. Umane – প্রেসিডেন্ট
Miguelina Camilo- সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Gino A. Marmorato
Michael Michel
Rodney L. Pepe-Souvenir
Simon Shamoun
Patricia Anne Taylor
Tiffany Townsend
John Wm. Zaccone

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP *প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।*

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

(৪ পাতার পর)

যথেষ্ট আছে। কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতায় সে জন্য দায়ী এমন আমার মনে হয়নি। অপরিচিতা এক হিন্দু মহিলা আমাকে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন, কিছুদিন আগে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে, তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করার কথা ভাবছেন। পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু ডাকাতি হয়, আমরা সেজন্য দেশত্যাগ করবার কথা ভাবি না। বাংলাদেশেরও অস্থির অবস্থায় এসব ঘটনা বিরল নয়, হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলেই তাদের দুর্বলতার সুযোগ নেয় দুর্বত্তরা। এটা দুঃখজনক, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানকে বিচার করা যাবে না অল্প কিছু অপরাধের আচরণ দিয়ে'। (গ্রন্থ : সমাজ, সংস্কৃতি, স্মৃতি- অম্লান দত্ত, প্রকাশক, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৪২)

উল্লেখিত কথাটা অসাম্প্রদায়িক চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। আজকের বাংলাদেশে আমরা এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদের দৃষ্টি ও মেধায় ধরে রাখতে পারছিনা। এটা হিন্দু কিংবা মুসলমান বাঙালীর সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা নয়। এই ব্যর্থতা রাজনীতির এবং অর্থনীতির। এখানে কারোর নিজেদের 'ধর্ম' কারণ নয়। ধর্মকে কারণ তৈরি করা হয়। এটাতে সাধারণ মানুষকে খুব দ্রুত সমাজের শাসক এবং শোষকদের 'পদতলে' কিংবা নিজেদের 'বগলতলায়' আনা সম্ভব। এই শাসক এবং শোষকদের আরেক ভিন্ন শ্রেণি স্বার্থে সমাজের কিছু আধা শিক্ষিত আর কিছু উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণির কেউ, কেউ কোন না কোনভাবে একে সমর্থন যোগান। তা-ও শ্রেণী বিভাজনের রাজনীতির স্বার্থে।

আমরা মানি যে, সমসাময়িক ধারা বিশেষ করে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের অন্যতম একটি প্রধান উৎস। ৫২' উত্তর আমাদের বাঙালী সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অর্থে সামাজিক, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানাবিধ মেলবন্ধনের মিশ্র নানান রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক মেরুকরণে এবং এক ধূসর চিন্তার কারণে বাঙালী সম্প্রদায়ের ভেতর সাম্প্রদায়িকতার অংকুর ধীরে, ধীরে বড় হয়ে এখন সেটা প্রায় বটগাছের আকার ধারণ করেছে বলা যায়। এটা দুঃখজনক।

লেখিকা জয়া চ্যাটার্জির 'বেঙ্গল ডিভাইডেড' বইটি পড়লে আরো জানতে পারি যে, বাংলার ক্ষেত্রে অনেকে এই ধারণাকে একটি সাধারণ সত্য বলে গ্রহণ করেন যে, বাংলার মুসলমানেরা সহ-জাতভাবে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং তাদের উচ্চশ্রেণীর নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাদের সাম্প্রদায়িক অনুভূতিকে সহজে সংগঠিত করতে পারে। এই প্রসঙ্গে জয়া চ্যাটার্জী আরো বলেন যে, বাংলায় শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সমান্তরাল অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অনেক ঐতিহাসিকরা যারা বলেন, বাংলার নানা রকম সামাজিক বিরোধ, সেটা শহর কিংবা পল্লী এলাকা যেখানেই হোক না কেন, অতি দ্রুত সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা পরিগ্রহ করে বা করতে পারে। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে যে, সাম্প্রদায়িকতার এই প্রক্রিয়ার শেকড় মুসলিম সমাজের মধ্যে নিহত আছে বলে ধরে নেয়া হলেও, মুসলমান কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ জনগণকে সেভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে দেখা যায় না যতটা দেখা যায় বাঙালী রাজনৈতিক শ্রেণী গোষ্ঠীর এই ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করবার অপচেষ্টাকে। সমানভাবে এটাও সত্য হিন্দু বাঙালীদের মধ্যেও এরকম অসহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িকতার চিন্তার ইতিহাসটাও সীমিত না। এই দুয়ের কারণ দুই সম্প্রদায়ের নিজ, নিজ ধর্মীয় কারণ না যতটা, তার চাইতেও বড় রাজনৈতিক হিংসা, প্রতিহিংসা এবং ক্ষমতার শ্রেণী বিভাজনের বৈষম্য। উৎপাদন সম্পর্কের বৈষম্য। অর্থনীতির অসম প্রতিযোগিতা। এই সবকিছু আমাদের রাজনীতি এবং অর্থনীতির অবকাঠামোতে বিরাজমান আছে বলেই সেখানে সাম্প্রদায়িকতা এক ধরনের অক্সিজেন পায়।

এ থেকেও প্রমাণ হয় বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা মূলত এই সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণীর অবকাঠামো এবং স্বার্থের পক্ষে একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী যার অথবা যাদের প্রধান একটি লক্ষ্য, সমাজে বৈষম্যকে বজায় রাখা এবং ব্যক্তি বা দলীয় আধিপত্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করা। কখনো সেটা অগ্রাধিকার পায় তথাকথিত দেশের কল্যাণের নামে, কখনো ধর্মের নামে, কখনো বা গণতন্ত্রের নামে। এটা কিন্তু আজকে ভারতেও দেখছি। আজকের ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ করে আজকের ভারতের শাসক শ্রেণীর যে রাজনীতি সেখানেও ভারতের বৃহত্তর জাতি 'সম্প্রদায়ের' ভূমিকা কে 'সাম্প্রদায়িক' করে গড়ে তোলার চেষ্টা কিন্তু অব্যাহত আছে।

আজকের যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদের গভীরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এর পেছনেও আছে 'সাম্প্রদায়িকতার' মনোভাব, যা নেই সেটা, সম্প্রদায়ের 'ইনক্লুসিভ' কোন চিন্তাশীল সংস্কৃতির চর্চা। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতেও সাম্প্রদায়িকতা এখন ধীরে, ধীরে তার উগ্র মূর্তি ধারণ করছে। সেই উগ্রবাদীতার অন্য অর্থে সাম্প্রদায়িকতার উলঙ্গ প্রকাশ ঘটে ৬ জানুয়ারী ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণও কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতি।

মধ্যপ্রাচ্যেও একই রকম কৃষ্টির চর্চা-ই চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে যে অশান্তি দীর্ঘদিন থেকে আছে, সেখানে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী সংখ্যায় বড় হলেও তাদের ভেতরে যে শ্রেণী স্বার্থের রাজনীতি কাজ করছে এর পেছনেও কোন ইনক্লুসিভ চিন্তা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণের কোন চিন্তা নেই। যা আছে সেটাও হলো রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার। সৌদি আরবের রাজতন্ত্র এই সাম্প্রদায়িকতার আরেকটি বড় দৃষ্টান্ত।

আমরা যদি আমাদের চিন্তার সংস্কৃতিতে 'সম্প্রদায়'-কে প্রাধান্য না দিয়ে যদি 'সাম্প্রদায়িকতাকে' 'আধুনিকতা' বলে মনে করি সেখানে আমাদের অকল্যাণ ছাড়া বড় কোনো কল্যাণ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সেকারণে সম্প্রদায় এবং সাম্প্রদায়িকতা। এই দুটো বিষয় যে সম্পূর্ণ আলাদা এটা আমাদের চিন্তা করা জরুরি এখন আমাদের যাপিত জীবনের প্রতিটি স্তরে। এই দুইটির কোনটাকে আমরা গুরুত্ব দিব, অগ্রাধিকার দিব- আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে, এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবার সময় এখন। এক্ষেত্রে আমাদের ৫২'র রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীকার আন্দোলন একটি উৎসাহ হতে পারে।

৫২' সালে আমাদের মাতৃভাষার আন্দোলন ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক চিন্তা এবং কল্যাণের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত। কোন ধরনের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দ্বারা পরিচালিত নয়। বাংলা আমার মাতৃ ভাষা। তখনকার পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার যৌক্তিক আন্দোলন এবং দাবিটাও ছিল আমাদের তৎকালীন রাজনৈতিক একটি নেয় এবং আদর্শিক লড়াই।

একবিংশ সালের বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা নিজেদের সম্প্রদায়ের কি এবং কোন[], কোন ইনক্লুসিভ চিন্তাকে আমাদের সার্বিক কল্যাণে অগ্রাধিকারে রাখবো। এটা আমাদের সবার প্রধান চিন্তা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর থেকে লক্ষ্য করছি, এই বিষয়ে আমাদেও চিন্তাকে অগ্রসর করবার চাইতে বেশি কাজ করছে নিজেদের ভেতর এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষমতা এবং ব্যক্তি বা দলের আধিপত্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করবার সামন্ততান্ত্রিক চেষ্টা। এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করা ছিলো বায়ান্ন সালে আমাদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার লড়াইয়ের অন্যতম একটি লক্ষ্য। এর পেছনে অন্য আর কোন 'সাম্প্রদায়িক' চিন্তা ছিলো না।

আজকের বাংলাদেশে আমাদের সাম্প্রদায়িকতার কোন চিন্তা ভাবনাকে যেন নিজের অজান্তেও প্রশ্রয় না দিই। এতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কল্যাণের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। আধুনিকতা বলি বা প্রগতিশীলতা বলি, উভয় চিন্তাতেই সম্প্রদায় কথাটা যতটা ইতিবাচক ও যৌক্তিক এবং সভ্যতার ন্যায় বোধকে জাগ্রত করে সাম্প্রদায়িকতা সেভাবে করেনা এবং করবেও না। সেটা যে ধরণের সাম্প্রদায়িকতাই হোক না কেন।

'সম্প্রদায়ের' কল্যান মানে না, 'সম্প্রদায়ি' হওয়া। আর সাম্প্রদায়িকতার কারণে কেবল নিজের 'ধর্ম' বিশ্বাস বা চিন্তাকে শ্রেণীগত স্বার্থে অগ্রাধিকার দিয়ে বিপরীত কোন ধর্মকে উপেক্ষা করা, অবজ্ঞা করা অন্যায় এবং অপরাধমূলক কাজ। পাশাপাশি এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সাম্প্রদায়িকতা কেবল ধর্মকেন্দ্রিক হতে পারেনা। সাম্প্রদায়িকতার মূল শক্তি কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের অপরাজনীতি।

পৃথিবীর বুকে আমরা অবশ্যই একটি সম্প্রদায়। বাঙালী সম্প্রদায়। আমাদের বাঙালীদের ধর্ম ভিন্ন হতেই পারে। সেটা সাম্প্রদায়িকতা নয়। কিন্তু সেই ধর্মের বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা অথবা বিবেচনাকে নিয়ে যখন আমরা কুবিতর্ক এবং রাজনীতি করা শুরু করি তখন সেটা 'সাম্প্রদায়িক' হয়ে যেতেও পারে। আধুনিক বাংলাদেশে এটা কাম্য নয়।

বায়ান্নর ৮-ই ফাগুন, আমাদের জাতীয় অসাম্প্রদায়িক চিন্তার ফসল। আমাদের আগামী বাংলাদেশের সু বিকাশে এবং সু বিনির্মাণে এই দর্শন বা দেখাটাকে আমাদের সামনে অগ্রসর হবার অন্যতম সহায়ক করে নিতে হবে। দুই হাজার একুশের বাংলাদেশে এবং আগামী বাংলাদেশ এটা যেন আমাদের সকল বাঙালীদের চেতনায় নাড়া দিতে পারে।

সবশেষে স্মরণ করছি, লেখক আহমেদ ছফার একটি প্রবন্ধে উল্লেখিত বাংলার অজানা এক লোক কবির অমর একটি কবিতার কয়েকটি লাইন। যা আমাদের 'সম্প্রদায়' চিন্তা থেকে 'সাম্প্রদায়িকতাকে' দূরে রাখতে সাহায্য করতে পারে।

'মানুষের মান দাও
মানুষের গান গাও
মানুষ সবার সেরা
মানুষ ঈশ্বর ঘেরা
এ সংসারে'

লেখক: সমাজ ও রাষ্ট্র বিশ্লেষক।

টাইম ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

আইআরএস অনুমোদিত e-file

- ট্যাক্স সার্ভিসেস
- নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং
- নূন্যতম ফি

Our Services

> Individual Tax / Business Tax
> Self-employed Tax Include Taxi Driver & Vendor
> Corporate Tax/partnership Tax
> Small Business/vendor License, Individual tax ID Application.

Immigration

> Asylum/Citizenship application
> Petition for Relative/Affidavit of support
> Green Card / Work Authorization Renew
> Re-Entry Permit / travel Documents

All Kinds of Immigration Services

Kaysar Rahman, *Tax Practitioner*
37-50 74th St, 1st FL, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-708-2456 Email: timetax2019@gmail.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SECI Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

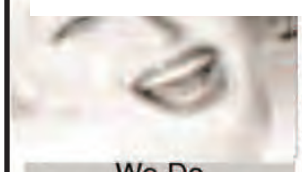
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

জিয়াউর রহমানসহ ৪ খুনির মুক্তিযোদ্ধার খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত

উবায়দুল্লাহ বাদল: সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শরিফুল হক ডালিম, নুর চৌধুরী, রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেহ উদ্দিন খানের বীর মুক্তিযোদ্ধার খেতাব বাতিল হচ্ছে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিদের তালিকা থেকে খন্দকার মোশতাকের নামও কাটা পড়ছে। মঙ্গলবার (৯ ফেব্রুয়ারী) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) ৭২তম সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তগুলো সুপারিশ আকারে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর গেজেট বাতিলের প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সাবেক মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও জামুকা'র সদস্য শাজাহান খান এমপি। মঙ্গলবার বিকালে তিনি মোবাইল ফোনে বলেন, 'জামুকার বৈঠকে জিয়াউর রহমান, শরিফুল হক ডালিম, নুর চৌধুরী, রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেহ উদ্দিন খানের নামে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিদের তালিকা থেকে খন্দকার মোশতাকের নাম বাতিল করা হয়েছে। এ ধরনের আরও ব্যক্তির নাম পাওয়া গেলে পর্যায়ক্রমে বাদ দেয়া হবে।' এছাড়া এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী ওয়াহিদুর রহমান ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান মুন্সীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট ও সনদ বহালের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও জানান শাজাহান খান। এর আগে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াহিদুর রহমান ও হাফিজুর রহমান মুন্সীর গেজেট ও সনদ বাতিল করেছিল মন্ত্রণালয়।



মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সরকারের খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট অনুসারে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 'বীর উত্তম', শরিফুল হক ডালিম 'বীর উত্তম', নূর চৌধুরী 'বীর বিক্রম', রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেহ উদ্দিন খান 'বীর প্রতীক' ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিদের তালিকায় ছিল খন্দকার মোশতাকের নাম। এদের মধ্যে শরিফুল হক ডালিম, নুর চৌধুরী, রাশেদ চৌধুরী ও মোসলেহ উদ্দিন খান স্বাধীনতার মহান স্থপতি 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি।

এসব খুনির মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করলেও রাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাদের মর্যাদা বাতিল করেনি। গত বছরের ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত জামুকার সভায় বঙ্গবন্ধুর খুনি মোসলেহ উদ্দিনের মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল করার সুপারিশ করলে ৫ জানুয়ারী এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত জামুকার বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বীর মুক্তিযোদ্ধার খেতাব বাতিল করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়।

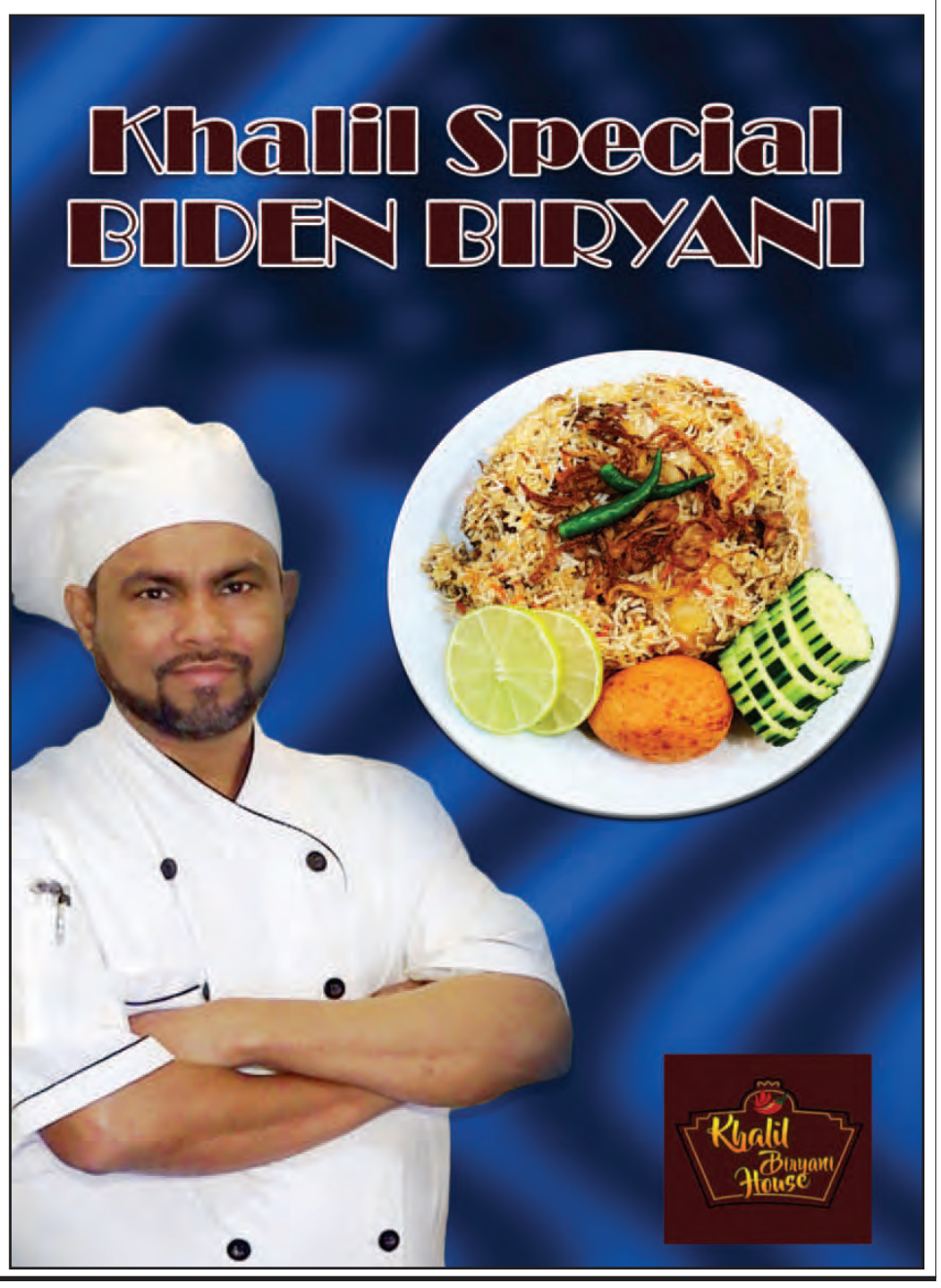
এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জামুকা'র সদস্য মেজর (অব.) ওয়াকার হাসান বীর প্রতীক বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর খুনিদের নামের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের খেতাব থাকতে পারে না। বিষয়টি নিয়ে জামুকা'র বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাদের খেতাব বাতিল করার বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। আরও বৈঠক হবে, সভার কার্যবিবরণী সই হওয়ার পর এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে মন্ত্রণালয়। তাই এ নিয়ে এখনি কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না।'

খেতাব বাতিলের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে ওয়াকার হাসান বলেন, 'রোহিঙ্গা গণহত্যার কারণে মিয়ানমারের নেত্রী সুচির নোবেল খেতাব কেড়ে নেয়া হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে এ ধরনের আরও নজির রয়েছে। তাহলে 'জাতির পিতা'র হত্যাকারীদের নামের সঙ্গে কেন বীর মুক্তিযোদ্ধার খেতাব থাকবে?

জামুকার এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির। তিনি বলেন, 'দেরিতে হলেও জামুকা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে আমরা স্বাগত জানাই। শুধু মুক্তিযুদ্ধের খেতাব ও সনদ বাতিল করলেই হবে না। তাদের নামে দেশে কোনো ধরনের স্থাপনা, রাস্তাঘাট বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও তা বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি রাজাকারদের চিহ্নিত করে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। রাজাকারদের সম্পদ অসহায় দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে।'







মালয়েশিয়ার 'ভিশন-২০২০'



মো: বজলুর রশীদ

মালয়েশিয়ার ভিশন-২০২০, 'ওয়াওয়াসান ডুয়াকুলো ডুয়াকুলো' নামে পরিচিত। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সালে ষষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদদের নিয়ে ২০২০ সালের মধ্যে নিরাপদ, মুক্ত স্বাধীন জীবন, সর্বোপরি উন্নত মালয়েশিয়া গড়ার এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন যা মালয়েশিয়াকে উন্নত দেশে পরিণত করার কথা।

ভিশন-২০২০ মূলত ৯টি কৌশলগত নিয়ামক বা চ্যালেঞ্জ যেগুলো উত্তীর্ণ হলে মালয়েশিয়া উন্নত দেশে পরিণত হবে। এগুলো অর্জনের জন্য দশম মালয়েশিয়া পরিকল্পনার মাস্টারপ্ল্যান হিসেবে ২০১১-১৫ সালেও বিস্তারিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। অনেকেই বলেছেন, এ পরিকল্পনা বেশ সাহসী ও উচ্চাভিলাষী। এ জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। মালয়েশিয়ার দরকার গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম বা জিএনআই, মাথাপিছু আয় ১৫ হাজার ডলার, যা অর্জিত হলে বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, ওই দেশ উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবে। কিন্তু এটি মাথাপিছু ২০১৯ সালের ১১.১৯ ডলার থেকে ২০২০ সালে ১০.১৯ ডলারে নেমে আসে। ফলে টার্গেট পূরণ অনেক দূরে চলে যায়। অর্থনৈতিক সূচকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৫ সালেও মালয়েশিয়া উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে পারছে না।

শিল্পায়ন ছাড়াও ভিশন-২০২০-তে সামাজিক মূল্যবোধের বিষয় জড়িত রয়েছে। যেমন পক্ষপাতহীন, সুন্দর, সহনশীল ও আরো বেশি গণতান্ত্রিক সমাজ ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি গঠন। মালয় রাজনীতিবিদরা বলছেন, উন্নত দেশ গঠনের জন্য ওয়াওয়াসান কর্মসূচিকে সার্থক করতে হলে বর্তমান অর্থনীতি 'রিফর্ম' করতে হবে; মালয়েশিয়ায় গণতন্ত্রের অবাধ চর্চা নিয়ে কিছুটা সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলেন, ক্ষমতার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে এবং সরকার রাজনৈতিক দুর্নীতি প্রচার না করার জন্য মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে; নৃতাত্ত্বিক বিভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও সমালোচকরা মনে করেন। জরিপে দেখা যায়, নৃতাত্ত্বিক মালয়দের আয় সবচেয়ে বেশি। এরপর রয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা এবং সবচেয়ে নিচে চীনা বংশোদ্ভূতরা। কিন্তু ডা: মাহাথিরের মতে, ওয়াওয়াসান ডুয়াকুলো ডুয়াকুলো সফল হলে দেশে নৃতাত্ত্বিক কোনো বিভেদ থাকবে না। তখন সবাই মালয়েশিয়ার নাগরিক হিসেবে সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে।

অর্থনীতির অধোগতি, রাজনৈতিক দুর্নীতি, সামাজিক অস্থিরতা অভীষ্ঠ কর্মসূচি লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাগড়া দিয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ডা: মাহাথির ৯টি প্রয়োজনকে চিহ্নিত করেছিলেন। এগুলো হলো– নৃতাত্ত্বিক ঐক্য, মানসিক মুক্তি ও নিরাপত্তা, যথাযথ গণতান্ত্রিক চর্চা, বৈজ্ঞানিক অগ্রসরতা, পরিবারকেন্দ্রিক কল্যাণ সংগঠন, যথাযথ ও সঠিক পরিবৃদ্ধি, সমৃদ্ধ অর্থনীতি, ইলেকট্রনিক অগ্রগতি, সব কিছু ডিজিটালে রূপান্তরকরণ প্রভৃতি। এসব চিহ্নিত লক্ষ্যকে পর্যালোচনা করলে তিন ধরনের কার্যক্রমে ভাগ করা যায়। যেমন– অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড।

সমৃদ্ধ মালয়েশিয়া গঠনের জন্য মাহাথির মোহাম্মদ ১৯৯০ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রতি দশকে প্রকৃত জিডিপি দ্বিগুণ করার কথা বলেছেন। তা হলে ২০২০ সালে জিডিপি টার্গেট ৩৫২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে। কিন্তু ২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের অক্টোপাস মালয়েশিয়াকেও আঁকড়ে ধরে। তখন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক ঘোষণা দেন, দেশকে বার্ষিক জিডিপি হার ৮ শতাংশে উন্নীত করতে হবে যদি ২০২০ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে যেতে হয়। অথচ এরপর জিডিপির হার ৬ শতাংশে নেমে দাঁড়ায়, যা ২০১০-১৫ সালে গড়পড়তা হিসাবে ৫.৬ শতাংশ। এ অবস্থায় নাজিব মতপ্রকাশ করেন, উন্নত দেশের সারিতে দাঁড়াতে হলে ২০৩০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এর একটি কারণ কমোডিটি প্রাইস কমে যাওয়া। ২০১৪ সালে মালয়েশিয়ার শীর্ষ রফতানি পণ্য হলো ইনটিগ্রেটেড সার্কিট ৪০.৭ বিলিয়ন ডলার, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ২৫ বিলিয়ন ডলার, পেট্রোলিয়াম গ্যাস ২২ বিলিয়ন ডলার, পাম তেল ১৩ বিলিয়ন ডলার। মোট রফতানি রাজস্বে পেট্রোলিয়াম ও পাম তেল ৩০ শতাংশ দাঁড়ায়। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের মতে, মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, তেলের মূল্য নির্ধারণ ও রফতানি কৌশলের ওপর। সরকারের খরচ কমানোয় পরবর্তী বছরে প্রায় তিন বিলিয়ন সাশ্রয় হয়েছিল। মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক পলিসি রিফর্মের বিষয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনাও রয়েছে। বর্তমান অর্থনৈতিক পলিসি মালয় বা ভূমিপুত্রদের অনুকূলে, যারা মালয়েশিয়ার জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ। নতুন অর্থনৈতিক পলিসি ভূমিপুত্রদের জীবনযাপন পদ্ধতির আরো উন্নয়ন সাধনের জন্য ১৯৭১ সালে প্রণীত হয়। তখন চীনা মালয়েশিয়ানরা উন্নত লিভিং স্ট্যান্ডার্ড ভোগ করত। নতুন পলিসির কারণে মালয়দের আয় অনেকাংশে বেড়ে যায়, তাদের ঘিরেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকা আবর্তিত হতে থাকে। তখন নানা দিকে রব উঠে যে, সরকার পক্ষপাতিত্ব করছে যা কোনো কল্যাণরাষ্ট্রের কাম্য নয়। এভাবে নানা দিক থেকে নতুন নীতির ওপর সমালোচনার চাপ পড়তে থাকে।

অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ ইয়েহ কিম লেং উচ্ছ্বসিত হয়ে জানান, মালয়েশিয়া অভীষ্ঠ লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছে। তিনি আরো বলেন, উন্নয়নের আরো সব নিয়ামকগুলোর যথাযথ সমন্বয় হয়নি যা একটি উন্নত দেশ গঠনে প্রয়োজন ছিল। লেং যুক্তি দেখান, ২০১৯ সালে মাথাপিছু আয় ১১ হাজার ডলারে দাঁড়ায়। 'উচ্চ আয়ের মর্যাদাসম্পন্ন' দেশ হওয়ার জন্য মাত্র আরো এক হাজার ৫০০ ডলার কম ছিল। তবে উচ্চ আয়ের মর্যাদার সাথে 'আধুনিক উন্নত টেকনোলজি' ও 'উন্নত জীবনযাপন পদ্ধতি' দরকার। এগুলো মালয়েশিয়া এখনো অর্জন করতে পারেনি। লেং আরো মনে করেন, মালয়েশিয়ার সমাজ 'ি-চড়ধরা', এখান থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। মাহাথিরের ব্রেইনচাইল্ড ওয়াওয়াসানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সমন্বয় করা হয়েছে। ড. মাইকেল জয়কুমার দেবরাজ বলেছেন, মালয়েশিয়ায় জিডিপি বেড়েছে।

১৯৯০ সালে ছিল ১০০ বিলিয়ন রিঙ্গিত, ২০২০ সালে ১.৩ ট্রিলিয়ন রিঙ্গিতে উঠেছে যা প্রশংসনীয়। তবে অর্থনৈতিক সমতা মালয়েশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি বলেন, 'আমাদের অনেক দরিদ্র লোক রয়েছে এবং মানুষের ঋণ বেড়ে যাচ্ছে।' তিনি মনে করিয়ে দেন, একজন গ্র্যাজুয়েট মাসে এক হাজার ৮০০ থেকে দুই হাজার রিঙ্গিত পেয়ে থাকেন; অনেকে আরো কম বেতনে চাকরি করতে বাধ্য হন। তিনি আরো বলেন, অনেক মালয়েশিয়ান বাড়িঘরের মালিক হয়েছেন কিন্তু রিয়েল এস্টেট খাতে ভূমি ও বাড়ির দাম বেড়ে গেছে, যা ঠিক নয়। এতে কম আয়ের বিস্তর মালয়েশিয়ান সমস্যার সম্মুখীন হবে। দেবরাজ বলেন, মালয়েশিয়ার চিত্তাকর্ষক হাইওয়ে ও পেট্রোনাসের মতো দালানকোঠা বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর দেখালেও সমাজ-জীবন এত সুখের নয়। জাতিগত বিভেদ রয়েছে। এ জন্য রাজনৈতিকরা দায়ী বলে দেবরাজ মনে করেন। ভিশন-২০২০ মতে, লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যে ধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরির কথা, সে রকম গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে শিক্ষানীতি ব্যর্থ হয়েছে। তাই শিক্ষানীতিকে 'ওভারহল' করার কথাও অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলছেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা: মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, তার পরিকল্পনা ও পলিসিতে পরিবর্তন আনায় ভিশন-২০২০ অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। 'পাকাতান হারাপান' প্রশাসন ভেঙে পড়ার সময় এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। 'আমি যখন ইস্তফা দেই তখন উন্নয়নের ফোকাস ছিল ভিন্ন, পলিসিগুলোও ভিন্নতর। এসব পরিবর্তন করায় লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। আমার ইস্তফার পর পরিবর্তিত পলিসিগুলো একেবারে ভিন্ন ছিল।' তিনি জানান, 'লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলেও শিল্পোন্নয়ন ও স্বনির্ভরতায় যা অর্জিত হয়েছে তাও কম নয়।'

তিনি মিডিয়ায় বলেছেন, 'নাজিব রাজাকের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি ভিশন-২০২০ কে আহত করেছে। নাজিব যদি উন্নয়নের মূল বিষয়গুলোতে হাত দিতেন এবং জনগণের কল্যাণকর বিষয়গুলো দেখভাল করতেন তা হলে পাকাতান হারাপান ১৪তম সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হতো না।'

লক্ষ্য ঘোষণার তিন দশক অতিক্রান্ত হলেও ওয়াওয়াসান ডুয়াকুলো ডুয়াকুলো পাইপলাইনে রয়ে গেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখন দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য পলিসি রিভিউ ও কৌশল নির্ধারণ করা দরকার। উন্নয়নের মহাসড়কে দাঁড়াতে গিয়ে মালয়েশিয়া প্রচন্ড দুর্নীতির গহ্বরে পতিত হয়েছে। অবাধ দুর্নীতি থাকলে কখনো কোনো দেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে পারে না। তদুপরি রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুঁজিবাজারে অস্থিরতার প্রভাব ফেলেছে। কোভিড-১৯-এর আক্রমণে গত বছর মালয়েশিয়ার পর্যটন খাতে ২৬ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। দু'টি পাঁচতারা হোটেল বন্ধ হয়েছে কয়েক মাস আগে। আগামী মার্চে আরো একটি বন্ধ হচ্ছে। পর্যটন খাতকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হলেও দিন দিন তার অধঃগতি হচ্ছে। এ অবস্থায় অর্থনীতিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতেই সরকার গলদঘর্ম হয়ে যাবে। তদুপরি ২০১৮ সালে বায়োফুয়েল পরিবেশ নীতির কথা তুলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মালয়েশিয়া থেকে পাম অয়েল কেনা স্থগিত করেছে। একই সাথে, কাশ্মির নিয়ে মন্তব্য করায় ভারতও পাম আমদানি (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)







রেস্টুরেন্ট খোলার প্রথম দিনেই খলিল বিরিয়ানি জমজমাট

(শেষের পাতার পর)

রেস্টুরেন্টগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসের সংক্রমন বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে দ্বিতীয়দফায় বন্ধ করে দেয়া হয় রেস্টুরেন্টগুলো। শুধুমাত্র চালু রাখা হয় আউটডোর ডাইনিং এবং টেক আউট সুবিধা। দুইমাস পর শর্ত সাপেক্ষে ক্রেতাদের রেস্টুরেন্টের ভিতরে বসে খাওয়া দাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন গভর্নর। এই আদেশে রেস্টুরেন্টের ধারণক্ষমতার ২৫ শতাংশ কাস্টমারকে ভেতরে বসে খাওয়ানো যাবে। তবে কাস্টমারদের মাস্ক পরিধান করা ও অন্যান্য স্বাসস্থবিধি আগের মতই মানতে হবে।

দীর্ঘদিন পর সীমিত আকারে হলেও বসে খাওয়ার অনুমতি পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রেস্টুরেন্ট মালিকরা উল্লসিত। রেস্টুরেন্টগুলোতে ভীড় বাড়তে শুরু করেছে। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট খলিল বিরিয়ানীতে গিয়ে দেখা গেলো ক্রেতাদের প্রচুর ভীড়। কাস্টমারদের সামলাতে কর্মীদের হিম-শিম খেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে।

প্রতিষ্ঠানরের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান জানান, প্যান্ডামিকের সময়েও আমাদের ক্রেতারা আমাদের উপর আস্থা রেখেছিলেন। তাই টেক আউটেও আমরা মোটামুটি ব্যবসা করেছি। এখন নতুন পরিস্থিতিতে সীমিত আসনে হলেও ভেতরে বসিয়ে কাস্টমারদের আপ্যায়ন করা যাবে এটাই বড় কথা। কারণ এই শীতের সময়ে বাইরে খাওয়া-দাওয়া করা খুবই কস্টের ব্যাপার ছিলো।

তিনি জানান, নিউইয়র্ক সিটিতে রয়েছে কয়েকহাজার রেস্টুরেন্ট। এরসঙ্গে মালিকের শুধু লাভ লোকসানের সম্পর্ক নয়, ব্যবসা পরিচালনার সাথে যুক্ত আছে আরো কয়েক হাজার মানুষ। তাদের রোজগারে পরিবারের ভরণপোষন হয়। রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মালিকদের সাথে কর্মচারীদের কয়েকহাজার পরিবারেও নেমে এসেছে বিপর্যয়। মেয়র কর্তৃক রেস্টুরেন্ট খুলে দেওয়ার ঘোষনায় রেস্টুরেন্ট মালিক এবং কয়েক হাজার কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাই।

খলিলুর রহমান বলেন, করোনা ভাইরাসের সংকটকালেও আমি আমার তিনটি রেস্টুরেন্ট চালু রেখেছি। যতটা না আমার ব্যবসার প্রয়োজনে, তার চেয়ে বেশী আমার কর্মীদের দিকে চেয়ে। এই দুর্যোগের সময়েও আমি আমার একটি রেস্টুরেন্টে বৃহস্পরিসরে স্থানান্তর করেছি। এতে আমার ক্রেতারা আরো স্বাচ্ছন্দভাবে খাবার উপভোগ করতে পারবেন।

তিনি আরো বলেন, নতুন রেস্টুরেন্টের বৃহস্পরিসরে ক্রেতাদের জন্য নতুন নতুন মেনু সংযোজন করেছি। ইনডোরে ২৫ শতাংশকাস্টমার বসার অনুমতি থাকলেও পাশাপাশি আমার তিনটি রেস্টুরেন্ট থাকায় অনেক বেশী স্থান সংকুলান হবে। আইন মেনেও ছোটখাট পার্টি করা সম্ভব হবে। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের খলিল রেস্টুরেন্ট, খলিল হালাল চাই-নিজ এবং খলিল হালাল গ্রীলের খাবারের স্বাদ গ্রহনের জন্য আহবান জানান।

বাইডেনের উপ-প্রেস সচিব বরখাস্ত

(শেষের পাতার পর)

নিয়ে প্রশ্ন করা এক নারী সাংবাদিককে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দেন। জানা যায়, আমেরিকান সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর রিপোর্টার তারা পালমেরিকে হুমকি দেন ওই উপ-প্রেস সচিব এবং হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র। অবশ্য শুক্রবার (১২ ফেব্রুয়ারী) হোয়াইট হাউজের প্রেস সচিব জেন পাসকাই জানান, ডাকলো ক্ষমা চেয়েছেন পালমেরির কাছে।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপ প্রেস সচিব টি জে ডকলো সম্প্রতি পলিটিকোর রিপোর্টার তারা পামেরিকে হুমকি দেন। পামেরি আরেক সাংবাদিকের সঙ্গে ডকলোর গোপন সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করছিলেন। পামেরিকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়। ওই ঘটনার পর ডকলো নারী সাংবাদিকের কাছে ক্ষমা চান। এতেও পার পাননি। তাকে এক সপ্তাহের জন্য বিনা বেতনে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বাইডেন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল, ডকলোকে লঘু দন্ড দেওয়া হয়েছে। এর পরপরই ডকলো পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার কথা নিশ্চিত করে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন সাকি বলেন, ডকলোর সঙ্গে আলোচনার পর আমরা তার পদত্যাগ গ্রহণ করেছি।

এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস থেকে পদত্যাগকারী কর্মকর্তা ডকলো টুইটারে লেখেন, এটি ছিল ভয়াবহ কাজ। আমি জানি সেটি আর ফেরানো সম্ভব না। তবে আমি বুঝেছি, এ ঘটনা থেকে আমি শিক্ষা নিয়েছি, যা ভবিষ্যত পথচলায় আমার কাজে দেবে। এর আগে শুক্রবার (১২ ফেব্রুয়ারী) হোয়াইট হাউজের প্রেসসচিব জেন সাকি জানান, ওই ঘটনার পর ডকলো সাংবাদিক পামেরির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

শুক্রবার এক টুইটে সাকি লেখেন, ডকলো নিজেই প্রথমে স্বীকার করেছেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের বেঁধে দেওয়া আচরণ-বিধি অনুসরণ করতে পারেননি।

ক্ষমতা নেয়ার প্রথম দিনই প্রেসিডেন্ট বাইডেন দৃঢ়ভাবে তার কর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, হোয়াইট হাউজের কোনো কর্মী যদি সহকর্মীর সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণ করেন তবে তা কিছুতেই বরদাশত করা হবে না। বাইডেন আরও বলেছিলেন, 'এ বিষয়ে আমি একদমই মজা করছি না। আপনি যদি আমার সঙ্গেও কাজ করেন এবং আমি শুনতে পাই, আপনি অন্য সহকর্মীর সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণ করেছেন, তবে অন্য কারো সঙ্গে কথা বলুন। কারণ, আমি তখনই আপনাকে চাকরিচ্যুত করব। আমি কোনো যদি, এবং, কিন্তু শুনবো না।'

জেন সাকি টুইটে জানান, অসদাচরণ করায় ডকলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

যেসব কারণে খালি পেটে পানি খাবেন

(শেষের পাতার পর)

খাবার গ্রহণের পর তৎক্ষণাৎ এক গ্লাস পানি খুঁজি। শরীরের বর্জ্য বের হতে, শরীরের তাপমাত্রা রক্ষায়, সংবেদনশীল টিস্যু সুরক্ষাসহ বহু কারণে পানি দরকার।

কিন্তু, আপনি কি জানেন, খালি পেটে পানি পান করলে কী স্বাস্থ্য উপকারিতা মেলে? ভারতের জীবনধারা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট বোল্ডস্কাইয়ের এক প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। আসুন, এক ঝলকে দেখে নিই।

ঘুম থেকে ওঠার পর শরীরের রিহাইড্রেশনের জন্য পানি দরকার। কারণ, রাতে আপনি যখন ঘুমান, ছয় থেকে আট ঘণ্টা আপনার শরীর পানি পায় না। তাই ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস পানি পান করলে শরীর রিহাইড্রেট হবে।

ওজন কমায়: পানি ও ওজন কমার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। খালি পেটে পানি পান বিপাকক্রিয়ার উন্নতি সাধন করে। ফলে ওজন কমে।

দূষিত পদার্থ বের করে: সকালে খালি পেটে পানি খেলে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়। বর্জ্য বের করতে কিডনির পানি দরকার হয়। পানি খেলে প্রস্রাবের সঙ্গে বর্জ্য বের হয়ে যায়।

ক্যালোরি কমায়: নাশতা খাবার আগে পানি পান করলে ক্যালোরি কমাতে সাহায্য করে। পানি পানের কারণে পেট ভরা অনুভব হয়, এতে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ হয় না। সকালে নাশতা খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে পানি পান করুন।

মানসিক স্বাস্থ্যে: ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস পানি পান করলে তা মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। যেমন- স্মরণশক্তি বাড়ে, নতুন কিছু শেখা বাড়ে।

হজমে সহায়তা: সকালে ঘুম থেকে উঠে হালকা গরম পানি খেলে তা হজমে সাহায্য করবে। গরম পানি খাদ্য উপাদানকে ভাঙতে সাহায্য করে। এভাবে হজম প্রক্রিয়ার উন্নতি হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: খালি পেটে পানি খেলে শরীরের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বর্জ্য ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে পানি, যা থেকে সংক্রমণ ও অসুস্থতা হয়।

ভেতরের অঙ্গকে সুস্থ রাখে: খালি পেটে পানি পান করলে শরীরের অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে। শরীরের লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমকে উন্নত করে এবং শরীরের তরলে ভারসাম্য আনে।

ত্বক উজ্জ্বল করে: সকালে খালি পেটে পানি পান করলে ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এতে ব্রণ কমে। ত্বকের শুষ্কভাব দূর করে আর্দ্রভাব এনে দেয়।

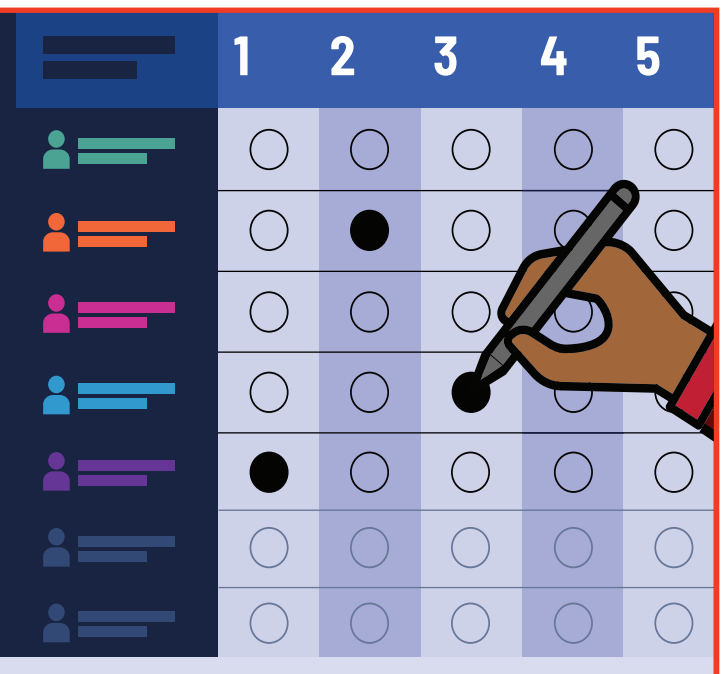
শক্তি জোগায়: সকালে পানি পান করলে তাৎক্ষণিকভাবে শক্তির মাত্রা বাড়ে। কারণ, সকালে যদি আপনার শরীর ডিহাইড্রেটেড থাকে, তাহলে আপনি ক্লান্তিবোধ করবেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে চার গ্লাস পানি পান করা দরকার। কিন্তু প্রথম দিকে যদি কঠিন মনে হয়, তাহলে এক গ্লাস পানি দিয়ে শুরু করতে পারেন। ধীরে ধীরে পানির পরিমাণ বাড়ান।

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিন

নিউ ইয়র্ক শহরে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিন

পছন্দের ক্রমানুসারে সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে ভোট দিন



২০২১ সালে, নিউ ইয়র্ক শহরের সকল প্রাথমিক এবং বিশেষ নির্বাচনগুলোতে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে

আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ নির্বাচন

▶ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ - ৩১ সিটি কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, কুইন্স

অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে – ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোটদানের প্রক্রিয়া

আপনি পছন্দের ক্রমানুসারে **সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে** ভোট দিতে পারবেন।

▶ আপনার প্রথম পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করুন এবং ভোট দেয়ার জন্য ১ম পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন

▶ আপনার পছন্দের দ্বিতীয় প্রার্থী থাকলে, ভোট দিতে ২য় পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন

▶ এই ভাবে আপনি সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিতে পারবেন

- আপনি চাইলে কেবল মাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বাকী কলামগুলো খালি রাখতে পারবেন
- আপনি প্রতিটি কলামে কেবলমাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন
- আপনি একজন প্রার্থীকে একবারের বেশী ভোট দিতে পারবেন না

আপনার ভোট কেন্দ্র, অগ্রিম ভোটদানের সময়সূচী এবং পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেওয়া সম্পর্কে জানতে আমাদের ওয়েব সাইট **VOTE.NYC** দেখুন অথবা **1-866-VOTE-NYC** নম্বরে কল করুন।

NYC RANKED CHOICE VOTING

VOTE NYC

Board of Elections City of New York



ফুটবলের সোনালি যুগের মহানায়ক মোনেম মুন্নাকে ভুলে গেছি আমরা

রাজু আহমেদ: তাকে নিয়ে বাংলাদেশের সাবেক জার্মান কোচ অটো ফিস্টার মন্তব্য করেছিলেন- 'He Was Mistakenly Born In Bangladesh'। বাংলাদেশের ফুটবলের সোনালি ইতিহাসের সেই মহানায়ক মোনেম মুন্নার ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে একেবারেই অনাড়ম্বর পরিবেশে। দেশের সর্বকালের কৃতী এই ফুটবলারের মৃত্যুবার্ষিকীতে জন্মস্থান নারায়ণগঞ্জের বন্দরে পরিবারের লোকজন, বন্ধুমহল আর স্থানীয় ফুটবলারদের একটি অংশ ছাড়া দেখা মেলেনি বর্তমান বা অতীতের জাতীয় কোনো তারকা খেলোয়াড় এমনকি ফুটবল ফেডারেশনের কোনো কর্মকর্তাকে।



বন্দরে মুন্নার কবরস্থানে ফুল দেয়া আর পৈতৃক বাড়িতে মিলাদ মাহফিলের আয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই ফুটবলারকে স্মরণ করা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে আওয়ামী যুবলীগের ক্রীড়া সম্পাদক পদে ছিলেন তিনি। সেই সংগঠনেরও কেউ আসেনি মোনেম মুন্নার মৃত্যু দিবসে।

জানা গেছে, ২০০৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী না ফেরার দেশে চলে যান কিংব্যাক খ্যাত এই তারকা। মোনেম মুন্না ১৯৯৯ সালের রমজানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যান। সেখানেই তার কিডনিতে সমস্যা ধরা পড়ে। পরের বছর মার্চে বেঙ্গালুরুতে বোন শামসুন নাহার আইভীর কিডনি তার দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়। ২০০৫ সালের ২৬ জানুয়ারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে আর বাড়ি ফেরা হয়নি এই কিংবদন্তির।

প্রসঙ্গত, ১৯৮১ সালে পাইওনিয়ার লিগ দিয়ে ফুটবলে অভিষেক হয় মোনেম মুন্নার। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে পেশাদার ফুটবলে উত্থান। প্রথম দুই মৌসুম মুক্তিযোদ্ধায়, এরপর এক মৌসুম ব্রাদার্স ইউনিয়নে খেলেন। ১৯৮৬ সালে সিউল এশিয়ান গেমসে প্রথমবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়িয়েছিলেন। এরপর দু-একটি ম্যাচ বাদ দিলে টানা ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলে খেলেছেন এই ডিফেন্ডার।

১৯৯১ সালে দলবদলে মুন্না আবাহনীর হয়ে রেকর্ড পরিমাণ পারিশ্রমিক পান, যা ছিল ওই সময়ে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এক অনন্য রেকর্ড। আবাহনীর হয়ে তার ফুটবল ক্যারিয়ারে দলকে পাঁচবার ঢাকা লিগ এবং তিনবার ফেডারেশন কাপের শিরোপা জেতাতে সক্ষম হন।

১৯৮৭ সালে তিনি যোগ দেন ঢাকা আবাহনীতে। সেখানেই গড়ে তোলেন নিজের ফুটবল ক্যারিয়ার। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আবাহনীর সঙ্গেই জড়িয়ে ছিলেন। ১৯৯১ মৌসুমের দলবদলে মুন্না আবাহনীতে খেলেছিলেন সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা পারিশ্রমিকে। ওই সময় প্রভাবশালী ম্যাগাজিন বিচিত্রার কাভারও হয়েছিলেন এই তারকা।

১৯৯০ সালে বেইজিং এশিয়ান গেমসে মুন্না প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পান। তার নেতৃত্বেই ১৯৯৫ সালে মিয়ানমার থেকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে ঘরে ফেরে লাল-সবুজরা। বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে যা প্রথম সাফল্য।

মোনেম মুন্নার ছোটভাই সাবেক ফুটবলার মকবুল হোসেন রতন জানান, মুন্নার জন্য আমাদের দেশে দৃশ্যমান তেমন কিছুই করা হয়নি। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের তথা ওপার বাংলাসহ দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল অঙ্গনে মুন্নার অবদান ভোলার মতো নয়। আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে মুন্নার অস্তিত্ব নেই। এটা খুবই দুঃখজনক। মুন্নার স্মরণে ধানমন্ডির ৮ নম্বর সেতুটির নামকরণ করা হয়েছে। মোনেম মুন্না সেতু যেটা আমরা অনেকেই জানি না। অযত্নে অবহেলায় ফলক চোখ এড়িয়ে যায়।

ক্রিকেটারদের পাশে থাকতে 'পিচ ফাউন্ডেশন'-এর যাত্রা

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ ক্রিকেট আজ বিশ্বে নিজের আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। টাইগারদের গর্জন এখন সারা বিশ্বে। তবে এ যে একদিনের ফসল নয়। এই সাফল্যের পথ গড়ে দিয়েছেন এক ঝাঁক নিবেদিত প্রাণ মানুষ। তাদের হাত ধরেই একটু একটু করে গড়ে উঠেছে টাইগার ক্রিকেটের ভিত। এমন নিস্বার্থ ক্রিকেট সংগঠক, ক্রিকেটার, আম্পায়ারদের কীভাবে ভুলে যায় বাংলাদেশ! না, তাদের অবদানকে স্মরণ রাখতেই যাত্রা শুরু করেছে 'পিচ ফাউন্ডেশন'। শনিবার (১৩ ফেব্রুয়ারী) এই সংগঠনের শুরুটা হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে সোনালী পথের সন্ধান দেয়া মানুষগুলোকে সম্মাননা জানিয়ে। অলাভজনক এই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সধারণ সভাপতি বিসিবি পরিচালক মাহবুবুল আনাম ও সাধারণ সম্পাদক ক্রিকেট সংগঠক ওবায়েদ নিজাম। শুরুতেই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ঐতিহ্যবাহী ক্লাব আবাহনী লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা শেখ কামালকে মরণোত্তর সম্মাননা জানায় তারা। এছাড়াও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রথম কোচ মরহুম চাঁন্দ খান, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেশের প্রথম আম্পায়ার মরহুম বজলুর রশিদ, মরহুম ডাঃ মাজহারুল ইসলাম দামাল, বাংলাদেশের ক্রিকেটের প্রথম পিচ কিউরেটর এমএ লতিফ, জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক মরহুম শামিম কবিরকে মরণোত্তর সম্মাননা জানানো হয়। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দুই লাখ টাকার চেক দিয়ে আর্থিকভাবে সম্মাননা জানানো হয় আম্পায়ার সৈয়দ আব্দুল আহাদ ঝুনু ও জাতীয় দলের সাবেক সহকারী কোচ মরহুম আব্দুল হাদী রতনকে। সাবেক সহকারী কোচের পক্ষ থেকে চেক গ্রহণ করেন তার স্ত্রী। এছাড়াও পিচ ফাউন্ডেশনের সম্মাননা পেয়েছেন বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ও ক্রীড়া সংগঠক এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রথম সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন পল্টু।

মেসির রেকর্ডের রাতে বার্সেলোনার গোল উৎসব

স্পোর্টস ডেস্ক: মেসি জ্বলে ওঠলেন, জ্বলে ওঠলো বার্সেলোনা। শনিবার রাতে স্প্যানিশ লা লিগার ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে কাতালানরা। ন্যু ক্যাম্পে আলাভেসকে পেয়ে গোল বন্যায় ভাসালো রোনাল্ড কোম্যানের শিষ্যরা। ৫-১ গোলের জয়ে স্বাগতিকদের পক্ষে দুই গোল করেন লিওনেল মেসি ও ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও, অপর গোলটি আসে জুনিয়র ফিরপোর পা থেকে। আলাভেসের পক্ষে সান্ত্বনামূলক গোলটি করেন লুইস রিওহা। এই ম্যাচে নতুন রেকর্ডও ছুঁয়েছেন মেসি। বার্সেলোনার ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৫০৫টি লা লিগার ম্যাচ খেলা চাভি এরনান্দেসকে স্পর্শ করলেন বার্সা অধিনায়ক।



চলতি মৌসুমে ১৫ গোল নিয়ে লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতার হিসেবে দুইয়ে অবস্থান করছেন মেসি। এক গোল বেশি করে চূড়ায় রয়েছেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের লুইস সুয়ারেজ।

শনিবার ছিল লা লিগায় বার্সেলোনার টানা সপ্তম জয়। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান নিয়েছে তারা। ২২ ম্যাচ থেকে কাতালানদের সংগ্রহ ৪৬ পয়েন্ট। সমান ম্যাচ থেকে সমান পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল রয়েছে তৃতীয় স্থানে। আর ২১ ম্যাচ থেকে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ২৩ ম্যাচ থেকে আলাভেসের সংগ্রহ ২২ পয়েন্ট। তারা রয়েছে টেবিলের ১৬তম স্থানে।

গল্প অসমাপ্ত রেখে গেলেন রাজ্জাক-নাফীস

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিকেটে অসমাপ্ত গল্প রেখেই বিদায় নিলেন আবদুর রাজ্জাক ও শাহরিয়ার নাফীস। শনিবার (১৩ ফেব্রুয়ারী) ঘোষণা দিয়ে ব্যাট-বলের ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন তারা। আর বিদায় বেলা ছলছল চোখে জানিয়ে গেলেন তাদের গল্পটা হতে পারতো অন্যরকম। দেশের ওয়ানডে ক্রিকেটে স্পিন জাদুতে প্রথম ২০০ উকেটের মালিক রাজ্জাক। অন্যদিকে একবছরে ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রথম হাজার রানের রেকর্ডটা নাফীসের। কিন্তু ক্যারিয়ার জুড়েই অবহেলা আর অবহেলা। এই আছেন তো এই নেই। কিন্তু থেমে থাকেননি তারা।

ঘরোয়া ক্রিকেটেও দু'জন ব্যাট-বল হাতে গড়ে গেছেন একের এক রেকর্ড। তাতে কী! মন ভরাতে পারেননি জাতীয় দলের নির্বাচক বা টিম ম্যানেজম্যান্টের। অবশেষে অনেকটা বাধ্য হয়ে বিদায় বললেন তারা। তবে মাঠে বাইরে গেলেও তারা থাকবেন ক্রিকেট নিয়েই। দু'জনই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে কাজ করবেন। রাজ্জাক জাতীয় দলের তৃতীয় নির্বাচক আর নাফীস সামলাবেন ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজারের দায়িত্ব। এরপরও কী বিদায় বলা এত সহজ! রাজ্জাক বলেন, 'গতকাল পর্যন্ত আমি বলতে পেরেছি আমি ক্রিকেট খেলোয়াড়, এখন থেকে বলতে হবে অন্যকিছু, যা আমার পেশা। হয়তো জিনিসটা সহজে বলতে পারছি তবে আমার জন্য এত সহজ না। ঘোরের মধ্যে আছি এখনো। ১৯৯৪ সাল থেকে ক্রিকেটের মধ্যে, তখন বিকেএসপিতে ভর্তি হয়েছি। বিদায় বলা সহজ নয়!'

রাজ্জাক ও নাফীসকে যৌথভাবে বিদায় জানিয়েছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (কোয়াব) ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দেশের ক্রিকেটে খুব কম সংখ্যক ক্রিকেটারই তাদের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্জাকের কণ্ঠ ধরে আসছিল। রাজ্জাক বলেন, 'একটা সময় আসলে প্রত্যেক মানুষকেই এক কাজ থেকে অন্য ভূমিকায় যেতে হয়। তারপরও আবেগ বলে একটা কথা আছে আমার মাঝে সেটা খুব কঠিনভাবে কাজ করছে। খুব ভালোভাবে



কিছু বলা, গুছিয়ে বলা আমার জন্য একটু কঠিন। আমাদের দেশে অনেক টেস্ট ক্রিকেটার ছিলেন। অনেকে এই (আনুষ্ঠানিক বিদায়) সুযোগটাও পাননি। আমরা আশা করবো এরকম প্রচলন আস্তে আস্তে তৈরি হবে যেন আমরা মাঠ থেকে বিদায় নিতে পারি। দেশের জন্য যে এতকিছু করছে। জাতীয় দলে খেলা কিন্তু বিশাল ত্যাগের ব্যাপার। আপনাদের (সাংবাদিক) জন্যও ত্যাগের ব্যাপার। কারণ আমরা যতক্ষণ খেলি ততক্ষণ আপনারাও মাঠে থাকেন। এভাবে বিদায় নেওয়াটা ভালোর শেষ নেই। আগে তো এরকম সুযোগও আসত না। হঠাৎ করে একজন খেলোয়াড় বলত আর খেলবে না। কেউ হয়ত জানতও না সে যে আর খেলবে না। এখন অন্তত মানুষ জানতে পারছে।'

'ভেবে চিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি'

এখন থেকে সাবিকে ক্রিকেটার হিসেবেই ডাকা হবে শাহরিয়ার নাফীসকে। এই অনুভূতি নিয়ে তিনি বলেন, 'একটু কঠিন। গতকাল থেকেই চিন্তাভাবনা করছিলাম। আমি খেলব না এটা তাতে খুব কষ্ট লাগছে না, তবে অনুভূতিটা অদ্ভুত জানি। আমি একটা স্কুলে পড়লাম, স্কুল ছেড়ে দিচ্ছি- ওরকম অনুভূতি। খুবই অদ্ভুত। আমি সবসময় সব সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নিয়েছি, পরিষ্কার করে। আমি চিন্তা করেছি যখন একজন খেলোয়াড় হিসেবে আর অবদান রাখতে পারব না, তবে সবসময় বলেছি আমি ক্রিকেটের সঙ্গেই থাকব। আমার কাছে মনে হয়েছে এটাই সঠিক সময়। কারণ, খেলে যতটুকু অবদান রাখতে পারব তারচেয়ে বেশি এখন পারব। এজন্য সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়নি। অহংকার করে বলছি না, আমি ধর্মপ্রাণ একজন মুসলমান। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি আমার সেরা যেটা ছিল আল্লাহ তাই দিয়েছেন। তাই আমার কোনো অতৃপ্তি নেই।'

ক্যারিয়ারে বড় পাওয়া নিয়ে এই ব্যাটসম্যান বলেন, আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া বাংলাদেশ মানুষের ভালোবাসা। আমি যদি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আরেকটু বেশি খেলতাম হয়ত পরিসংখ্যান আরও ভালো হতো। কিন্তু পরিসংখ্যান দিয়ে তৃপ্তি বিচার করি না।'

রাজ্জাকের রেকর্ড

* বাঁহাতি স্পিনে ওয়ানডে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার ম্যাচে ৫ উইকেট।
* বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে ওয়ানডেতে ২০০ উইকেট।
* হ্যাটট্রিকের স্বাদ পাওয়া ওয়ানডে ইতিহাসের দ্বিতীয় স্পিনার।
* দেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫০০ ও ৬০০ উইকেট শিকারি বাংলাদেশের একমাত্র বোলার।
* বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ম্যাচে ১০ উইকেট সবচেয়ে বেশিবার পাওয়া বোলারও তিনিই।

নাফীসের রেকর্ড

*২০০৬ এপ্রিলে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন শাহরিয়ার নাফীস। ১৩১ বলে ১৬টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি সাজিয়েছিলেন তিনি। তিনি ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিপেক্ষে বাংলাদেশের কোন ব্যাটসম্যানই এখন পর্যন্ত সেঞ্চুরি করতে পারেননি।
*২০০৬ সালে ৩ সেঞ্চুরিতে ১০৩৩ রান করেছিলেন তিনি। এ রেকর্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কোনো এক ফরম্যাটে এক বছরে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের এক হাজার বা তার বেশি রান করার একমাত্র নজির।

গাজরের হালুয়া

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সুজি ও বুটের ডালের হালুয়া খেয়ে থাকলেও গাজরের হালুয়া অনেকেরই খাওয়া হয়নি।



পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ গাজর সারা বছরই পাবেন হাতের নাগালে। তাই খুব কম সময়ে ঘরেই তৈরি করতে পারেন গাজরের সুস্বাধু হালুয়া। আজ আপনার জন্য থাকছে পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু মজাদার গাজরের হালুয়ার রেসিপি।

যা যা লাগবে:

গাজর- ১ কেজি
ফুলক্রিম তরল দুধ- ১/২ লিটার
ঘি- ৩ টেবিল চামচ
সবুজ এলাচ- ৩-৪টি
এলাচ- ১-২টি
জাফরান- ১ চিমটি
চিনি- ১ কাপ
ফুলক্রিম গুড়া দুধ- ১/২ কাপ
কিসমিস- ১০-১২টি
পেস্তা বাদাম- পরিমাণ মত
কাঠ বাদাম পরিমাণ মত

প্রস্তুত প্রণালি:

প্রথমে গাজর কুচিকুচি করে কেটে দুধের মধ্যে সিদ্ধ করে নিন। দুধ শুকিয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এবার একটি প্যানে ঘি দিয়ে তাতে সিদ্ধ গাজর, গুঁড়ো দুধ, চিনি ও এলাচ একসঙ্গে মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। হালুয়ার পানি শুকিয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে পাত্রে ঢেলে নিন। ঠান্ডা হলে বাদাম কুচি ও কিশমিশ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন দারুণ সুস্বাদু গাজরের হালুয়া।



চার স্বাদের চিতই পিঠা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একই ব্যাটার দিয়ে বানিয়ে ফেলুন চার স্বাদের চিতই পিঠা। জেনে নিন রেসিপি।

উপকরণ:

শুকনো চালের গুঁড়া- ২ কাপ
রান্না করা ভাত- ১/৪ কাপ
লবণ- আধা চা চামচ
বেকিং সোডা- ১ চা চামচ
ডিম
গাজর কুচি
পেঁয়াজ পাতা কুচি
নারকেল কুচি
কাঁচা মরিচ বাটা
ধনিয়া পাতা কুচি
কাঁচা মরিচ কুচি

প্রস্তুত প্রণালি:

দেড় কাপ পানির সঙ্গে চালের গুঁড়া মিশিয়ে এক ঘণ্টার জন্য ঢেকে রাখুন। বেন্ডারে মিশ্রণটির সঙ্গে ভাত, বেকিং সোডা ও লবণ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। ছেঁকে বাড়তি অংশ ফেলে আরও আধা কাপ নরমাল পানি যোগ করুন মিশ্রণে।

পিঠা তৈরির জন্য মাটির অথবা লোহার পাত্র আধা ঘণ্টা আগেই মৃদু আঁচে বসিয়ে রাখুন চুলায়। চুলার আঁচ সামান্য বাড়িয়ে একটি গর্তযুক্ত চামচের সাহায্যে দুই চামচ ব্যাটার নিয়ে দিয়ে দিন পাত্রে। দুই থেকে তিন সেকেন্ডের জন্য পাত্র ঢেকে দিন। এরপর ঢাকনা তুলে একটি ডিম ভেঙে দিয়ে দিন। সামান্য গাজর কুচি ও পেঁয়াজ পাতা কুচি ছিটিয়ে আবারও ঢেকে দিন পাত্র। দুই থেকে তিন মিনিট পর নামিয়ে নিন ডিম চিতই।

সাধারণ চিতই পিঠাও একইভাবে তৈরি করে নিন। নারকেল কুচি দিয়ে বানিয়ে নিন নারকেল চিতই পিঠা। সবশেষে রয়ে যাওয়া ব্যাটারে স্বাদ মত কাঁচা মরিচ বাটা ও ধনিয়া পাতা কুচি মিশিয়ে বানিয়ে ফেলুন ঝাল চিতই পিঠা। উপরে মরিচ কুচি ছিটিয়ে দিন। মাংসের সঙ্গে খেতে দারুণ এই পিঠা।

সহযোগিতায়: মাহমুদা খাতুন



বসন্ত বরণে বাসন্তী পোলাও

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেখতে দেখতে বিদায় নিচ্ছে শীত। বসন্ত চলে এসেছে। আর এই বসন্ত বরণের এত আয়োজনের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ায় একটু ভিন্নতা থাকবে না, তা কি হয়। বাংলাদেশ সহ বিদেশেও এখন প্রতি বছর অতি জাঁকজমকের সাথে পালিত হয় বসন্ত বরণ উৎসব। পহেলা বৈশাখের পর এটি যেন বাঙালীর দ্বিতীয় প্রাণের উৎসব। এ দিনটিতে প্রকৃতির সাথে সাথে বাসন্তী সাজে সেজে ওঠে এই বাংলার মানুষেরা। শুধু তাই নয় এই বিশেষ দিনে বিশেষ রান্নাও হয়।

ঋতুরাজ বসন্ত এসে গেছে। চারদিকে হাসছে হাজারো বাহারি ফুল। এই ফুলের ঋতুকে স্বাগত জানাতে বাসন্তী রঙা শাড়ি-চুড়ি কেনা শেষ। এবার ভাবনা কি রান্না হবে, এই বিশেষ দিনে? চলুন তাহলে বসন্ত বরণ হোক বাসন্তী পোলাও দিয়ে।

জেনে নিন রেসিপি:

উপকরণ: বাসমতি চাল ১ কাপ, কাজু বাদাম ১/২ কাপ, কিশমিশ ১/২ কাপ, হলুদ গুড়া ১/২ চা চামচ, আদা কুচি ১ চা চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা ৪টি, দারুচিনি ৩ টুকরা, এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ৬টি, ঘি ২ চা চামচ, গরম মসলা গুড়া ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন:

চাল ধুয়ে ভিজিয়ে রাখুন। ১০ মিনিট পর পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর আদা, লবণ, গরম মসলা গুড়া এবং হলুদের গুড়া ভালো করে মিশিয়ে এক ঘণ্টা রেখে দিন। এক ঘণ্টা পর চুলায় মিডিয়াম আঁচে একটি কড়াইয়ে ২ চা চামচ ঘি হালকা গরম করে নিন। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিন আস্ত তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, কিশমিশ ও কাজুবাদাম। এরপর এগুলোকে একটু হালকা করে ভেজে নিন। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিন আগে থেকে মসলা মাখানো চাল।

এবার সব উপকরণ ভালো করে ভেজে নিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন ২ কাপ গরম পানি। এর মধ্যে দিয়ে দিন এক টেবিল চামচ চিনি। ঢাকনা দিয়ে হাঁড়িটাকে ঢেকে দিয়ে অল্প আঁচে দমে রেখে পোলাও রান্না করে নিন। চুলা থেকে নামিয়ে সুন্দর একটি পাত্রে নিয়ে ওপরে বাদাম-কিসমিস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন মজাদার বাসন্তী পোলাও।

খেজুরের গুড়ে পায়েস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শীত মানেই খেজুরের রস আর তা থেকে তৈরি পাটালি গুড়। খেজুর গুড়ের মিষ্টি গন্ধে যে কোন খাবারের স্বাদ বেড়ে যায় বহুগুণ। বিশেষ করে নতুন গুড়ের পায়েস ছাড়া কি শীতের আমেজ আসে? খুব অল্প সময়ে এবং খুব সহজেই তৈরি করা যায় এই পায়েস। যেভাবে তৈরি করবেন মজাদার পায়েস-



উপকরণ:

১) বাসমতি চাল/ চিনি গুড়া চাল আধা কাপ (ভেজানো),
২) দুধ এক লিটার,
৩) খেজুরের গুড় ৪০০ গ্রাম,
৪) নারকেল কোরা ১ কাপ (চাইলে দিতে পারেন),
৫) তেজপাতা ২টি,
৬) দারুচিনি ২ টুকরো,
৭) কিশমিশ ১ টেবিল-চামচ,
৮) বাদাম কুচি ১ টেবিল-চামচ,
৯) লবণ খুব সামান্য,
১০) পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি:

প্রথমে দুধ ফুটিয়ে এক লিটার থেকে ঘন করে আধা লিটার করতে হবে। এরপর গুড় এক কাপ পানি দিয়ে ফুটিয়ে ছেকে নিতে হবে। চাল ধুয়ে তিন কাপ পানি দিয়ে তাতে তেজপাতা, দারুচিনি, লবণ দিয়ে মৃদু আঁচে ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। চাল সেদ্ধ হয়ে ঘন হলে তাতে গুড়, নারকেল ও ঘন দুধ দিয়ে নাড়তে হবে। কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে ঘন হলে নামিয়ে ঠান্ডা করে বাদাম ও কিশমিশ দিয়ে পরিবেশন করুণ গুড়ের পায়েস।

ঘরেই বানান ফুলকপির স্যুপ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শীতের প্রচলিত জনপ্রিয় সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম ফুলকপি। আর এই সবজির তৈরি স্যুপ গুনে মানে অনন্য। দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতেও সাহায্য করে কম ক্যালরিযুক্ত ফুলকপির স্যুপ। ১০০ গ্রাম ফুলকপির এক বাটি স্যুপে ২৫ ক্যালরি থাকে। ক্যালরি কম হওয়ার ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এই স্যুপ।

ফুলকপির স্যুপ তৈরির উপায়-

উপাদান:

১) এক টেবিল চামচ জলপাইয়ের তেল
২) একটি পেঁয়াজ (কুচি করা)
৩) একটি রসুনের কোয়া (কুচি করা)
৪) ছয় টেবিল চামচ মুরগি বা সবজির স্টক
৫) একটি তেজপাতা
৬) স্বাদমতো লবণ



৭) গোল মরিচ গুঁড়া (সামান্য)
৮) ১/৪ টেবিল চামচ ক্রিম বা দুধ

তৈরি করবেন যেভাবে:

প্রথমেই একটি পাত্রে তেল নিয়ে গরম করুন। এরপর এর মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন, যতক্ষণ পর্যন্ত না নরম হয়। এবার কিছু রসুন দিন। এক মিনিট ভাজুন। একে একে এতে ফুলকপি, স্টক, তেজপাতা, গোলমরিচ গুঁড়া দেন। তারপর ১৫ থেকে ২০ মিনিট রান্না করুন।

এবার সবজির ভেতর থেকে তেজপাতা বের করে নিন। এরপর সবজি বেন্ডারে মেশান। এর মধ্যে ক্রিম মিশিয়ে আবার গরম করুন। সবশেষে সামান্য অলিভ অয়েল মিশিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ফুলকপির স্যুপ।

কেমন চলছে দেশে শাসন



গোলাম মাওলা রনি

সবার কী যে এক অদ্ভুত ঝামেলায় পড়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ২০১০ সালের দিকের ঘটনা। সে দিন বিকেলে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ঢোকার পর টের পেলাম, সবাই যেন আমার দিকে সন্দেহভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন। নির্ধারিত আসনে বসার সাথে সাথে সংসদের তৎকালীন চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহিদ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আমার দিকে ছুটে এলেন। তিনি যেন বিব্রত এবং খানিকটা বিস্ময় চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলে আমাকে খবরটি জানালেন। বললেন, অধিবেশন শেষে প্রধানমন্ত্রী আমার সাথে জরুরি কথা বলবেন। আমি যেন প্রধানমন্ত্রীর লবিতে গিয়ে তার সাথে দেখা করি।

চিফ হুইপের কথা শুনে আমি খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেলাম। কারণ জরুরি কোনো বিষয় না হলে প্রধানমন্ত্রী আমাকে ওভাবে খবর দিতেন না। আমি যে সময়টির কথা বলছি, তখন নানা কারণে প্রায় প্রতিদিনই পরস্পরবিরোধী খবরাখবর দিয়ে আমি দেশের প্রায় সব জাতীয় দৈনিকের শিরোনামে পরিণত হতাম। কোনো দিন হয়তো আমার নির্বাচনী এলাকার তথাকথিত ভাইয়া বাহিনীর খবর বেরুতো– পরের দিন বেরুতো জেলা আওয়ামী লীগ আমার বিরুদ্ধে কী বলেছে, কী করেছে। এরপর বিভাগীয় আওয়ামী লীগ, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ছাড়াও বিভিন্ন প্রভাবশালী মন্ত্রী-এমপি-নেতা আমার কার্যকলাপ নিয়ে যেসব কথাবার্তা বলতেন তা নিয়ে বাহারি খবর এমনভাবে প্রকাশ হতো যার কাছে আদিকালের জয়নাল হাজারী-শামীম ওসমান প্রমুখের খবর নস্যি মনে হতো।

উল্লিখিত খবরের বাইরে আমার লেখালেখি-টকশো, সেমিনার-সংসদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটির বক্তব্য, ফেসবুকের স্ট্যাসাস ইত্যাদি নিয়েও ইতিবাচক এবং সাড়া জাগানো খবর প্রকাশিত হতো। তো প্রধানমন্ত্রী যে দিন আমায় জরুরি তলব করলেন সে দিন কোন বিষয়টি নিয়ে জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হলো বোঝার জন্য আমি তাড়াতাড়ি সংসদ লাইব্রেরিতে গিয়ে পত্রিকার পাতা উল্টাতে থাকলাম। সেখানে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার একটি ব্যানার হেড লাইন দেখে আমার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। যুগান্তর লিখেছে, এমপি রনির অভিযোগ! 'প্রধানমন্ত্রীর কোনো চেইন অব কমান্ড নেই'। পুরো প্রতিবেদনটি পড়ে বুঝতে পারলাম যে, গত রাতে চ্যানেল আই তৃতীয় মাত্রার টকশোতে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম তাই বিকৃত করে ছেপেছে। পরে আমি কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর সামনে জোর গলায় জানালাম যে, আমি টকশোতে ওভাবে বলিনি। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন। ফলে সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানালাম।



ওই ঘটনার পর প্রায় ১০ বছর চলে গেছে। এর মধ্যে ২০১৪ সালের পর থেকে যেহেতু আমি সরকারি কর্মকান্ডের সাথে নেই সেহেতু সরকারের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির হালনাগাদ তথ্য জানি না। অন্য দিকে ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি যেহেতু বিএনপিতে যোগ দিই সেহেতু আওয়ামী লীগের একান্ত ঘরোয়া বিষয়গুলো সম্পর্কে আগে যেমন ওয়াকিবহাল থাকতাম তেমনটা এখন সম্ভব নয়। ফলে একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা কলাম লেখক হিসেবে আমাকে সংখ্যাতত্ত্ব পদ্ধতি, কার্যকারণ পদ্ধতি এবং রাজনীতির প্রমাণিত সূত্রের আলোকে আওয়ামী লীগ কিংবা তাদের নেতৃত্বাধীন সরকারের কর্মকান্ড অথবা শাসনের ভালোমন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করতে হচ্ছে।

আমি যখন রাজধানী ঢাকা অথবা দেশের অন্য কোনো বড় শহরে যাই তখন সেখানকার যানবাহন, রাস্তাঘাট, লোকজনের চলাফেলা, কথাবার্তা, গাছ-গাছালির ডালপালা, রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর, ফুটপাথের কঁাচাবাজার, শ্রমজীবী মানুষের চাহনি দেখে বুঝতে পারি শাসন আসলে কিভাবে চলছে। আমাদের দেশের একটি প্রচলিত কথা হলো, মানুষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বোঝা যায় তার হাত-পায়ের নখ, অন্তর্বাসের দাগ বা গন্ধ এবং দাঁতের পরিচ্ছন্নতা দেখে। কেউ কেউ অবশ্য বাড়ির টয়লেটের পরিচ্ছন্নতা, সদর দরজার অবস্থা এবং বালিশের কভার ও বিছানার চাদরের অবস্থার ওপরও ব্যক্তির রুচি-অভিরুচি ও পরিচ্ছন্নতার মানদন্ড নির্ধারণ করে থাকেন।

কেউ যদি ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে জানতে চান তবে তার খানসামা-আয়া-বুয়া পিয়ন-ড্রাইভার, দারোয়ান এবং সাহায্য প্রার্থী ভিক্ষুকের সাথে যে সচরাচর ব্যবহার করেন সেটিই তার আসল চরিত্র বলে ধরা হয়। কোনো লোকের স্বার্থপরতা বোঝা যায় খাবার টেবিলে এবং সফরের সময়। মানুষের সাহস, আত্মত্যাগ, ধৈর্য, বুদ্ধি এবং বিনয় বোঝা যায় অতি সুখের সময় নতুবা অতি বিপদ-বিপত্তির সময়। মানুষের মূর্খতা প্রকাশ পায় তার বচনে এবং পান্ডিত্য প্রকাশিত হয় লিখনীতে। মানুষের কৃপণতা বোঝা যায় তখন যখন সে বণ্টনের অধিকার লাভ করে। অপব্যয়, লোভ-লালসা এবং ভোগের মাত্রা ধরা পড়ে যখন সে অন্যের ধনসম্পদ ব্যয় অথবা ভোগ করার সুযোগ পায়।

রাজ্য-রাজা-রাজধানীর ক্ষেত্রে উল্লিখিত সাধারণ সূত্র ছাড়াও আরো বেশ কিছু নিয়ামক রয়েছে যা দেখে বোঝা যায় সেখানে কে কিভাবে কেমন অবস্থায় আছে। যেমন ধরুন, রাজার বাড়িঘর যদি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে তবে ধরে নেয়া হয় রাজাকে তার লোকজন সম্মান করে না এবং ভালোও বাসে না। রাজার সঙ্গী সাথীদের সততা, শিক্ষা, নিষ্ঠা এবং কর্তব্যপরায়ণতার ওপর নির্ভর করে রাজার সততা। সৎ রাজা কোনোকালে অসৎ লোকের সংস্পর্শে আসেন না। এ ক্ষেত্রে রাজার সৎ চরিত্র সূর্যের কিরণ এসিডের ঝলসে দেয়ার ক্ষমতা এবং আগুনের দগ্ধ করার ক্ষমতার মতো কাজ করে। ফলে সৎ রাজার কাছাকাছি হওয়া মাত্র অসৎ লোকেরা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

রাজা যদি জ্ঞানী হন তবে তিনি খামোশ থাকেন। নড়াচড়া কম করেন। তার পাত্রমিত্রদের অবস্থাও একই রকম হয়। রাজার লোকেরা কথা কম বলেন, কাজ বেশি করেন। তাদের কাজের ধরনও হয় অভিনব। তারা ছোটাছুটি লম্ফঝম্প ইত্যাদি করেন না অথচ অলৌকিকভাবে প্রতিটি কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সময় মতো সুচারুরূপে সমাধা হয়ে যায়। ভালো রাজা স্বল্পাহারী, মিতব্যয়ী এবং সত্যবাদী হয়ে থাকেন। কোনো রাজার স্বভাবে যদি মিথ্যাচার থাকে তবে তার মধ্যে যত গুণাগুণই থাকুক না কেন তা সব বিষে পরিণত হয়ে যায়। উত্তম রাজা ওয়াদার বরখেলাপ করেন না এবং নিজ দেহের অস্থিমজ্জার চেয়েও জনগণের অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দেন। যে রাজা যত বড় সেই রাজা ততোধিক সমপর্যায়ের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্মানের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকেন। সমাজ সংসার রাষ্ট্রের উল্লিখিত সাধারণ সূত্রগুলো আপনি বর্তমান জমানার সুসভ্য শহরে বন্দর গ্রাম এবং পরিবারে গিয়ে যেমন দেখতে পাবেন তেমনই পৃথিবীর অসভ্যতম অঞ্চল বলে পরিচিত জনপদ পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল ও মরুভূমিতে গিয়েও বুঝতে পারবেন। আপনি যদি বর্তমান জমানা বাদ দিয়ে মধ্যযুগ প্রাচীন যুগ লোহার তামা পাথরের যুগের পর্যটক হয়ে সারা দুনিয়া ঘোরেন তবুও সূত্রগুলোর কোনো গরমিল দেখতে পাবেন না। নিজে বর্তমান জমানার নামকরা সুসভ্য নগরগুলো বহুবার ভ্রমণ করেছি। বিশ্বের অনেক রাজা-বাদশাহ আমির ওমরাহর বাসভবন দেখেছি এবং রাষ্ট্রীয় দফতরগুলোও দেখেছি। আপনারা যারা আমার মতো কিংবা আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তারা দয়া করে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের চার দিক, সচিবালয়ের চার দিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, গণভবন, বঙ্গভবন এবং মন্ত্রিপাড়ার চার দিকটা দেখে আসুন এবং শাসন সম্পর্কে ভাবুন।

উল্লিখিত স্থানগুলোদেখার পর আপনি রাজধানীর বিনোদনকেন্দ্র, পার্ক, হাসপাতাল এবং বড় বড় বিপণিবিতান ও কাঁচাবাজারগুলোর চার পাশটা চক্কর দিন এবং যা দেখলেন তা স্মরণ করুন। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বাসস্থান ধানমন্ডির সুধা সদনে আসুন। আমি আপনার সাথে সুধা সদনের চার দিকটা ঘুরব এবং যা দেখতে পাবো তা আজকের পাঠকদের জানাব।

সুধা সদনের সামনের রাস্তায় পা রাখামাত্র আপনি রাস্তার ওপর অসংখ্য ঝরাপাতা, বালির স্তর, কিছু পশুপাখির মল দেখতে পাবেন। আরো দেখতে পাবেন বহুকালের পুরনো একটি চাকাওয়ালা মুভিং বা চলমান জেনারেটর। এটির পাশে মাঝে মধ্যে চলমান একটি জীর্ণশীর্ণ পানির ট্যাংকও থাকে। তারপর সেখানে রাস্তার ওপর কয়েকটা টয়লেট বানানো হয়েছে। সম্ভবত বাড়িটির রক্ষী বা দায়িত্বরত পুলিশ আনসার বা অন্য নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য। আপনি যদি দয়া করে সেই টয়লেটের বিষয়ে একটু আগ্রহী হয়ে উঁকি মারেন তবে আপনার মনে সত্তরের দশকের একটি জনপ্রিয় শব্দ শটাং করে হাজির হয়ে যাবে। আপনি খুশিতে বলে উঠবেন এটা তো টয়লেট নয়, এটা হলো ঐতিহ্যবাহী টাট্টি। আপনি যদি সুধা সদনের যে অংশটিতে একটি স্টিলব্রিজ রয়েছে এবং লেকের মধ্যে একটি দ্বীপের মতো রয়েছে সেখানে যান তবে দেখতে পাবেন যে লেকের মধ্যে জাল দিয়ে এমন বাঁধ তৈরি করা হয়েছে যে পুরো লেকের ময়লা আবর্জনা এসে ওখানটাতে জমা হয়ে আলো বাতাসকে মুখরিত করে তুলেছে। এরপর আপনি ব্রিজের যে পাশটিতে পুলিশের তাঁবু রয়েছে সেখানে গিয়ে তাঁবু পুলিশ এবং সামনের রাস্তার দিকে যদি তাকান, দেখবেন মহিলা ও পুরুষ পুলিশরা কত গভীর মনোযোগ দিয়ে হাসিমুখে সুধা সদনের নিরাপত্তা নিয়ে পরস্পরের সাথে আলোচনায় মত্ত রয়েছে। তারা মাঝে মধ্যে ঝালমুড়ি, চা, সিগারেট এবং পান জর্দা খাচ্ছে এবং চেয়ারে বসে পায়ের উপর পা তুলে নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র এমনভাবে রেখেছে যা কিনা বিশ্বের যেকোনো নিরাপত্তাবাহিনীর জন্য একটি শিক্ষণীয় দৃশ্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে। আপনি যদি পুলিশের তাঁবুর উপরিভাগে তাকান তবে সেখানে কয়েক বছরের পুরনো ধুলোবালি এবং বিভিন্ন পাখির নানা রঙের মল মিলেমিশে একাকার হয়ে এক অপূর্ব দৃশ্যপট দেখতে পাবেন। তাঁবুর সামনের রাস্তার ভাঙাচোরা অবস্থা, টিন লোহা ও তারকাঁটা দিয়ে তৈরি কয়েক দশকের পুরনো কয়েকটা পুলিশি ব্যারিকেডের এলোমেলো অবস্থান, দুই একটা চলমান পানির ট্যাংকি। জরাজীর্ণ দুই চারটা পুলিশের গাড়ি এবং একটু দূরে ফুটপাথের উপর বড়সড় একটা চা পান বিড়ির দোকানের সামনে দায়িত্বরত পুলিশের জটলা দেখলে আপনি খুব সহজে বাংলাদেশের উন্নয়ন, শাসন এবং 'প্রধানমন্ত্রীর লোক' বলে গলা ফাটানো কীর্তিমানদের রুচি ও দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবেন।

আপনি যদি সামনের রাস্তা দিয়ে লেকের পাড়ে যে ওয়াকওয়ে রয়েছে সে দিকে এগোতে থাকেন তবে প্রথমে দেখবেন ছোট্ট একটা সেনা চৌকি। তারপর একটু দূরে একটা পুলিশের তাঁবু। তারপর আরেকটু দূরে যে বিশাল মসজিদ রয়েছে সেই মসজিদের পেছনে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত জঙ্গল এবং সেই জঙ্গলের পাশে বড়সড় আরেকটি পুলিশের তাঁবু। আপনার নাকে যদি সামান্য ঘ্রাণশক্তি থাকে তবে আপনি এই তাঁবুটির সামনে দাঁড়াতে পারবেন না। বিকট দুর্গন্ধ পাখিদের মল এবং ময়লা আবর্জনার জন্য ওখানে কারো পক্ষে এক মুহূর্ত দাঁড়ানো সম্ভব নয়। অথচ সেই বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও পুলিশ ভাইয়েরা আয়েশি ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে সদনের নিরাপত্তা নিয়ে যেসব সরব আলোচনায় মত্ত থাকে তা দেখার পর আপনার আর বুঝতে কিছুমাত্র বাকি থাকবে না, শাসন আসলে কেমন চলছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য







নিউইয়র্কের স্বনামখ্যাত হাউজিং কোম্পানী "ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেন" এর প্রেসিডেন্ট এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আখতারুজ্জামান বাবুর সদ্য ক্রয়কৃত বাসায় প্রবেশ উপলক্ষ্যে হাউস ওয়ারমিং পার্টি গত ১৩ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ১০৩৭ কুইন্সি এভিনিউ ব্রঙ্কসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলা বাজার মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল কাসেম ইয়াহিয়া। অনুষ্ঠানে কমিউনটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপসিস্থত ছিলেন।

'ইন্না লিল্লাহ' পড়তে পড়তে মারা গেলেন আলাল আহমেদ

(শেষের পাতার পর)

ব্রুকলীনের কেনারসি ভ্যাক্সিনেশন সেন্টারে আলাল আহমেদের ভ্যাকসিন নেয়ার তারিখ ছিলো। এজন্য তিনি তার এক সন্তানকে সাথে নিয়ে সেখানে যাওয়ার পথে বেলা পৌনে ১২টার দিকে সেন্টারের কাছাকাছি আকস্মিকভাবে অসুস্থবোধ করেন। এসময় তিনি 'ইন্না লিল্লাহি' পড়তে পড়তে হেলে পড়েন। সাথে সাথে তাকে স্থানীয় ব্রুকডিল হাসপাতালে নেয়া হলে হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসকগণ তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক রিপোর্টে হৃদরোগের শিকার হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা গেছে। তার মরদেহ আল রায়হান ফিউনেরাল হোমে রাখা হয়েছে। আজ সোমবার (১৫ ফেব্রুয়ারী) বাদ জোহর (বেলা ১টা) তার নামাজে জানাজা ম্যানহাটানের আসসাফা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নিউইয়র্কেই মরদেহ দাফন করা হবে বলে মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, সদালাপী ও একজন পরেজগার মানুষ ছিলেন।

মরহুম আলাল আহমেদ জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক ট্রাষ্টি সদস্য, কমিউনিটির পরিচিত মুখ ইকবাল আহমেদ মাহবুবের বড় ভাই এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক কর্মকর্তা ও যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শফিউল গণি খালেদের শশুর এবং জ্যামাইকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী (ফাতেমা গ্রোসারী) আলহাজ শামসুল ইসলামের বিয়াই।

এদিকে জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউর পরিচিত মুখ কর্ণেল (অব:) খালেকুজ্জামান (৬৮) গত ৭ ফেব্রুয়ারী রোববার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে জ্যামাইকার নিজ বাসায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

অপরদিকে কমিউনিটির পরিচিত মুখ এম এ রৌফ তপাদার গত ১১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে বসবাসকারী রৌফ তপাদার আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার দেশের বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজারে। আজ সোমবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিটে লোরাল গ্রুপ সেমিটারীতে তার নামাজে জানাজা ও মরদেহ দাফন করা হবে বলে জানা গেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে রৌফ তপাদারের বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া কামনা করা হয়েছে। তাদের ইন্তেকালে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ সোমবার কনস্যুলেট

(শেষের পাতার পর)

জন্মদিন উপলক্ষ্যে কনস্যুলেট অফিস বন্ধ থাকবে বলে এক প্রেস জ্ঞিপ্তিতে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৭৩২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটন জন্মগ্রহণ করেন। দিনটি ফেডারেল ছুটির দিন। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সোমবার তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। সেই হিসেবে এবছর ১৫ ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সোমবার। 'দ্য ইউনিফর্ম মানডে হলিডে অ্যাক্ট অব ১৯৭১' মোতাবেক ফেডারেল ছুটির দিনটি কার্যকর হয়ে আসছে।

সদস্য নবায়ন ও

(শেষের পাতার পর)ৎ

রোববার সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন স্তরের অনুরোধক্রমে ও বর্তমান মহমারী রোগ কোভিড-১৯, প্রাকৃতিক দূযোর্গপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা ইনক এর সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর সময় বর্ধিত করণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমিতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার শাহজাহান মাহমুদ জানান, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী রোববার সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর শেষ তারিখের পরিবর্তে আগামী ১৪ মার্চ রোববার রাত ৯টা পর্যন্ত বধির্ত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন ২০২১ এর নির্বাচন কমিশনার উল্লেখিত সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামবাসীকে সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান

(শেষের পাতার পর)

জানান। তিনি বলেন, যারা ভ্যাকসিন পাওয়ার যোগ্য তারা ডাক্তারের সার্টিফিকেট, মেডিকেল এভিডেন্স বা সার্টিফিকেট দেখালেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাকসিন নেয়ার সুযোগ পাবেন। তিনি জানান, শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত স্বাস্থ বিভাগ ২১ লাখ ২৯ হাজার ১৩৫ টি কোভিড-১৯ এর প্রথম ডোজ সরবরাহ করেছে এবং ইতিমধ্যেই ১৯ লাখ ২৩ হাজার ২৫৯ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদিকে কভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সংশ্লিস্টরা। নিউইয়র্কে ভ্যাকসিন গ্রহণকারী একাধিক বাংলাদেশী-আমেরিকান জানান, এই ভ্যাকসিন গ্রহণের পর ছোটখাটো সমস্যা ছাড়া বড় ধরনের কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। হয়নি কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। তারা সময়-সুযোগ পেলেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে

সিটিতে ৫০০ অতিরিক্ত পুলিশ

(শেষের পাতার পর)

নগরীতে অতিরিক্ত ৫০০ পুলিশ অফিসার নিয়েগ করেছে। সিটির পুলিশ প্রধান ডার্মোট শিয়া বলেছেন-সিটির আইন-শৃংখলা রক্ষায় আমরা সাবওয়ের ভিতরে ও বাইরে টহল জোরদার করছি।

পুলিশ কমিশনার শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সিটিতে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তরা হোমলেস। এদের মধ্যে ২জন মারা গেছে আর ২জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। নিহতদের মধ্যে একজন পুরুষ আরেকজন নারী। তিনি জানান, শুক্রবার রাত ১১টা ২০ মিনিটে কুইন্সের ফার রকওয়ের এ ট্রেন-এর মটো এভিনিউ ষ্টেশনে প্রথম ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। এতে ৪০ বছর বয়সী এক পুরুষ ঘটনাস্থলেই মারা যান। তার ঘাওে ছুরিকাঘাত করা হয়। এর পর ম্যানহাটানের ইনউড এলাকার ডব্লিউ ২০৭ স্ট্রীট ষ্টেশনের বিপরীত প্রান্তে মৃত অবস্থায় অপর এক নারীকে উদ্ধার করা হয়। ৪৪ বছর বয়স্ক এই নারীর শরীরে একাধিক ছুরিকাঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। এছাড়াও ওয়াশিংটন হাইটসের ১৮১ স্ট্রীটে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে।

এনওয়াইপিডি'র ট্রানজিট চীফ ক্যাথলিন ও;লিনি বলেন, গোয়েন্দাদের ধারনা একই ব্যক্তি এই ছরিকাঘাতের ঘটনার সাথে জড়িত এবং উল্লেখিত ঘটনার তদন্ত চলছে।

নিউয়ির্কে আরো ২ কিশোরী নিখোঁজ

(শেষের পাতার পর)

গেছে। তাদের উদ্ধারে পুলিশী তৎপরতা চলছে। ইতিপূর্বেও নিউইয়র্ক সিটিতে একাধিক নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে।

জানা যায়, জ্যাকেলিা ক্যারাবলো নাশের ১৪ ববছর বয়সী এক কিশোরী শনিবার ২টার দিকে ব্রুকলীনের ব্রাউন্সভীল থেকে নিখোঁজ হয়। তার পরনে কালো জ্যাকেট, ব্লু শার্ট, ব্লু জিন্স আর সাদা রংয়ের স্নীকার পড়া ছিলো।

অপরদিকে রোজাইসেলা গালভেজ নামের ১৬ বছর বয়সী অপর এক কিশোরী শনিবার বেলা ১টার দিকে ব্রঙ্কসের মট হ্যাভের এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়। তাদের সন্ধান পেলে এনওয়াইপিডির ক্রাইম স্টপার্সের ১-৮০০-৫৭৭-৮৪৭৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

এখন থেকেই ট্যাক্স ফাইলিংএর প্রস্তুতি নিন।

Steven M. Levy CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রকক্ষা পাবেন।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com





অন্য ভুবনে বিপাশা

বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিপাশা হায়াত। টেলিভিশন নাটকে নারী শিল্পীদের জৌলুস কতটা প্রখর হতে পারে তার উদাহরণ তিনি। অভিনয় ক্যারিয়ারে নানা চরিত্রে কাজ করেছেন এই অভিনেত্রী। তবে চেনা অঙ্গন ছেড়ে এখন একেবারেই অন্য ভুবনের বাসিন্দা প্রিয় এ শিল্পী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে এখন কাজে লাগাচ্ছেন তিনি। চারুকলায় পড়াশোনাটাও একেবারেই ভালো লাগার জায়গা থেকে। তিনি হয়তো আগেই জানতেন, একদিন ছবি আঁকা নিয়েই তার দিন কেটে যাবে। তাই তো এত দর্শকের ভালোবাসা, তারকাখ্যাতি, অর্থ, সম্মানের হাতছানিকে পাশ কাটিয়ে বিপাশা নিভৃতে ছবি এঁকে চলেছেন।

জনপ্রিয় এ তারকা এক বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকছেন সন্তানদের নিয়ে। নতুন খবর হলো নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের প্রিমাভেরা আর্ট গ্যালারিতে বিপাশা হায়াতের চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীর জন্য এসব চিত্রকর্ম উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। গত ১ ফেব্রুয়ারী এ গ্যালারিতে রাখা হয়েছে বিপাশা হায়াতের আঁকা ২৪টি চিত্রকর্ম।

করোনাকালে যুক্তরাষ্ট্রে বসে আঁকা বিপাশা হায়াতের চিত্রকর্মগুলো স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রাণকেন্দ্র নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে প্রিমাভেরা গ্যালারি অব বিডি আর্ট-এ। প্রবাসে বিপাশা হায়াতের চিত্রকর্ম দেখার সুযোগ যেমন বাড়তি পাওয়া, তেমনি বাড়ির কাছে একটি আন্তর্জাতিক মানের আর্ট গ্যালারি স্থাপনের খবরও শিল্প-সংস্কৃতিমনা মানুষদের কাছে আনন্দের। এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার শামীম শাহেদও বাংলাদেশের একজন টিভি তারকা ও সাংবাদিক।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রিটের পূর্বতন আইএসপি শাড়ির দোতলায় স্যুট ৩-এ বিপাশা হায়াতের ২৪টি চিত্রকর্ম দিয়ে শুরু হয়েছে প্রিমাভেরা গ্যালারির আনুষ্ঠানিক যাত্রা। ১ ফেব্রুয়ারী থেকে এই গ্যালারিতে রাখা হয়েছে চিত্রকর্মগুলো। করোনাকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং আগাম যোগাযোগ করে ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিপাশা হায়াতের এসব চিত্রকর্ম দেখার সুযোগ রয়েছে। এ পর্যন্ত বহু বাংলাদেশী প্রিমাভেরায় এসে বিপাশার চিত্রকর্মগুলো ঘুরে দেখেছেন। যারা সশরীরে আসতে পারেননি, তারা অনলাইন লাইভে দেখেছেন।

প্রিমাভেরা গ্যালারির কর্ণধার শামীম শাহেদ জানান, জ্যাকসন হাইটসে সব আছে। কিন্তু একটি আর্ট গ্যালারি নেই। প্রিমাভেরা গ্যালারি প্রবাসীদের সে চাহিদাও পূরণ করতে চলেছে। খ্যাতনামা শিল্পী বিপাশা হায়াতের চিত্রকর্ম দিয়ে শুরু করতে পেরে আয়োজক হিসেবে আমরা গর্বিত। তিনি জানান, মূলধারায় চিত্রকর্মের প্রদর্শনী দেখা অনেক ব্যয়বহুল। প্রবাসী অনেকের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। এ কারণে অনেকটা ঘরের কাছে গ্যালারি স্থাপনে আমাদের এই প্রচেষ্টা। তিনি জানান, বিপাশা হায়াত ছয় মাস ধরে ছবিগুলো এঁকেছেন।

নিজের চিত্রকর্ম এবং প্রিমাভেরার আয়োজন সম্পর্কে বিপাশা হায়াত বলেন, প্রথমত আমি খুবই এক্সাইটেড যে জ্যাকসন হাইটসে একটা গ্যালারি হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশি আর্টিস্টদের চিত্রকর্ম জায়গা পাবে। জ্যাকসন হাইটস বাঙালিদের প্রাণ কেন্দ্র। এ রকম জায়গাতেই একটা আর্ট গ্যালারি খুব দরকার ছিল। তাই প্রিমাভেরা কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। দর্শকের সঙ্গে আর্টিস্টের যে কথোপকথন সেটা এখন আরও অর্থবহ হবে। তিনি বলেন, আমার এই সিরিজের নাম রাখা হয়েছে 'ইনসাইডার'। আমি বলব এটা প্রিমাভেরা কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টির নির্দশন। আমার ভাবনার সাথেও নামটা মিলে গেছে। আমি আসলে ছবি আঁকি না, ছবি প্রকাশ করি। আমি ছবির মাধ্যমে আমার ভেতরের ভাবনাগুলো দৃশ্যমান করার চেষ্টা করি। আমি মনে করি, আমরা যখন কথা বলি তারচেয়ে বেশি কথা বলি যখন কিছু বলি না। আমার কাছের মানুষেরা জানেন, আমি যখন ছবি আঁকি তখন আমাকে চোখ বন্ধ করে ভাবতে হয়। ওই মুহূর্তে আমার ভেতরে যে ভাবনা চলে সেটাকেই আমি ক্যানভাসে আনার চেষ্টা করি। তাই এবারের ছবিগুলোতে যেমন রঙ পাওয়া যাবে, তেমনি বৈরি সময়ের সঙ্গে যুদ্ধটাও পাওয়া যাবে।

প্রকাশ হলো প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার আত্মজীবনী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক বিশ্বসুন্দরী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনয়ে যেমন চমক দেখান, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার জন্যও তিনি থাকেন আলোচনার অগ্রভাগে। এবার আলোচনায় আত্মজীবনী নিয়ে। গত ৯ ফেব্রুয়ারী বহুল প্রতীক্ষিত তার আত্মজীবনী প্রকাশ হয়েছে। 'আনফিনিশড' নামের এ বইটি নিয়ে তার ভক্তকুলের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ করা গেলেও সমালোচকরা কিন্তু নাম নিয়ে তির্যক মন্তব্য করছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।



আত্মজীবনীর নাম কেন এমন রেখেছেন এ প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কার বক্তব্য হলো, তার জীবনের অনেক কাজ এখনো বাকি আছে। বলিউড থেকে শুরু করে হলিউডে পৌঁছা পর্যন্ত তার জীবনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এ বইতে স্থান পেয়েছে। ছবিতে নগ্নভাবে উপস্থাপনের প্রস্তাব, গায়ের রং, নাকে সার্জারির বিষয়গুলো নিয়ে বক্তব্য সন্নিবেশিত করেন আত্মজীবনীতে।

স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ার সময় তখনকার প্রেমিককে বাড়িতে ডেকে যে বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন, তা নিয়েও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে বইটিতে। এ ছাড়া অভিনয়ের জন্য অডিশন দিতে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। বর্তমানে হলিউডের একটি ছবির শুটিংয়ের জন্য এখন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন এ বলিউড তারকা।

১০ বছরের ছোট স্বামীকে 'বুড়ো' বলে ডাকেন প্রিয়াংকা

আরেক খবওে প্রকাশ: দু'বছর হয়ে গেল প্রিয়াংকা-নিকের বিয়ের। তাদের দৈনন্দিন দাম্পত্য জীবন ও প্রেম-পীরিতির নিদর্শন নেটমাধ্যমে জ্বল জ্বল করে। আন্তর্জাতিক হোক বা জাতীয়, একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রিয়াংকা চোপড়া তাদের প্রেম নিয়ে কথা বলেছেন। এবারের কথোপকথনে বেরিয়ে এল মজাদার তথ্য। ২৮ বছরের আমেরিকান গায়ক নিক জোনাসকে তার স্ত্রী বলিউড-হলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা জোনাস 'ওল্ড ম্যান জোনাস' অর্থাৎ 'বুড়ো লোক' বলে ডাকেন। এমনি এমনি না, এর পিছনে কারণও রয়েছে। খোলাসা করলেন অভিনেত্রী। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও তিনি গলফ খেলেন, সিগার খান, আরও কত কী। যেন কোন যুগে জন্মেছেন তিনি! একবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে মানানসই দু'টি মাত্র অভ্যাস তার রয়েছে। কুরস লাইট খেতে পারেন এবং ফুটবল দেখেন মাঝে মাঝে। তাই হয়তো বলা হয়, বয়স তো সংখ্যা মাত্র। ওই দিয়ে অভ্যাস, ধ্যান ধারণা বিচার করা যায় না। সম্প্রতি প্রিয়াংকার দু'টি ছবি মুক্তি পেল। 'উই ক্যান বি হিরোস' এবং 'দ্য হোয়াইট টাইগার।' এ ছাড়াও নিজের বইয়ের প্রচারে অত্যন্ত ব্যস্ত অভিনেত্রী।

ক্যামেরার সামনে নেই বহুদিন

হাসান সাইদুল: অভিনয়ের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত একটি বাক্য হচ্ছে- 'যে পেশায় অবসর নেই'। কিন্তু ঢাকাই সিনেমায় অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও অনেক তারকাশিল্পী অবসরে আছেন বা ক্যামেরার সামনে নেই দীর্ঘদিন। এরই মধ্যে কেউ কেউ সময়ের অভাবে, কেউ ভালো গল্পের অভাবে, আবার কেউ সুযোগের অভাবেও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোটা মিস করছেন। তেমনই কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে এ প্রতিবেদন।

*** ওয়াসিম**

বাংলাদেশি ছবির একমাত্র অভিনেতা, যিনি হলিউডেও অভিনয় করার প্রস্তাব পেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাটে বলে মেলেনি বলে, কাজটি হয়নি। তিনি ওয়াসিম। তার অভিনীত ছবি মানেই হিট। অথচ এক সময়ের তুখোড় জনপ্রিয় এ অভিনেতার বর্তমান অবস্থা অনেক দর্শক জানেন না। কিংবা এ প্রজন্মের অনেক অভিনয়শিল্পীও তার সম্পর্কে খুব একটা জানেন না। কবে নাগাদ লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন শব্দগুলো শুনেছেন, তা তিনি নিজেও



বলতে পারেননি। অথচ তাকে এখনো ক্যামেরা টানে। শুধু সময় ও গল্পের অভাব।

* আকবর হোসেন পাঠান ফারুক

ঢাকাই ছবির মিয়া ভাইখ্যাত অভিনেতা আকবর হোসেন পাঠান ফারুক কয়েকটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, চিত্রনায়িকা মৌসুমী তার শেষ নায়িকা। তার সঙ্গে একটি ছবিতে অভিনয় করেন, তবে কবে সে ছবির শুটিং শেষ হয় কিংবা ছবিটি কেনো মুক্তি পায়নি, তার কোনো নির্দিষ্ট তথ্য তিনি দিতে পারেননি। কবে শেষ ক্যামেরার সামনে সংলাপ বলেছেন, তাও মনে করা কঠিন বলে তিনি জানান। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পারছেন না তিনি। রাজনীতি ও পরিবার নিয়ে বর্তমানে ব্যস্ত সময় যাচ্ছে গুণী এ অভিনেতার।

* সোহেল রানা

সরকারি অনুদানের একটি ছবি 'এই তুমি সেই তুমি' এটি নির্মাণ করছেন অভিনেত্রী কবরী। এ ছবিতে অভিনয় করার মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর ক্যামেরার সামনে আসার কথা ছিল ড্যাশিং হিরোখ্যাত সোহেল রানার। কিন্তু তাও হলো না করোনা সংক্রমণের কারণে। আদৌ আর সোহেল রানাকে ক্যামেরার সামনে দেখা যাবে কিনা, তা খোদ শক্তিমান এ অভিনেতাও বলতে পারছেন না। বর্তমানে এ নায়ক পরিবারও ইবাদত নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

*** জাভেদ**

বর্তমান প্রজন্মের দর্শক এমনকি চলচ্চিত্রের অনেক নতুন মুখ হয়তো জাভেদ নামে একজন অভিনেতা আছেন বলেও জানবেন না। কেনো তিনি বা কবে নাগাদ অভিনয় থেকে দূরে, তাও হিসাব কষা কঠিন। তবে তিনি একজন নৃত্যশিল্পী। অভিনয় ছাড়লেও খবর নিয়ে জানা গেছে, তিনি নৃত্য প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। এ নিয়েই ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি।

*** শাকিল খান**

সালমান শাহের হঠাৎ মৃত্যুর পর চিত্রনায়ক শাকিল খানকেই দর্শক অনেকটা বিকল্প হিসাবে নিয়েছিল। দর্শক চাহিদাও মেটাতে সক্ষম ছিলেন সুদর্শন এ নায়ক। কিন্তু নানা আলোচনা-সমালোচনা আর গুঞ্জনের ফলে তাকে ক্যামেরার সামনে থেকে দূরে সরে যেতে হয়েছে। মতিন রহমানের 'তোমাকেই খুঁজছি' ছবির শুটিংয়ের পর তাকে আর ক্যামেরার সামনে দেখা যায়নি। অভিনয়ে আর ফিরবেন না, তাও কয়েকটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন। বর্তমানে তিনি নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

*** বাপ্পারাজ**

নিজের নির্মিত 'কার্তুজ' ছবিতে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল চিত্রনায়ক বাপ্পারাজকে। নায়ক রাজের মৃত্যুর পর পারিবারিক কাজেই ব্যস্ড় হয়ে পড়েন এ অভিনেতা। ইচ্ছা থাকলেও অভিনয়ে ফিরতে পারেননি দীর্ঘদিন। বর্তমানে অভিনয় ফেরা নিয়ে তার তেমন আগ্রহও নেই। বাবার ব্যবসায় মনোযোগী এ নায়ককে আর অভিনয়ে দেখা যাবে কিনা, তাও নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে ক্যামেরার সামনে একেবারেই দাঁড়াবেন না, এমনটি তিনি কখনোই বলেননি।

*** শাবনূর**

এক সময়ের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তার। অভিনয়েও তিনি বেশ দক্ষ। নতুনদের আগমনে ক্যারিয়ারে তারও ছন্দপতন ঘটেছে। হতাশা কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান। দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করলেও মাঝে মধ্যে দেশে ফেরেন। চেষ্টা করেন নিজের হারানো ক্ষমতা উদ্ধারের। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। ইচ্ছা থাকলেও এ নায়িকা কবে নাগাদ ফের ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন সেটা বলা মুশকিল।

*** এ তালিকায় আরও যারা আছেন:**

ইচ্ছা থাকলেও ভালো গল্পের অভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পারছেন না জনপ্রিয় অভিনেত্রী ববিতা। কয়েকবার অবশ্য আশার বাণী শুনিয়েও ছিলেন। তার বড় বোন সুচন্দাও শুনিয়েছেন একই কথা। তবে অসুস্থতা কাটিয়ে ক্যামেরার পেছনে আবারও কাজ শুরু করতে পারেন এ অভিনেত্রী। নন্দিত অভিনেত্রী শাবানা তো আর কখনো ক্যামেরা সামনে দাঁড়াবেন না বলে ঘোষণাই দিয়েছেন।

'আম্মাজান' ছবিতে অভিনয়ের পর আর দেখা যায়নি চিত্রনায়িকা শবনমকে। তিনিও ভালো গল্পের অভাবে ফিরতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন। চিত্রনায়িকা রত্নাও ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ হয়নি তার। আরও অনেকে রয়েছেন, যারা অভিনয়ের জন্য উন্মুখ। কিন্তু মিলছে না সুযোগ।

নির্মাতা মনোয়ার খোকন মারা গেছেন



বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশের বহু জন- বাদ জোহর জানাজা শেষে তাকে উত্তরার ৪ প্রিয় ঢালিউড সিনেমার নির্মাতা নং সেক্টরের কবরস্থানে দাফন করার কথা মনোয়ার খোকন মারা গেছেন। গত ৭ রয়েছে। পরিচালক মনোয়ার খোকনের মৃ ফেব্রুয়ারী রোববার সকাল ৬টার দিকে ত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। চলচ্চিত্রাঙ্গনে। '৯০-এর দশকে সিনেমার তিন বছর ধরে কিডনিসহ নানা জটিল রমরমা দিনে চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসে সাফল্য রোগে আক্রান্ত ছিলেন মনোয়ার খোকন। পান মনোয়ার খোকন। 'স্বামী কেন আসামি' সহ গত ৬ ফেব্রুয়ারী ডায়ালাইসিসের জন্য বহু জনপ্রিয় সিনেমা পরিচালনা করেছেন তিনি। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এই নির্মাতার সর্বশেষ ছবির নাম 'তুখোর হয়। সেখানেই তিনি শেষ হিরো'। নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। রোববার

২৫ হাজার অভিবাসী আশ্রয় পাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে

(প্রথম পাতার পর)

ওই অভিবাসীদের জাতীয়তা বা অন্য পরিচয়ও প্রকাশ করা হয়নি এখনও। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, কোন পয়েন্ট দিয়ে তা প্রবেশ করবেন তার আগাম ঘোষণা হলে আশ্রয় প্রত্যাশীদের চাপ আচমকা বেড়ে যেতে পারে। বাড়তি চাপের ভয়টি বাইডেন প্রশাসনকে সবচেয়ে বেশি তাড়া করছে। তবে দীর্ঘ সময় ধরে সীমান্তে অপেক্ষায় থাকা নারী, পুরুষ ও শিশুদের যে তারা পর্যায়ক্রমে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার বিষয়ে ইতিবাচক এপিসহ আন্তর্জাতিক অন্য মিডিয়ার রিপোর্টে তার বেশ স্পষ্ট আভাস রয়েছে। মার্কিন প্রশাসন এবং স্থানীয় সূত্রে বাংলাদেশ কমিউনিটির দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, সীমান্তে অপেক্ষায় থাকা অভিবাসন প্রত্যাশী বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি রয়েছেন। তবে গত ক'বছরে চরম দুর্বিসহ জীবন কাটিয়ে অনেক বাংলাদেশে দেশে ফিরে এসেছেন। লাখ লাখ টাকা খরচা করে দালাল মারফত ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ঘুরে তাদের বেশি-রভাগই মেক্সিকো সীমান্তে পৌঁছে ছিলেন। সেখানে তারা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন এবং জেল কেটে কিংবা কারেকশন সেন্টারে থেকে পরবর্তীতে ট্রাম্প প্রশাসনের মাধ্যমে ঢাকায় ফিরেছেন। ফলে মেক্সিকো সীমান্তে এখনও অবিশিষ্ট থাকা বাংলাদেশির সংখ্যা কত হতে পারে? কমিউনিটি বা স্থানীয় বাংলাদেশ মিশন সেই ধারণা দিতে পারেনি। স্থানীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের বরাতে এপি জানায়, মেক্সিকো সীমান্তে আটকে পড়া অভিবাসীদের মধ্য থেকে প্রথম ধাপে ১৯ ফেব্রুয়ারি বেশ কিছু লোককে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হবে। তিনটি স্থান দিয়ে অভিবাসীদের প্রবেশের সুযোগ উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে দুটি স্থানের প্রতিটি দিয়ে দিনে ৩০০ জন করে অভিবাসীকে ঢুকতে দেয়া হবে। তৃতীয় একটি স্থান রয়েছে, অবশ্য সেই পয়েন্ট দিয়ে খুব কম সংখ্যক মানুষ প্রবেশের অনুমতি পাবে। অভিবাসী এবং জনসাধারণ ভিড় বাড়তে পারে এমন আশঙ্কায় বাইডেন প্রশাসন ওই তিন স্থানের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি। তবে টেক্সাসের ডেমোক্রেট প্রতিনিধি হেনরি কুয়েলার বলেন, কর্মকর্তারা তাকে টেক্সাসের ব্রাউন্সভিল, এল পাসো এবং সান দিয়েগোর সান ইসিড্রো ক্রসিং দিয়ে অভিবাসীদের প্রবেশের অনুমতি দেয়ার কথা জানিয়েছেন। এর আগে, ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী নীতির জের ধরেই মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে অভিবাসন প্রত্যাশীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয়নি। এর মধ্যে ২০১৯ সালে দ্য মাইগ্রেন্ট প্রোটেকশন প্রটোকল কর্মসূচি চালু করা হয়। প্রায় ৭০ হাজার অভিবাসী এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসের ক্ষমতার ব্যবহার এবং কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়াই তার পূর্বসূরীর অভিবাসন নীতি বাতিল করার আদেশে দ্বিতীয় দফায় সই করেছেন। এ আদেশের মধ্যেদিয়ে ক্ষমতায় আসার প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি পারিবারিক বিচ্ছেদ, সীমান্ত সুরক্ষা এবং আইনী অভিবাসনের বিষয়ে ৯টি নির্বাহী পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে দেশটিতে থাকা আনুমানিক এক কোটি ১০ লাখ অভিবাসীকে আইনী মর্যাদা ও নাগরিকত্ব দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন রোধে নেয়া আইনী এবং অবৈধ পদক্ষেপের ব্যাপক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সেক্রেটারি আলেজান্দ্রো মায়োরকাস বলেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ঘোষণা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র সরকার ফের নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ কারণেই আমরা অভিবাসন নীতি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিয়েছি। এর আগে যে নীতি ছিল, সেটি আমেরিকান ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

খালাস ট্রাম্পঃ যা বললেন

(প্রথম পাতার পর)

ভোটে হয়ত দোষী সাব্যস্ত হননি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটি আমাদের ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়। যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় গণতন্ত্র ভঙ্গুর। তাই একে সব সময় রক্ষা করতে হবে। এদিকে, অভিশংসন বিচারে সিনেটে খালাস পাওয়ার পরই নিজের পক্ষে আরেকবার সাফাই গাইলেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন আন্দোলন কেবল শুরু হল।'

অভিশংসনের হাত থেকে দ্বিতীয়বারের মতো রক্ষা পাওয়ার পর এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, 'তার মতো অন্য কোনো প্রেসিডেন্টকে এমন কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি। অনেক কাজ করা বাকি এবং আমেরিকার উজ্জ্বল ও সীমাহীন ভবিষ্যতের জন্য শিগগিরই একটি পরিকল্পনা নিয়ে আমরা ফিরব।'

ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করতে সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শনিবার ভোটাভুটিতে ৫৭ সিনেটর ট্রাম্প 'দোষী' বলে মত দেন। এর বিপক্ষে পড়ে ৪৩ ভোট। সাত রিপাবলিকান সিনেটরও দল থেকে নির্বাচিত সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিপক্ষে ভোট দেন। কিন্তু তাদের অন্তত ১৭ রিপাবলিকানের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। সেটি পূরণ না হওয়ায় এই যাত্রায়ও টিকে গেলেন ট্রাম্প। ফলে আগামীতে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে অংশ নিতে ট্রাম্পের আর কোনো বাধা রইল না।

গুয়ানতানামো বে

(প্রথম পাতার পর)

বন্ধে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আমলের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বাইডেন যাতে কারাগারটি বন্ধ করে দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার হোয়াইট হাউসের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমন খবর দিয়েছে। বারাক ওবামা তার নির্বাচনী প্রচারে দেওয়া এই অঙ্গীকারটি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি।

বাইডেনের মেয়াদেই কারাগারটি বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা; প্রশ্নে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন সাকি বলেন, এটিই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন, কারাগারটির বর্তমান ভূমিকা নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে একটি মূল্যায়ন দাঁড় করাতে বাইডেন প্রশাসন কাজ করছে, যা আগের প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

বন্দিশিবিরটি থেকে কিছু আটক ব্যক্তিকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওবামা। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে আপসের কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বাইডেন ছিলেন ওবামার ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

সেখানে বর্তমানে ৪০ বন্দি রয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৬ জনকে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু এসব বন্দির মামলার জটিলতার কারণে আইনি প্রক্রিয়াও বিলম্বিত হচ্ছে। ৯/১১-এর পর তখনকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের আমলে এই বন্দিশিবিরটি স্থাপন করা হয়েছিল।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্‌স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্ধবৃক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

ভ্যালেন্টাইন্স ডে কেন

(প্রথম পাতার পর)

ডে। প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হয় দিনটি। দিনটিতে প্রত্যেকেই তাদের প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে। বেশিরভাগ মানুষের ধারনা হলো, এই দিনটি কেবল মাত্র প্রেমিক-প্রেমিকা ও দম্পতিদের জন্য। যদিও এ চিন্তাটি মোটেও সত্য নয়। যে কেউ এই দিনে তাদের প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন। হতে পারে তারা পরিবারের সদস্য, বন্ধু, ভাই-বোন এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যারা আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভাবতে অবাক লাগে, প্রতিবছরই এই মাসে এক সপ্তাহ জুড়ে প্রেমের বসন্তে মেতে ওঠেন প্রায় সকলে। কিন্তু, কেউ কি জানেন কেন পালন করা হয় এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে?

পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে পোপ গেলাসিয়াস ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। এ ভালবাসার দিনটির নামকরণ করা হয়েছে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারে; যিনি প্রেমের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের আত্মত্যাগকে স্বীকার করে মানুষেরা তাকে একটা দিন উৎসর্গ করে।

তৃতীয় শতাব্দীর সময় রোমের বাসিন্দা, পুরোহিত, এবং চিকিৎসক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের আত্মত্যাগের স্মরণে উদযাপিত হয়েছিল এই দিনটি। যিনি ছিলেন একজন ধর্ম প্রচারকও। পাশাপাশি তিনি রোমান সৈন্যদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিবাহের অনুষ্ঠানও করতেন।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ক্লডিয়াস, যিনি ছিলেন একজন রোমান সম্রাট। তিনি বিশ্বাস করতেন, অবিবাহিত সৈন্যরা বিবাহিতদের চেয়ে বেশি দক্ষ। তাই সম্রাট সৈন্যদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি একটি আইনও তৈরি করেছিলেন সে বিষয়ে। আইনটিতে বলা হয়েছিলো, যারা সেনাবাহিনীতে চাকরি করে তারা বিয়ে করতে পারবেনা।

সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এই আইন সম্পর্কে জানতে পেরে আইনটিকে সেনাদের প্রতি অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেন। এবং তিনি সকল সৈন্যদের গোপনে বিয়ে দিতে থাকেন। বিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তিনি অন্যান্য লোকেদের মধ্যেও ভালবাসার অনুভূতি জাগাতে শুরু করেন।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, দ্বিতীয় ক্লডিয়াস সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের এ সকল কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যুদন্ড দেন।

তবে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে নিয়ে সব থেকে মজার একটি গল্প রয়েছে। বলা হয়ে থাকে ধর্ম প্রচারের মামলায় অভিযুক্ত করে তাকে সে সময় কারাগারে পাঠানো হয়। এমনকি কারাগারে থাকার সময় তার চিকিৎসায় একজন কারারক্ষীর অন্ধ মেয়ের দৃষ্টিশক্তি তিনি ফিরিয়ে দেন। দৃষ্টিশক্তি ফেরানোর মত এত বড় কাজ দেখে সেই পরিবার সহ আরও বেশ কয়েকটি পরিবার খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। পাশাপাশি মেয়েটির সাথে ভ্যালেন্টাইনের একটি সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

সেখানকার রাজার কানে সে খবর পৌঁছে যায়। আইনকে অমান্য করে ধর্ম প্রচারের নালিশ হয় তার বিরুদ্ধে। তার এ অপরাধের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির শেষে লেখা ছিল্ফ্রলাভ ফ্রম ইওর ভ্যালেন্টাইন্স।

চিঠির এ শেষের অংশটি থেকেই মূলত মানুষ তার নামটিকে ভালবাসার প্রতীক হিসেবে পেয়েছে। অতঃপর পোপ গেলাসিয়াস প্রথম এই দিনটিকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে ঘোষণা করেন।

মালয়েশিয়ার 'ভিশন-২০২০'

(২২ পাতার পর)

নিষিদ্ধ করেছে।

মালয়েশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য দেশের পরিকল্পনাগুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সানওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেং বলেন, ক্রয়ক্ষমতায় সমতা, পিপিপি, ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এশিয়ার আরো দু'টি দেশ সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া মালয়েশিয়াকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু আয় ১৯৮০ সালে ১৭.২ শতাংশ হলেও ২০২০ সালে ৭০.২ শতাংশে দাঁড়ায়।

সিঙ্গাপুর আরো ভালো করেছে; সে ১৫১.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থনীতিবিদরা বলেন, মালয়েশিয়া কেন ভালো করেনি, এর জুতসই কারণ আর্থিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন ইন ইসলামিক ফিন্যান্সের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আরিফ জানান, ভিশন-২০২০ একটি ম্যারাথন; রাজনীতিবিদরা এটিকে টেনে স্প্রিন্ট বানিয়েছেন, অর্থনীতিকে খুব দ্রুত বাড়ানোর চেষ্টা করে শেষ প্রান্তে যেতে চেয়েছেন। অর্থনীতি ইঞ্জিনের মতো 'ওভার ড্রাইভ' করলে 'ওভার হিট' হয়ে যায়। তার মতে, 'ইম্পোর্টেড লেবার ও ক্যাপিট্যালের' কারণে ১৯৯০ দশকে মালয়েশিয়ায় ভালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তিনি ডিজিটালাইজেশন ও শিল্পোন্নয়নের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

মিসেস টুঙ্কু মুনাব্বারা পুত্রা, মালয়েশিয়া প্যারেন্ট অ্যাকশন গ্রুপ ফর এডুকেশনের সেক্রেটারি। তিনি জানান, 'ট্রাস্ট স্কুল কর্মসূচি' এবং 'দ্বিভাষিক শিক্ষাদান' উপকারী হয়েছে, তবে ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা কম। ছাত্রদের যোগ্যতা বাড়াতে শিক্ষকরা ব্যর্থ হয়েছেন আর সরকার রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। এসব কিছু ওয়াওয়াসান ডুয়াকুলো ডুয়াকুলোকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত করেছে। 'আমরা এখনো মধ্য আয়ের ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা চাকরি খুঁজে পাচ্ছে না। জব মার্কেট কী চায় আর আমরা কী শিখাচ্ছি, তা মিলছে না।' মিসেস মুনাব্বারা বলেন, 'আমাদের শিক্ষা পলিসিতে পরিবর্তন দরকার। কোর্স কারিকুলামকে আন্তর্জাতিক মানে নেয়া দরকার।'

বিশ্বব্যাংক জানায়, মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার মান কমেছে। ফলে সেটি আয়ের ওপর হাত দিয়েছে। বিশ্বব্যাংক মনে করে, উচ্চ আয়ের অর্থনীতির জন্য যোগ্য গ্র্যাজুয়েট দরকার; তাই শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তর প্রয়োজন। আরিফ মনে করেন, রাজনীতির শুদ্ধাচার মালয়েশিয়ায় নেই, রিফর্মের কথা না বলাই ভালো, তবে রাজনৈতিক মন্ত্রটি 'রূপান্তর' হবে; 'সংশোধন' নয়।

মালয়েশিয়া ভিশন-২০২০ থেকে দূরে থাকলেও ২০১৯ সালে আরো একটি নতুন পরিকল্পনা ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। এর নাম Shared Prosperity Vision 2030। পরিকল্পনা মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া এশিয়ার অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Healing

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association Of North America, Inc.
545 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
www.ecofficectgsamity.us • Email: info@ecofficectgsamity.us

Election Commission Office

চট্টগ্রাম সমিতির সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর সময় বর্ধিত

গত ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ও রবিবার সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন স্তরের অনুরোধ ক্রমে ও বর্তমান মহামারী রোগ কোভিড-১৯, প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা ইন্‌ক এর সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর সময় বর্ধিত করণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১ই ফেব্রুয়ারী ২০২১ রোজ রবিবার সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর শেষ তারিখের পরিবর্তে আগামী ১৪ই মার্চ ২০২১ রোজ রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত নির্ধার্য করা হলো। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামবাসীকে সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

বর্ধিত ফরম নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর শেষ তারিখ: ১৪ই মার্চ ২০২১ রোজ রবিবার রাত ৯টা

সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ

ধন্যবাদান্তে,
শাহজাহান মাহমুদ
প্রধান নির্বাচন কমিশনার, চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা
ফোন: (৬৪৬) ৫৭৫-২৬৪৮

মুজিবুল হক (৭১৮) ৪৯৬-১১৪৩	রতন চৌধুরী (৬৪৬) ২৩৩-৮৮৬২	মোঃ জসীমউদ্দিন (৬৪৬) ৭১৯-৫৭৭৮	মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (৯১৭) ৭০১-৫৭৪৮
মুরশেদ রেজভী চৌধুরী (৯১৭) ৫১৮-৮৩৫৭	আবু তালেব চৌধুরী চান্দু (৩৪৭) ৫৯৬-০৭১০	মাহবুব নাসির উদ্দিন চৌধুরী (৩৪৭) ৮৪৫-১৭৪৪	এ.টি.এম নাজিম হোসেন (৯১৭)৬৬৯-৮১৫৫

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates · السعودية SAUDIA · الاتحاد ETIHAD · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎমু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরেছেন সেনাবাহিনী প্রধান

(৪৬ পাতার পর)

অফিস অব সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ফর পলিসি সাউথ এন্ড সাউথইস্ট এশিয়া এবং ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন এর প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে দুই দেশের পারস্পরিক সহযগিতামূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে সেনাবাহিনী প্রধান আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যার মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত পলাতক আসামি রাশেদ চৌধুরীকে দ্রুত বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে জেনারেল আজিজ বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।

গত ৪ ফেব্রুয়ারী আমেরিকান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ম্যাকনভিল এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান-কে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় ১৯ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনসহ গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এছাড়াও আর্লিংটন ন্যাশনাল সেমেটারিতে গার্ড অব অনার প্রদানকালে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। পরে তিনি আমেরিকান সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকালে তিনি দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।



গত সপ্তাহে সেনাবাহিনী প্রধান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের মিলিটারি এডভাইজার, আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলরা এবং জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির সঙ্গে মতবিনিময় করেন। আলোচনার পূর্বে জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের পেশাগত দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আলোচনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নতুন একটি হেলিকপ্টার ইউনিট মিশন এলাকায় (গাও, মালী-তে) মোতায়েনের জন্য এবং ডিআর কঙ্গো-তে ১৩ সদস্যের একটি মিলিটারি পুলিশ ডিটাচমেন্ট প্রদানের জন্য আহবান জানান। এছাড়াও বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের মিশন এলাকায় গমনের জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ব্যবহার, শান্তিরক্ষা মিশনে মহিলা শান্তিরক্ষীদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বিভিন্ন মিশন এলাকায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে মত বিনিময় হয়।

সেনাবাহিনী প্রধান জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জোরালো ভূমিকা বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নীতিনির্ধারণী/ফোর্স কমান্ড পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সেনাবাহিনী প্রধান এর এ সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ইসলামের বিধান ও মানবস্বভাব

(শেষের পাতার পর)

শরিয়ত ও ফিতরাত (মানবস্বভাব) পরস্পর সামঞ্জস্যশীল। এর বিপরীত অনৈসলামিক আইনসমূহ হলো 'তবিয়ত' তথা চরিত্রের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত। আর তবিয়ত ও আইন পরস্পর অসামঞ্জস্যশীল। কেননা আইন জবাবদিহি চায়, আর মানবচরিত্র স্বাধীনতা ও সুবিধা গ্রহণে অভ্যস্ত। এ জন্যই আইন ও স্বভাবের মধ্যে সার্বক্ষণিক যুদ্ধ ও পরস্পর মোকাবেলা লেগে থাকে। কিন্তু ইসলামী শরিয়ত এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। কেননা শরিয়ত ফিতরাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। ফিতরাত শরিয়তের বিরুদ্ধে দ্রোহ করে না; বরং শরিয়ত মোতাবেক আমল করার জন্য ফিতরাতটি ব্যক্তিসত্তার অভ্যন্তর থেকে সহযোগিতার কাজ করে।

এ জন্যই মিরাজের রজনীর বিবরণীতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমার কাছে বোরাক আনা হলো, আমি তাতে আরোহণ করে বাইতুল মাকদিস গিয়ে পৌঁছলাম। অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে দুই রাকাত নামাজ পড়লাম। অতঃপর সেখান থেকে বের হলে জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে একটি পাত্রে মদ এবং অন্য পাত্রে দুধ এনে সামনে ধরলেন। আমি দুধের পাত্র গ্রহণ করলাম। ফলে জিবরাঈল (আ.) বলেন, আপনি 'ফিতরাত'কে গ্রহণ করেছেন...।' (মুসলিম, হাদিস : ২৫৯)

ইসলাম সূক্ষ্ম মানবিক চাহিদা ও আকর্ষণের প্রতি যত্নবান

খাবার মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজন। তবে মানুষের স্বভাব চায় যে খাবার সুস্বাদু ও সুখাদ্য হোক এবং পানি মিষ্টি ও সুপেয় হোক। কেননা মানুষ প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি স্বভাবজাত আকর্ষণেরও পরিতৃপ্তি চায়। ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত আগ্রহ ও আকর্ষণের প্রতিও পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখে। তাই খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য থেকে শুধু উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও পছন্দনীয়গুলোকেই হালাল করা হয়েছে। আর যেগুলো নিকৃষ্ট তা হারাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমে রাসুল (সা.)-এর পরিচয় ও গুণাবলি উল্লেখপূর্বক বলেন, 'তিনি তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্ত হালাল করেন আর নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করেন।' (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭)

উক্ত আয়াতে 'উৎকৃষ্ট' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম রাগেব আস্ফাহানি (রহ.) লিখেন, এর অর্থ হলো প্রত্যেক ওই বস্তু যার দ্বারা মানুষের ইন্দ্রীয় ও সত্তা স্বাদ ও আনন্দ লাভ করে। (আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কোরআন, পৃষ্ঠা ৫২৭)

ইবনে কাসির (রহ.) লিখেন, 'উৎকৃষ্ট বস্তু' মানে এমন বস্তু, যা সত্তাগতভাবে উৎকৃষ্ট এবং শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিকর নয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৩৭৮)

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত আগ্রহ ও আকর্ষণের প্রতিও পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখে। কেননা 'উৎকৃষ্ট' শুধু পবিত্র জিনিসকেই বলা হয় না; বরং স্বভাবজাত আকর্ষণীয় বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত, তদ্রুপ 'নিকৃষ্ট' শুধু নাপাক জিনিসকেই বলা হয় না; বরং স্বভাবজাত অপছন্দনীয় বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত।

অতীব প্রয়োজনে বিধানে সহজীকরণ

মানব জাতির প্রয়োজনীয়তাকে ইসলাম এ পরিমাণ মূল্যায়ন করেছে যে যখন ইসলামের বিধান ও মানুষের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন ইসলাম মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এ জন্যই যদি প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় হালাল খাবার না পায়, তখন প্রয়োজন পরিমাণ হারাম খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে। শুধু অনুমতিই নয়; বরং বাধ্যতামূলক নির্দেশ। কেননা খাবার শুধু স্বভাবগত প্রয়োজনই নয়; বরং ধর্মীয় প্রয়োজনও। তাই প্রয়োজন অবস্থায়ও না খেলে যেভাবে সে স্বভাবগত প্রয়োজনের গলা টিপে ধরল, তদ্রুপ ইসলামেরও বিরুদ্ধাচরণ করল। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাইকৃত প্রাণী। তবে যে নিরূপায় হয়ে, অবাধ্য বা সীমা লঙ্ঘনকারী না হয়ে (তা খাবে), তাহলে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭৩)

এভাবে ইসলাম বিধান ও মানবিক চাহিদার মধ্যে সখ্য গড়ে তুলেছে এবং মানুষের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিধান সহজ করে দিয়েছে।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

মিশিগানে কনস্যুলেট অফিস স্থাপনে সাড়া নেই প্রবাসীদের ক্ষোভ

(শেষের পাতার পর)

গত বছর ২৬ জানুয়ারী থেকে পক্ষকালব্যাপী গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করেন বাংলাদেশী প্রবাসীরা। এতে মিশিগান আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টিসহ কমিউনিটির সব সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নেয়। কমিউনিটির হাজার হাজার নারী-পুরুষ স্বাক্ষর করেন তাদের প্রাণের দাবি পূরণের লক্ষ্যে। কিন্তু আন্দোলনের দীর্ঘ এক বছর পেরিয়ে গেলেও কনস্যুলেট অফিস স্থাপনে কোনো উদ্যোগ চোখে না পড়ায় প্রবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক সংলাপ অনুষ্ঠানে ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটছে।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা হচ্ছে মিশিগান। নিউইয়র্কের পরেই এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশী বসবাস করেন। কিন্তু এখানকার বাংলাদেশিরা কনস্যুলেট সংক্রান্ত সেবা পেতে চরম বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন।

মিশিগানে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা জানান, পাসপোর্ট নবায়ন, ভিসা ও পাওয়ার অব অ্যাটর্নিসহ কনস্যুলার সংক্রান্ত সেবা পেতে ওয়াশিংটন ডিসি কিংবা নিউইয়র্ক অফিসে যেতে হয়। মিশিগান থেকে ওয়াশিংটন ডিসি বা নিউইয়র্কের দূরত্ব প্রায় ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টার ড্রাইভ। এ দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে মিশিগানে কর্মরত প্রবাসীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন।

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত হ্যামট্রামিক সিটির কাউন্সিলম্যান কামরুল হাসান সম্প্রতি ফেসবুকভিত্তিক এক সংলাপে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে এলে অনুষ্ঠানের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে অনুরোধ করি মিশিগানে কনসুলেট অফিস খুবই দরকার। প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করে দেখবেন বলেছিলেন। অলিখিত হলেও আমাদের দাবিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কানে পৌঁছানো হয়েছে।

গণস্বাক্ষর কর্মসূচির সমন্বয়ক মো. নাজেল হুদা সাংবাদিকদের জানান, কনস্যুলেট অফিস স্থাপনের পক্ষে ১৬ হাজারের অধিক মানুষ স্বাক্ষর দিয়েছেন। এছাড়া দাবি পূরণ করার লক্ষ্যে মিশিগান স্টেট এবং মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগ নেতারা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে লবিং-তদবির করছেন।

মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোতালিব মোহাম্মদ জানান, মিশিগান স্টেটে বছরে একবার ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা প্রদান আওয়ামী লীগ সরকারেরই অর্জন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেনের চেষ্টায় এ সার্ভিস চালু হয়েছিল। তিনি তখন জাতিসংঘে কর্মরত ছিলেন। চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার আগে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় করে এটি চালু করে বাংলাদেশে যান। মিশিগানে স্থায়ী কনস্যুলেট অফিস স্থাপন এখন সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে মিশিগান আওয়ামী লীগ নেতাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে দলীয় সূত্র জানায়।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

* Immigration
* Asylum Cases
* Divorce
* Title Insurance
* Real Estate Closing
* Investment Visa E2 EB5
* Deportation Defense
* Criminal Defense Cases
* Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট

১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স

INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*

T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**

email: **primebrokerage34@gmail.com**

৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

অনলাইনে বাড়ছে দেশীয় খাবারের অর্ডার

(শেষের পাতার পর)

তেমন কোন অনুষ্ঠান হয়নি। ফলে পার্টি হলগুলোর সাথে জড়িত কিচেনগুলোও ছিল বন্ধ। এখনও আছে। অপরদিকে পিকনিক বা অন্য কোন পার্টির কারণে জনসাধারণ সাধারণত রেষ্টুরেন্টের উপর নির্ভর করলেও গত এক বছরে রেষ্টুরেন্টগুলোতে ছিলো না তেমন কোন ক্যাটারিং অর্ডার। পিকনিকতো ছিলই না। এসময় অনেক প্রবাসী পরিবার ক্যাটারিং ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছেন। তারা একবারে ৫০ থেকে ৭০/৭৫ এমনকি ১০০ জন অতিথির জন্য ক্যাটারিং করছেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে ইতিপূর্বে ২/১ জন এ ব্যবসায় জড়িত থাকলেও এখন সিটিতে প্রায় ৭/৮ টি প্রতিষ্ঠান ক্যাটারিং ব্যবসা করছে। জনসাধারণ ঘরে বসে অর্ডার করছেন। ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্য ক্যাটারিং পৌঁছে যাচ্ছে। তারা ঘরে বসে পোলাও, খিচুরী, মুরগির রোষ্ট, চিকেন বিরিয়ানীল রেজালা, খাশি গরুর মাংস, রুই বা চাঁদা মাছ ভাজী, বিভিন্ন রকমের ভর্তা, পিঠা পায়েসের অর্ডার করছে। দাম ও মোটামুটি রিজনোবল। বাচ্চার জন্মদিন, আকিকা, বেবী সাওয়ার বা মিলাদ মাহফিলের জন্য প্রচুর অর্ডার হচ্ছে। এসকল ক্যাটারিং সার্ভিসের কোন প্রতিষ্ঠান কোন পত্র পত্রিকায় এ্যাড দেন না। তারা শুধুমাত্র অনলাইনে ব্যবসাটি চালাচ্ছেন ।

করোনাকালীন সময়ে অনেকের হাতে অনেক সময় থাকায় তারা প্রথম প্রথম খেয়ালের বসে, কখোনো পরীক্ষামূলক রান্নার বিভিন্ন আইটেম তৈরী করতে শুরু করেন। তারপর তারা প্রথমে নিজেদের মধ্যে এবং কমার্শিয়ালি শুরু করছেন। পরবর্তীতে এরাই ক্যাটারিং ব্যবসায় নেমেছেন। আগে শুধুমাত্র পরিচিত জনদের কাছ থেকে অনেকে ক্যাটারিং নিতেন। এখন জনসাধারন অনলাইনে গিয়ে তাদের সম্পর্কে জেনে এবং তাদের আইটেম যাচাই বাছাই করে তারপর অর্ডার করছেন ।

কুইন্সে বসবাসরত ফারাহ তাজ সাথী একজন রন্ধন শিল্পী। দীর্ঘদিন যাবত তিনি এ ব্যবসায় নিয়োজিত। তিনি বলেন, গতএক বছরে তিনি প্রচুর পরিমানে পিঠা সরবরাহ করেছেন। সাথে ঘর বানানো মিষ্টি। তবে মাঝে মাঝে তিনি সরিষা ইলিশ, খাসির রেজালা, মিক্সড ভেজিটেবল, চটপটি, মিষ্টির অর্ডার সরবরাহ করেছেন।

তিনি বলেন, বাঙালী ডিস তৈরী করতে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। খরচ ও প্রচুর। কিন্তু সেই অনুপাতে মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালকথা কম আসে। তবু ও চালিয়ে যাই। তিনি বলেন, 'আদি পিঠা ঘর' নামে আমার একটি ওয়েব পেজ আছে। ওখান থেকে অর্ডার আসে। তা ছাড়া অনেকে ফোনেঅর্ডার করেন। তবে আমি আমার কিছু নিজস্ব কাষ্টোমার তৈরী করেছি। তারা বেশী অর্ডার করে।'

কুইন্সের আর একজন ক্যাটারিং ব্যবসায়ী তানিয়া বলেন, গত এক বছরে আমি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্যাটারিং ডেলিভারীদিয়েছি। বিশেষ করে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে, থার্টি ফাস্ট নাইট, ফাস্ট অব জানুয়ারীতে ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়েছি। তিনি বলেন, আমি বাঙালী খাবারের পাশাপাশি পিঠা, মিষ্টি, চটপটি ইতাদি ডেলিভারী করেছি। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ভাল সাড়া পেলে আমি এ ব্যবসা অব্যাহত রাখব।

উল্লেখ্য, বাঙালীরা ইতিপুর্বে কাপড়, ঘর সাজানোর জিনষপত্র, বই, তৈজসপত্র ইত্যাদি অন লাইনে কেনা কাটা করত। গতবছর থেকে জোরে সোরে 'অনলাইনে ক্যাটারিং ব্যবসা' শুরু হয়েছে। দেশের মত এখানেও এর ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তাই অনেকেই এখন এ ব্যবসাকে অব্যাহত এবং বৃহত্তর পরিসরে করার কথা ভাবছে।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE
3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.
OUR SERVICES:
- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

তিন ইস্যুতে মাঠে নামছে বিএনপি

(প্রথম পাতার পর)

সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবিতে ফেব্রুয়ারি-মার্চজুড়ে মাঠে থাকবে দলটি। ইতোমধ্যে পাঁচ বিভাগীয় শহরে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও থাকছে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি। সমাবেশগুলোকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের শোডাউনের প্রস্তুতি চলছে। ৫ সিটির মেয়র প্রার্থীসহ কেন্দ্রীয় ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা গাড়িবহর নিয়ে সমাবেশে যোগ দেবেন। পথে একাধিক জায়গায় পথসভা করারও প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর থেকে বড় কোনো কর্মসূচি দেয়নি বিএনপি। এর মধ্যে করোনার কারণে কয়েক মাস সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড স্থগিতও ছিল। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় নতুন করে কর্মসূচি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি। এর অংশ হিসাবে ৫ ফেব্রুয়ারি পাঁচ বিভাগীয় শহরের ৬ সিটি করপোরেশনে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এসব সমাবেশে নেতাকর্মীদের সর্বোচ্চ উপস্থিতি দেখতে ছেয়েছেন দলটির নীতিনির্ধারকরা। এজন্য বিভাগীয় নেতাদের ইতোমধ্যে কেন্দ্র থেকে নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সমাবেশে ঢাকা থেকে গাড়িবহর নিয়ে যোগ দেবেন মেয়র প্রার্থীরা। পথে পথসভা করারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। সমাবেশ ছাড়াও নানা ইস্যুতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন রাজধানীসহ সারা দেশের মহানগর ও জেলায় বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করা হবে। জানতে চাইলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, সরকার সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ। দুর্নীতি, অনিয়ম, গুম-খুন এসব সরকারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে উঠেছে। এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে যারাই প্রতিবাদ করছে তাদের নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করা হচ্ছে। জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করে তারা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। গণতান্ত্রিক দল হিসাবে আমরাও নীরব থাকতে পারি না। তাই জনগণের অধিকার আদায়ে আমরা তৎপর আছি এবং থাকব। দলকে সংগঠিত করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এর অংশ হিসাবে আমরা বিভাগীয় শহরে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভবিষ্যতে আমাদের এ আন্দোলনকে আরও বেগবান করা হবে। আশা করি আমাদের দাবির সঙ্গে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করবেন।

বিএনপির একাধিক নীতিনির্ধারক জানান, দলের বিভাগীয় সমাবেশ হলে চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া যোগ দিতেন। যাওয়ার পথে পথসভা করতেন। এতে ওই সব অঞ্চলের নেতাকর্মীরা উজ্জীবিত হতেন। এখন খালেদা জিয়া শর্তের বেড়াজালে পড়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারছেন না। কিন্তু তৃণমূল নেতাকর্মীরা তাকে সব সময় অনুভব করছেন। তাই নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করতে পাঁচ বিভাগে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানে ঢাকা থেকে মেয়র প্রার্থীরা গাড়িবহর নিয়ে যোগ দেবেন। অনেকটা খালেদা জিয়ার 'রোডমার্চের' মতোই হবে। এতে সামনের সারিতে থাকবেন সিটির মেয়র প্রার্থীরা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুশৃঙ্খলভাবে হবে এসব কর্মসূচি।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৮ ফেব্রুয়ারি সমাবেশ হবে বরিশালে, খুলনায় ২৭ ফেব্রুয়ারি, রাজশাহীতে ১ মার্চ, ঢাকা মহানগর উত্তরে ৩ মার্চ এবং দক্ষিণে ৪ মার্চ। প্রথম সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল আজ (শনিবার) চট্টগ্রামে। কিন্তু একদিন আগে বৃহস্পতিবার রাতে এ সমাবেশ স্থগিত করা হয়। ২০ অথবা ২৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে সমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও চট্টগ্রামের সমাবেশ স্থগিত করা নিয়ে বিভাগীয় নেতাসহ সিটি মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্র জানায়, বিএনপি হাইকমান্ড মূলত মেয়র প্রার্থীদের সামনে রেখে সমাবেশ সফল করতে চাইছে। সে অনুযায়ীই বিভাগীয় নেতাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্র থেকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সর্বশেষ নির্বাচনে দলীয় কাউন্সিলর প্রার্থীদেরও সমাবেশগুলোতে যোগ দিতে বলা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে থাকবেন দলের স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য। সমাবেশকে সুশৃঙ্খল করতে মঞ্চে প্রধান অতিথি, সভাপতি ও ছয় সিটি মেয়র প্রার্থীসহ অল্প কয়েকজনকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

জানতে চাইলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশ নেওয়া ধানের শীষের প্রার্থী প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন বলেন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে। ফলে দেশে আরও হাজারটা নির্বাচন করলেও তা সুষ্ঠু হবে না। এজন্য জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে আন্দোলনের বিকল্প নেই।

চলতি মাসের প্রথম ১০ দিনে নানা ইস্যুতে দেশব্যাপী ইতোমধ্যে তিন দফায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি। ৪ মার্চ পর্যন্ত ছয়টি সমাবেশ ছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুতে আরও কর্মসূচি দেবে বিএনপি। এরই অংশ হিসাবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সাজা দেওয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরসহ সারা দেশের মহানগর ও জেলা সদরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি পালন করেছে। আজ (শনিবার) ঢাকাসহ দেশের সব মহানগর এবং আগামীকাল সব জেলা সদরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি রয়েছে। এছাড়াও ফেব্রুয়ারি-মার্চে রাজধানীসহ মহানগর ও জেলা সদরে আরও কর্মসূচি দেবে দলটি। মার্চের শুরুতে আবারও একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

করোনায় নষ্ট হয় শুক্রাণু

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণা এই উদ্বেগজনক তথ্য দিয়েছে। চলতি মাসে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী 'হিউম্যান রিপ্রডাকশান'।

সংক্রমণমুক্ত হয়ে ওঠার এক মাস পর কভিড রোগীদের বীর্য পরীক্ষা করে দেখেছিলেন গবেষকরা। যাঁদের বীর্য পরীক্ষা করা হয়েছিল, তাঁদের বয়স ৩০ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। এই বয়সী ৪৩ জনের বীর্যের নমুনা পরীক্ষা করে গবেষকরা দেখেছেন, অন্তত ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে কমে গেছে।

কম করে ২০ শতাংশের বীর্যের নমুনায় কোনো শুক্রাণুই পাওয়া যায়নি। গবেষকদের ধারণা, করোনা সংক্রমণের ফলে তাঁদের বীর্যে শুক্রাণু পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। বীর্যে কোনো শুক্রাণু না থাকলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় সেই রোগটিকে বলা হয় 'অ্যাজুস্পার্মিয়া'। গোটা বিশ্বেই অ্যাজুস্পার্মিয়া রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণা দেখিয়েছে, বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশই ভোগে এই রোগে।

এর আগে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বাড়ি বা আশপাশে প্লাস্টিক ও কীটনাশকের খুব বেশি ব্যবহার, কোনো যৌন রোগ বা সংক্রমণ, মানসিক চাপ, অবসাদ, শরীরের স্থূলতা, নিদ্রাহীনতা অথবা খুব বেশি সময় ধরে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে মজে থাকলে মানুষের বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা যথেষ্টই কমে যায়। নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, সংক্রমণমুক্ত হয়ে ওঠার মাসখানেক পর অন্তত ২০ শতাংশ কভিড রোগী অ্যাজুস্পার্মিয়ার শিকার হয়েছেন। গবেষণাপত্রটি জানিয়েছে, যাঁদের সংক্রমণ অল্প হয়েছিল তাঁদের বীর্যে শুক্রাণু পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনা তেমন ঘটেনি। কিন্তু যাঁদের সংক্রমণ খুব বেশি হয়েছিল, হাসপাতালে বা নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) যাঁদের বেশ কয়েক দিন কাটাতে হয়েছিল সংক্রমণমুক্ত হওয়ার জন্য, তাঁদের অনেকেই অ্যাজুস্পার্মিয়ার শিকার হয়েছেন।

তবে গবেষকরা অবশ্য জোর দিয়ে বলেননি করোনা সংক্রমণের জন্যই মানুষের বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা কমে গেছে। আসলে তাঁরা এ ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেননি। কারণ, সংক্রমণমুক্ত হওয়ার পর যাঁদের বীর্যের নমুনা তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, সংক্রমণের আগে তাঁদের বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা কত ছিল সেই তথ্য তাঁরা পাননি। তবে এটা তাঁরা দেখেছেন, সুস্থ, সবল মানুষের বীর্যে স্বাভাবিক অবস্থায় যতগুলো শুক্রাণু থাকা উচিত, সদ্য করোনামুক্ত হওয়া রোগীদের অনেকেরই বীর্যে সেই সংখ্যায় শুক্রাণু ছিল না। আর কিছুদিন আগেও তাঁরা বাবা হয়েছেন। ফলে কিছুদিন আগেও যে তাঁদের বীর্যে কোনো শুক্রাণুই ছিল না, তা কিন্তু নয়। এর থেকে গবেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, এই কভিড রোগীরা আগে অ্যাজুস্পার্মিয়ার শিকার হননি। হলে তাঁরা সন্তানের জন্ম দিতে পারতেন না। কিন্তু কভিড সংক্রমণমুক্ত হয়ে ওঠার এক মাস পরই তাঁদের বীর্যে কোনো শুক্রাণুর খোঁজ মেলেনি।

আন্দোলনের সূচনা হলো: ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

আয়োজন হলো। রিপাবলিকান সিনেটররাসহ অভিশংসন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ডেমোক্র্যাট নেতারা মনে করেন, চূড়ান্তভাবে সিনেট থেকে অব্যাহতি মিললেও অভিশংসন প্রক্রিয়ার আয়োজনের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প কম তিরস্কৃত হননি; এর প্রভাব সুদূর প্রসারীই হবে।

৬ জানুয়ারি কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনার জন্য ট্রাম্পকেই 'দোষী' মানেন সিনেটের রিপাবলিকান নেতা মিচ ম্যাককনেলও, যদিও তিনি গত শনিবার অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে অভিশংসনের বিপক্ষে রায় দেন। ৫৭-৪৩ ভোটে অভিশংসন থেকে ট্রাম্পের বেঁচে যাওয়ার পরপরই অবশ্য ম্যাককনেল বলেন, 'ক্যাপিটল হিলে সহিংস ঘটনার আগে ট্রাম্পের আচরণ ছিল অসম্মানজনক ও কান্ডজ্ঞানহীন। ওই দিন সহিংসতা উসকে দেওয়ার ঘটনায় তিনি নৈতিকভাবে দায়ী।'

তিনি এও বলেন, 'তবে যাঁরা তাঁর (ট্রাম্প) দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্য তাঁকে দোষী করছেন, তাঁরা লাখ লাখ ভোটারকেও অপমান করছেন। এটা দুঃখজনক বিচ্যুতি।'

ম্যাককনেল বলেন, 'সাত কোটি ৪০ লাখ আমেরিকান ক্যাপিটল ভবনে চড়াও হননি, হয়েছিলেন কয়েক শ দাঙ্গাকারী। সাত কোটি ৪০ লাখ আমেরিকান গুজব ও ক্ষোভ ছড়ানোর কারিগর ছিলেন না, ছিলেন একজন ব্যক্তি। মাত্র একজন।'

ট্রাম্পকে অব্যাহতির পক্ষে ভোট দিলেও নর্থ ডাকোটার রিপাবলিকান সিনেটর কেভিন ক্র্যামার তাঁর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'আমি মনে করি, অভিশংসন প্রক্রিয়াই ক্ষতির জন্য যথেষ্ট। কারণ জনগণ দেখছে কী কান্ডজ্ঞানহীন আচরণ তিনি সেদিন (ক্যাপিটল হিলে হামলা) করেছিলেন এবং কতটা অসংগত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন।' এই সিনেটর আরো বলেন, 'আমি মনে করি, এখানে যা হচ্ছে এখন (অভিশংসন প্রক্রিয়া) তার ভিত্তিতে তিনি (ট্রাম্প) আর সম্ভবত কখনো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চাইবেন না।'

ডেমোক্রেট নেতারা মনে করছেন, ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করতে রিপাবলিকান সাতজন সিনেটর ভোট দিয়েছেন। এটিও তাঁকে কম তিরস্কার করা নয়, যদিও এতে তাঁর ভবিষ্যতে হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পথ বন্ধ হচ্ছে না। সিনেটে অভিশংসন থেকে খালাস পাওয়ার পরপরই ট্রাম্পের দেওয়া বিবৃতিতেও সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। তাঁর 'মেক আমেরিকা গ্রেট' আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা একটি উজ্জ্বল ও অসীম সম্ভাবনার ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়ে উদ্ভাসিত হব।' তিনি বলেন, 'আমাদের সামনে অনেক কাজ।'

ক্যাপিটল হিলে নজিরবিহীন সেই হামলায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির সাতজন সিনেটরকে পাশে পেয়েছেন ডেমোক্রেটরা। তবে দরকার ছিল ১৭ জন রিপাবলিকানের সমর্থন।

সিনেটের অভিশংসন বিচার মূলত একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, ফৌজদারি বিচার নয়। প্রতিনিধি পরিষদে কোনো প্রেসিডেন্ট অভিশংসিত হলে তাঁকে পদ থেকে অপসারণের জন্য সিনেটেও দোষী সাব্যস্ত হতে হয়।

গত ৪ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত ট্রাম্প এরই মধ্যে তাঁর মেয়াদ শেষে হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিয়েছেন। ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী জো বাইডেন। এ কারণে সিনেটের ভোটে ট্রাম্প দোষী সাব্যস্ত হলেও তাঁর অপসারণের কোনো অবকাশ ছিল না। তবে ডেমোক্রেটরা আশা করেছিলেন, ট্রাম্প দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর পুনরায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথ রুদ্ধ হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

তবে সে চেষ্টায় সফল হতে পারেননি তাঁরা। ট্রাম্প আগামী ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একজন বৈধ প্রার্থীই বিবেচিত হবেন, যদি দল তাঁকে মনোনয়ন দেয়। ক্যাপিটলে হামলায় উসকানি দেওয়ায় গত ১৩ জানুয়ারি ট্রাম্পকে অভিশংসিত করে প্রতিনিধি পরিষদ।

ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ২০১৯ সালে একবার প্রতিনিধি পরিষদে অভিশংসিত হন ট্রাম্প। সেবারও সিনেটের ভোটাভুটিতে তিনি রক্ষা পান।

ভ্যাকসিন নিতে হাদিসের আলোকে যুক্তি

(প্রথম পাতার পর)

ইসলামিক স্কলার মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারী। আজ শনিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এ সম্পর্কে পোস্ট দেন। তার সেই হাদিসের আলোকে যুক্তিগ্রাহ্য পোস্টটি জন্য তুলে ধরা হলো।

'অসুস্থতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। অসুস্থ হলে যথাযথ চিকিৎসা নেয়া রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ। রাসুল (ﷺ) নিজে অসুস্থ হলে যেমনি চিকিৎসা গ্রহণ করতেন, ঠিক তেমনি কাউকে অসুস্থ হতে দেখলেও চিকিৎসা নিতে বলতেন। আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন: Ôআল্লাহ তাআলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেননি।" [সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর ৫৬৭৮]

আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন। এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহেরবানী। তাই, আমাদের প্রত্যেকের উচিত– ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, এই প্রতিষেধকটি গ্রহণ করা। বৈশ্বিক এ মহামারিতে আমরা আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং অনেক কাছের মানুষকে হারিয়েছি, বিচ্ছেদের সে ক্ষত এখনো শুকায়নি। তাই, নতুন করে আমরা আমাদের আর কোন প্রিয়জনদের হারাতে চাই না। তিনি আরও লেখেন, বাংলাদেশে দেয়া ভ্যাকসিনটির ব্যাপারে যতদূর জানতে পেরেছি, ভ্যাকসিনটি কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত এবং এখন পর্যন্ত তেমন কোন মেজর সাইড ইফেক্ট নেই। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী বিনামূল্যে করোনার টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাই, সবাই রেজিস্ট্রেশন করুন, ভ্যাকসিন নিন এবং নিরাপদে থাকুন।

মাস্ক পড়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার এবং ভ্যাকসিন নেয়ার পাশাপাশি, নিম্নে উল্লেখিত দোয়াটিও প্রতিদিন বেশি বেশি পাঠ করুন। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, রোগের সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ, আবার আরোগ্যদাতাও একমাত্র আল্লাহ। তাই সব ধরনের সাবধানতা, সতর্কতা এবং চিকিৎসা গ্রহণের পর, সুস্থতা কামনায় আমরা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার উপরই পূর্ণ তাওয়াক্কুল করব।

□বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আ্যুযুবিকা মিনাল বারাছ, ওয়াল জুনুন, ওয়াল জুযাম, ওয়া মিন সায়্যাল আসক্বাম। বাংলা অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট ধবল, কুষ্ঠ এবং উন্মাদনা সহ সব ধরনের কঠিন দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে পানাহ চাই। [সুনান আবু দাউদ, ১৫৫৪]

সবচেয়ে 'খারাপ' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, 'ভালো' ওবামা!

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই সেদেশের সবচেয়ে খারাপ ও বারাক ওবামাকে সবচেয়ে ভালো প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনে করেন। -পার্সটুডে, দ্য হিল

জরিপের ফলাফলে বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬ শতাংশ মানুষ ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করেছেন। একই জরিপে জনপ্রিয়তার দিক থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে ১৮ পয়েন্ট বেশি পেয়েছেন বারাক ওবামা। উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প সর্বশেষ নির্বাচনে ব্যাপক ভোটের ব্যবধা‡ন জো বাইডেনের কাছে হেরে যান। এরপর নানা বিতর্কিত ও উসকানিমূলক পদক্ষেপ নেন। এর ফলে নির্বাচনের পর তার জনপ্রিয়তায় আরও ধস নামে।

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ২৪ লাখ

(প্রথম পাতার পর)

আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়ার হার ৯৭ শতাংশ এবং মারা যাওয়ার হার তিন শতাংশ। বর্তমানে আক্রান্তদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে ৯৮ হাজার ছয়শ ৮৬ জন এবং বাকিদের অবস্থা স্থিতিশীল।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে সবার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সে দেশে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে দুই কোটি ৮১ লাখ ৯৬ হাজার নয়শ ৬৪ জন এবং মারা চার লাখ ৯৬ হাজার ৬৩ জন।

কর্মসূচি পন্ডে নুরুল

(প্রথম পাতার পর)

আক্রমণ বাঙালী সইবে না। একুশের কর্মসূচি সফল করতেই হবে। অন্যদিকে প্রশাসনের অন্দরমহলে কর্মসূচি ঠেকানোর প্রস্তুতি। কারণ তারা একুশ নিয়ে ভীত ও আতঙ্কিত। ওইদিনটি সামনে রেখে তৎকালীন পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি এমনই ছিল।

'একুশের দিনলিপি' গ্রন্থে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক লিখেছেন, ১৫ ফেব্রুয়ারী অনেকটা আগের মতোই। তবে এদিনের বড় ঘটনা হলো-শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। উদ্দেশ্য যাতে ভাষাসংগ্রামীদের সঙ্গে শেখ সাহেবের যোগাযোগ না হয়।

আগের কিস্তির দিনলিপিতে এ ঘটনার প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের জের ধরে বলা হয়েছে সংবাদপত্র ও ব্যক্তিবিশেষের সূত্রে ফরিদপুরের পথে নারায়ণগঞ্জে দু'একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে শেখ সাহেবের সাক্ষাৎ ঘটেছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচি পন্ড করতে নুরুল আমীন ও তার প্রশাসনের চেষ্টা ছিল বহুমুখী। কারণ একুশ নিয়ে তারা ভয় ও আতঙ্কে ছিল। প্রশাসনের অন্দরমহলে 'সাজো সাজো' রব। সে প্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল। সরকারবিরোধী ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার'কে তালাবদ্ধ করতে পেরে অনেকটা স্বস্তিতে নুরুল আমীন ও তার প্রশাসন।

এ সাফল্যের ঢেউ বঙ্গোপসাগর থেকে দ্রুতই আরব সাগরের তীরে করাচি বন্দরে পৌঁছে যায়। করাচির সংবাদপত্র মহলকে তা যথারীতি স্পর্শ করে। শাসকপন্থি দৈনিক পত্রিকা 'ডন' তাতে মহাখুশি। কারণ ক্ষমতা ধরে রাখতে দমননীতির বিকল্প নেই। কিন্তু তারা রাজনৈতিক ইতিহাসের এ সত্য মনে রাখেনি যে, 'রাজনৈতিক দমননীতি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।' কথাটা অবশ্য পরে কিঞ্চিৎ বুঝে ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান।

মুসলিম লীগের সাড়ে চার বছরের দুঃশাসনে পূর্ববঙ্গ ক্ষুব্ধ, সমাজ চঞ্চল। ১৯৫২ ছাত্রমহলে শুকনো বারুদের মতো বিস্ফোরক। দরকার একটি অগ্নিকণা।

প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ২৭ জানুয়ারী তার বক্তৃতায় সেটাও জুগিয়ে দিয়ে গেছেন ঢাকায় এসে। তাই চলছে একুশের কর্মসূচি সফল করার প্রস্তুতিপর্ব। ছাত্র যুব নেতারা ব্যস্ত। ব্যস্ত কর্মীরাও। সব চোখ একুশের দিকে। কেমন হবে সে সমাপনী? সে প্রশ্ন সবার মনে।

৯ বছর পর এমন লজ্জা পেল বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

পর আবারো দেশের মাটিতে টাইগাররা পেল হোয়াইটওয়াশের লজ্জা। সর্বশেষ ২০১২ সালে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছেই দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজে সর্বশেষ হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল টাইগাররা।

ওই হোয়াইটওয়াশ সিরিজের পর দেশের মাটিতে বাংলাদেশ ১৩টি সিরিজ খেলেছে। এরমধ্যে চারটিতে পরাজিত হতে হয়েছে। তবে সিরিজ হারলেও হোয়াইটওয়াশ হতে হয়নি। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচের সিরিজ ১-০ ব্যবধানে হারে বাংলাদেশ। লঙ্কানদের কাছে একই ব্যবধানে দুই বার। এছাড়া আফগানিস্তানের কাছে এক ম্যাচের সিরিজে হারে বাংলাদেশ। এই সময়ে মধ্যে তিনটি সিরিজে জয় পায় বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের সিরিজে জিম্বাবুয়েকে বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দুই ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ ও জিম্বাবুয়েকে এক ম্যাচে সিরিজে হারায় টাইগাররা। আর ৬টি সিরিজ ড্র হয়। আজ মিরপুর শেরে বাংলায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ১৭ রানে হেরে আবারও এই লজ্জা পেল মুমিনুল বাহিনী।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

(শেষের পাতার পর)

বীরউত্তম' খেতাব কেড়ে নেয়ার অওয়ামী লীগ সরকারের নির্লজ্জ অপচেষ্টা আর রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা সহ প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছুই নয়। নেতৃবৃন্দ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ জানানোর সময় সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশী হামলা ও গ্রেফতারের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। এমন আচরণ স্বৈরাচারকেও হার মানিয়েছে। নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের স্বার্থে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরের খেতাব কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতিদানকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিলন্টন, সাবেক সহ সভাপতি সামসুল ইসলাম মজনু, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, যুবদল নেতা রেজাউল আজাদ ভূইয়া, শেখ হায়দার আলী প্রমুখ।

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৬৫ স্ট্রীটে এক বেডরুমের সেকেন্ড প্লোর বাসা ভাড়া হবে ১ মার্চ থেকে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫২-৯৫০০ অথবা ৭১৮-৪৭৮-৭০০০
ফে-১৫/২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ৮৭ ড্রাইভ ও ১৩৯ স্ট্রীটে রেনোভেটেড ১ বেডরুম, বিগ লিভিংরুম ও ডাইনিং-এর সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩ মিনিটের দূরত্ব। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫
ফে-১৫/২২

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না, আমরাই জীবনকে জটিল বানাই। আপনার বর্তমান জীবন যাত্রা যাই হোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যোগাযোগ: ৭১৮-৫২৪-৯৭৭৭
e-mail: everlybrown@yahoo.com
ফে-১৫/২

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে এ এবং জে ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে ৯১ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রীটের কর্ণারে মনোরম পরিবেশে তিন বেডরুমের একটি বাসা ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২২৩-৩২২৩ অথবা ৬৪৬-২৬৬-২৬০৯
জা-২৫/ফে-০১

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার কন্ডোমিনিয়ামে একটি এক রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ নজরুল। ফোন: ৩৪৭-২৬১-৮১২১
এইচ-জা-১৮

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনুভেটেড ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং এবং এক বাথরুম-এর বাসা ভাড়া হবে। কুইন্স বাউন্ড এ ট্রেন গ্র্যান্ড এভিনিউ এবং ৭ ও ৮ বিকিউ বাস স্টপেজ, পিএস ২১৪ আর গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি। ভাড়া ১৮০০ ডলার (গ্যাসবিল সহ)। যোগাযোগ: মজুমদার। ফোন: ৬৪৬-৪৩১-৬০৭১
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৩ স্ট্রীটে নতুন রেনোভেটেড ৪ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে কাছাকাছি। ফোন: ৭১৮-৬০৭-৯৫৫১ অথবা ৩৪৭-৮৭০-০৭৪০
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১০৯ এভিনিউ এবং ভ্যান উইক বুলেভার্ডে নতুন রেনোভেটেড এক বেডরুম, একটি লিভিং রুম, বাথরুম ও পৃথক কিচেন-এর বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। ২ অথবা ৩ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৭৮-১৮৮৬
জা-১৮/২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ৩৯-২৫ ২৪স্ট্রীট এলআইসি-তে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
জা-১৮/২৫

রেষ্টুরেন্ট সেল

জ্যামাইকার ১৬৮-১৮ জ্যামাইকা এভিনিউর খুব ব্যস্ত এলাকায় ফুললি ইকুইপড টার্ন কি ওপারেশন রেষ্টুরেন্ট বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৫২৬-৪৩৩৬
জা-১৮/২৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টর একটি রুম সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ওয়ান ফিমেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
জা-১৮-২৫

১ বেডরুম কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন ইউনিয়ন পোর্ট রোডে বাঙালী গ্রোসারী, মসজিদ এবং ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভালো ইনকাম এবং ক্রেডিট থাকতে হবে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৮-১৮৩৫ (সকাল-১০ টা-রাত ৯ টা)

২ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

পার্কচেস্টার বাঙালী মার্কেট সংলগ্ন ,খলিল বিরিয়ানীর উল্টোদিকে ২ বেড রুমের একটি কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার। যোগাযোগ: হাবিব রহমান। ফোন: ৩৪৭-২৮০-৪২৯০

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগ: ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফর্মে পার্ট টাইম কাজ করার জন্য পুরুষ অথবা নারী কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
ফে-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যাম্যাইকায় অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে, এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৬, কিউ-১১ বাস। জেএফকে এয়ার পোর্টের নিকট রকওয়ে বুলেভার্ড ১২৯ এভিনিউ, ১৫৪ ষ্ট্রিট দৌতলায় নতুন রেনোভেটেড তিন বেডরুম, দুইবাথ রুম, বড় লিংভিং রুম, বড় কিচেন, ফ্রি পার্কিং সহ ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: খন্দকার জাকির হোসেন। ফোন: ৩৪৭-৫৩৬-০১০৯, অথবা ৭১৮-৫৫৮-৪৩৪৭
জা-০৪

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

বাসা ভাড়া

জ্যাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফার্স্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্তর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় E, J, LIRR, Air Train এর নিকটে 107 Ave. এবং Inwood St. এ প্রাইভেট হাউজের দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং রুম, বেলকনি ও কিচেনসহ ১লা জানুয়ারি থেকে বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৫৮-৪২৮৪।

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

বাসা ভাড়া

কুইন্সের মনোরম পরিবেশে নিউ রেনোভেটেড ওয়াইড বেসমেন্টের এক বেডরুম, লিভিং রুম ও কিচেন সহ বাসা জানুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। সাইড এন্ট্রেন্স আছে। বাসার কাছেই ব্যাংক আর লং আইল্যান্ড রেলরোড। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৮৩-৫৬৩৭
জা-১১/১৮

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

গ্যাস ষ্টেশনে আবশ্যক

জর্জিয়ার ছোট শহর সাইলোর একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করার জন্য একজন কর্মী প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। যোগাযোগ: ফয়জুল কবির।
ফোন: ৭০৬-৯৭৭-৯১০৬
ফে-০১/০৮

বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদের এডভাইজারী বোর্ডের একটি চেয়ারম্যানও ৮টি সদস্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ধার্মিক, শিক্ষিত ও রিসোসফুল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। অবৈতনিক এই পদগুলো তাদের জন্য যারা মসজিদ ও আল্লাহর জন্য নি:স্বার্থভাবে কাজে আগ্রহী। যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫ অথবা ৬৪৬-৬৮৪-৮৭৬২
ফে-১৫/২২

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সাবওয়ের লাস্ট স্টপ সংলগ্ন অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে তিন তলার ৩ বেডরুম, ২ বাথরুমের বড় এপার্টমেন্টে পরিবারের সাথে থাকার জন্য একজন ব্যাচেলার অথবা স্বামী-স্ত্রী'র কাছে ফার্নিসড রুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন

ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ স্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

আগে দরকার টীকাদানের একটা

(শেষের পাতার পর)

নামাজ বন্ধ জানাযা নিয়ে তুলকালাম, হাসপাতাল রোগী নেয়না মা'কে ফেলে রেখে ছেলে উধাও, কবরস্থানে লাশ দাফন হবে না গার্মেন্টসকর্মীরা কেন ঢাকায় এলো- আরও কত কেরিক্যাচার! আবার দেখা গেল মাস্ক স্যানিটাইজেশন স্বাস্থ্য সুরক্ষার বালাই নাই- সব চলছে ফ্রি স্টাইল! এভাবেই পার করে দিলাম পুরো করোনাকাল! চীজ বটে আমরা! ফাঁকে সাহেদ সাবরিনা কালামরা শত শত কোটী টাকা কামিয়ে ফেললো! করোনার কল্যানে দেশে আমরা কয়েক শ' নতুন কোটীপতি পেয়ে গেলাম!

এবার ভ্যাকসিন নিয়েও দেখছি তেমনি এক 'গড়ে হরিবোল' অবস্থা! কার টীকার প্রয়োজন কার দরকার, কার এখনই না নিলে চলে কার একেবারেই নেওয়া যাবে না- কোন যাচাই বাছাই নাই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে টীকার ওপর। কাল থেকে ফেসবুকে অনেককেই দেখলাম অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে এখনও শিডিউল না পাওয়ায় অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন। কেউ টীকা দিয়ে এসে সেলফি দিচ্ছেন। কেউ লাইভ ভিডিও দেখাচ্ছেন। পত্র পত্রিকা মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার হচ্ছে কাল অতজন আজ ততজন টীকা নিয়ে নিয়েছেন। এর মধ্যে কাল প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া ঘোষনা দিয়েছেন এখন থেকে আর রেজিস্ট্রেশন লাগবে না, এনআইডি দেখিয়েই টীকা নেয়া যাবে।

খুবই একটা ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে টীকা নেবে কারা বা দেওয়া হবে কাদেরকে। একটা ক্রাইটেরিয়া বলে দেওয়া হয়েছে- বয়স চল্লিশের ওপর হলেই হলো। বুঝলাম। চল্লিশের ওপর বয়স হলে চাইলেই টীকা দিয়ে দিতে হবে, কিন্তু দেখা হবেনা তার আদৌ এখনই টীকা নেওয়ার দরকার আছে কিনা! অনেকে এখনও ভালমত জানেই না টীকাটা আসলে কি জন্য। এটা কি রোগ-ব্যধি সাড়ানোর কোন অষুধ- যেমন জর-জারিতে প্যারাসিটামল খেলে ভাল হয়ে যায়, তেমনি এই টীকা নিলে করোনা রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে! সাধারনভাবে একটা ধারনা, টীকা নিলে করোনায় ধরবে না। সেটাই বা আসলে কতটুকু ঠিক। তারপর, সবারই কি এখনই টীকা নেওয়াটা এ কেবা রেই আবশ্যক!

যেটা দরকার ছিল- টীকাদান কর্মসূচী শুরুর আগে পুরো বিষয়টা জনসমক্ষে পরিষ্কার করা। একটা নীতিমালা তৈরী করা। শুধু বয়স না, কাদের নেওয়া উচিত কাদের উচিত না তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া। সর্বোপরি এই টীকা প্রকৃতপক্ষে কি কাজ করবে তাও ব্যখ্যা করা। সব কিছু নিয়ে ব্রিফিং দেওয়া। এবং গনমাধ্যমে তা ব্যপকভাবে প্রচার করা। আমরা কি দেখলাম! সেই শুরুর সময়কালের মত- টীকা এলো, আর তা দেওয়া আর নেওয়ার জন্য সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো!

এই টীকা সম্পর্কে এতদিন বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে যা জেনেছি, মোটামুটিভাবে তা হচ্ছে- ১) এ জিনিষ করোনা সাড়ানোর কোন দাওয়াই না। টীকা নিলে করোনা রোগী ভাল হয়ে যাবে না। ২) এই টীকা মানব দেহে করোনা ভাইরাসকে ফাইটআউট করতে পারে এমন এন্টিবডি তৈরী করবে। ৩) টীকা নেওয়ার পরও কেউ করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন। তবে যদি ইতিমধ্যে তার শরীরে এন্টিবডি তৈরী হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তিনি অসুস্থ হবেন না, কিন্তু তার মাধ্যমে অন্যের মাঝে ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। ৪) যারা হাই ডায়াবেটিস বা কিছু নির্দিস্ট রোগে ভুগছেন তাদের জন্য এই টীকা ক্ষতির কারন হতে পারে। ৫) এই টীকা গ্রহনের মাধমে তৈরী হওয়া এন্টিব ডির মেয়াদ ৩ থেকে ৬ মাস হতে পারে। ৬) যাদের দেহে প্রাকৃতিকভাবেই এন্টিবডি তৈরী হয়ে আছে তাদের এখনই টীকা নেওয়ার দরকার নাই। এবং সর্বোপরি ৭) টীকা নিলেও মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

ইউরোপ আমেরিকায় র‍্যাঙ্কেনফাইলে টীকা দেওয়া হচ্ছে। পারলে ঘরে ঘরে গিয়ে দিয়ে আসে। ওসব দেশের পরিস্থিতি আমাদের থেকে ভিন্ন। সেখানে দ্বিতীয় ঢেউ বেসামাল হয়ে উঠছে। সাধারনভাবে শীতের দেশের মানুষের গড় ইমিউন দুর্বল। নানা কারনে দেহে এন্টিবডি তৈরী হতে পারে না। ফলে বাড়তি সংক্রমন ঠেকাতে বাছ বিচার না করেই সেখানে টীকা দেয়াটা জরুরী হয়ে উঠেছে। আমাদের এখানে মানুষের উল্টো অবস্থা। তাছাড়া আমরা প্রথম ঢেউ কাটিয়ে উঠতে চলেছি। সাবধানতা অবলম্বন করলে সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউও ঠেকিয়ে দেওয়া যাবে। এ অবস্থায় এখানে গয়রহ টীকা দেওয়ার যৌক্তিকতা কতটুকু তা নিয়ে প্রশ্ন তো উঠবেই। সবচেয়ে বড় কথা যার শরীরে ইতিমধ্যেই এন্টিবডির উপস্থিতি বিদ্যমান তারও কি টীকা নেওয়া দরকার আছে!।

এটা ঠিক, এই টীকা রক্ষণাবেক্ষন একটি ঝামেলার কাজ। তাছাড়া টাইম সেন্সিবিলিটিরও ব্যপার আছে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যদি না রাখা যায় বা মেয়াদশেষে এর কার্যকরিতা শেষ হয়ে যাবে। এরপর তা গার্বেজ করতে হবে। এই বিবেচনায় টীকার ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে যাকে পাও তাকেই দিয়ে দাও- এমন নীতি নেয়া হয়েছে কিনা আমার জানা নাই, তবে স্বাস্থ্য সুরক্ষার দৃষ্টিকোন থেকে যাচাই বাছাই করেই টীকা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এর জন্য প্রতিটি বুথে টীকা দেওয়ার আগে এন্টিজেন টেস্ট অর্থাৎ ওই লোকের আদৌ এখনই টীকা নেওয়া দরকার আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এছাড়াও নিশ্চিত হওয়া দরকার টীকা তার জন্য ক্ষতির কারন হয়ে উঠবে কিনা। সবচাইতে বড় কথা টীকা দানের একটা নীতিমালা থাকা উচিত। এভাবে ফ্রিস্টাইল বা গয়রহ ভ্যাক্সিনেশন আর একটা ভ্যাজাল বাধিয়ে দেয় কিনা, সেটাই শংকা!

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটস। সেলসিয়াসের হিসাবে ১৩ ডিগ্রি হিমাঙ্কের নীচে। এককাপ চা বানিয়ে চুমুক দিতেই ফোন বেজে উঠলো।

* কেমোন আছো, সবাই ভালোতো?

- হ্যাঁ আছি।

* তা শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প খালাস পেয়েই গেলেন। এবারও তাঁর কিছু করা গেলনা।

- এবার যায়নি, এরমানে যাবেনা তাতো নয়।

* কিন্তু তিনি খালাস পেলেন কি করে। দেশে আইন কানুন কি নেই। এত বড় ঘটনা ঘটালেন। ৫জন মানুষ মারা গেল ভাবা যায়। এই কি রাজনীতি!

-ঠিক বলেছো। এটাই রাজনীতি। পৃথিবীর সর্বত্র রাজনীতির সংজ্ঞা কিন্তু একি! জনগন, গনতন্ত্র এনিয়ে কজন রাজনীতিবিদ ভাবেন বলোতো?

* হুম। কিন্তু এটাতো কোন তৃতীয় বিশ্বের দেশ নয়। এখানে যদি এমোন হয় তাহলে মানুষ ভরসা রাখবে কোথায়? যারা এতে ভূমিকা রাখার কথা সেই লীডাররাই দেখলাম নিলর্জ্জের মতো ট্রাম্পের খালাস পাওয়ার পক্ষে ভোট দিলেন।

- এই লীডাররাইতো মূল সমস্যা!

* আসলে স্পিকার প্যালোসি সঠিক বলেছেন কাপুরুষের দল!

- গায়ে লাগেনি। চামড়া এতো মোটা আর পুরো যে ওসব কাতুকুতু কাজ দেবেনা।

* আচ্ছা, সিনেটর ম্যাককণেল মহোদয়ের বক্তব্য শুনেছো? ভদ্রলোক নট গিল্ডি হিসাবে ভোট দিয়ে সিনেটে কি জ্বালাময়ী বক্তব্য দিলেন।ট্রাম্পের নিন্দা করলেন।ট্রাম্প নৈতিক বাস্তবিক দোষী বললেন।ট্রাম্পের ফৌজদারি আদালতে বিচার করার কথা বললেন। আসলে তিনি নিজে কোনটা যে চান শুধু সে কথাটাই বললেন না।

- শোন মিঃ ম্যাককণেল মেজোরিটি লীডারের পদ হারিয়ে এখন সম্পূন্ন হতাশ। তিনি কি বলেন এবং
কি করেন এটা বুঝা মুশকিল। তাঁরা এখন নিজেদের বাঁচাতে মরিয়া।ট্রাম্পকেও চটাতে চাননা। কারণ ভোটের মাঠে বন্দুক রাখতে হবে ট্রাম্পের ঘাড়েই।

* ট্রাম্প রিপাবলিকান কোন নেতাকে পাত্তা দেন বলে আমার মনে হয়না। ট্রাম্প রিপাবলিকান নেতৃত্বকে তোড়াই কেয়ার করেন।

- কেন করবেন? তিনি জানেন এসব মেরুদন্ড হীনদের দরকার তাঁকে। তাঁর এদের কাউকে প্রয়োজন
নেই। রিপাবলিকান পার্টির এখনও ট্রাম্পই একমাত্র নেতা।

* ঠিক বলেছো। আচ্ছা ট্রাম্প কি ২০২৪ সালে আবার নির্বাচন করবেন, মানে করতে পারবেন?

- এর উত্তর এখন বলা মুশকিল। অভিশংসনের দন্ড থেকে রেহাই পেলেই সব শেষ হয়ে গেছে বিষয়টি কিন্তু এমোন নয়। এখনও তাঁর বিরুদ্ধে জর্জিয়া ও নিউইয়র্ক রাজ্যে ফৌজদারি তদন্ত চলমান আছে। এছাড়া ৬ জানুয়ারী ক্যাপিটল হিলে সশস্ত্র হামলা ও অভ্যুত্থান ঘটনার ফেডারেল তদন্ত চলছে। সব মিলিয়ে আগামী দিন ট্রাম্পের জন্য কঠিন এমোনটা বলা যায়।

* কাল হাউস ম্যানেজারদের বিশেষ করে কংগ্রেসম্যান জ্যামি রাসকিনের জন্য খুবই খারাপ লেগেছে। তিনি ও তাঁর দল এতো পরিশ্রম করে এই অভিশংসনের মামলার আদোপ্যান্ত সিনেট আদালতে উপস্থিত করলেন। যা কিনা মাত্র কয়েক মিনিটের পার্টি লাইনের ভোটে বিফলে গেল!

- যে যাই বলুক মিঃ রাসকিন এখন আমেরিকান হিরো। রাতারাতি তিনি তারকা খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। হাউসের প্রসিকিউশর পুরো দলটাই দূর্দান্ত ছিল বলা যায়। তবে কংগ্রেসম্যান রাসকিন ডেমোক্রাট দলের আগামী দিনের নেতা নিসন্দেহে।

* একদম খাঁটি কথা। এমোনটাই হওয়া উচিত। শনিবার দেয়া স্পিকার প্যালোসির বক্তব্যে ক্ষোভ থাকলেও তাঁর বক্তব্য চমৎকার ছিল। সিনেটর চাক শুমারও বলেছেন,ট্রাম্পের পক্ষে যারা ভোট দিয়েছে জাতি তাঁদের বেঈমানি ভুলবেনা।- অবশ্যই এদের নাম ইতিহাসে কালো অক্ষরে লেখা থাকবে।

* তবে ধন্যবাদ দিতে হয় অভিশংসনের পক্ষে ভোট দেয়া অকুতোভয় ৭ রিপাবলিকান সিনেটরদের। তাঁরা দেশ জাতি ও নিজের বিবেকের দায়বদ্ধতা থেকে যে মহান কাজটি করেছেন তাঁর জন্য।

- অভিশংসনের মূল বিচায্য বিষয় ছিল নীতি নৈতিকতার। একজন প্রেসিডেন্ট সর্বোত ভাবে দেশের
সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে থাকেন। এখানে কথা হচ্ছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর শপথ ভঙ্গ
করেছেন। সিনেটরদের কাজও অনেকটা একই রকম।
শনিবার যারা ট্রাম্পকে রক্ষায় ভোট দিলেন তাঁরাও কিন্তু নিজেদের শপথ রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন। গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য তারাও শপথ নিয়েছিলেন। সিনেটের বিচার ছিল সত্য ও
মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করার।

* বিচারে খালাস পাওয়ার পর ট্রাম্প দেখলাম বেশ উৎফুল্ল।

- ভেতরের খবর কিন্তু ভিন্ন ট্রাম্প এখন উদ্বিগ্ন ফৌজদারি অভিযোগের ভয়ে।

* আচ্ছা, মিঃ জুলিয়ানীর খবর কি? তাঁর কোন কথা শোনা যাচ্ছে না।

- তিনি নিজে এখন মামলার ভারে নূজ। এখন হয়তো নিরালায় বসে বসে আফসোস করছেন।
কি করলেন! আমও গেলো ছালাও গেলো! (চলবে)

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।

যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।

ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫

ডি-১৪/২১

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯

৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

ফুলটাইম মহিলা নেনী

কর্মজীবি মা ফুলটাইম মহিলা নেনী/নেনীসিটার খুঁজছেন। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং (কুইন্স) এলাকায় মেঝিন বাড়িতে মেতলা-সহ থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

বিস্তারিত তথ্য বা সাক্ষাৎকারের জন্য কল্/টেক্সট:

347-766-6412

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরেছেন সেনাবাহিনী প্রধান



ঢকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে শুক্রবার (১২ ফেব্রুয়ারী) সকাল ১০টায় দেশে ফিরেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজীজ আহমেদ। আমেরিকান সেনাবাহিনী প্রধানের আমন্ত্রণে গত ২৯ জানুয়ারী তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। সফরকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপ্রধানসহ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। খবর আইএসপিআর। গত ২ ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনী প্রধান ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



সাংবাদিক শাহীন রেজা নূরের ইন্তেকাল প্রধানমন্ত্রীর শোক

হককথা ডেস্ক: দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক বার্তা এবং কার্যনির্বাহী সম্পাদক শাহীন রেজা নূর ইন্তেকাল করেছেন। শনিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে কানাডার ভ্যাংকুভার হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয় (ইন্না লিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন কোলন ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিলো ৬৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী খুরশিদ জাহান সহ দুই পুত্র সৌরভ রেজা নূর ও আবির রেজা নূর এবং ৭ ভাইকে রেখে যান। তিনি শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের ৮ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান। তার সাত ভাই হচ্ছেন-শামীম রেজা নূর, ফাহিম রেজা নূর, নাসিম রেজা নূর, সেলিম রেজা নূর, শাহীদ রেজা নূর, জাহীদ রেজা নূর এবং তৌহিদ রেজা নূর। শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে কানাডা ও নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রধানমন্ত্রীর শোক: সাংবাদিক শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এক শোক বার্তায় তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গণআন্দোলনে শাহীন রেজা নূরের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সেই সাথে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শাহীন রেজা নূরের জন্ম ১৯৫৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, মাগুরা জেলার শালিখা থানার শরশুনা গ্রামে। পিতা শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন এদেশের সাংবাদিকতা জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক বার্তা ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর সদস্য ও তাদের এ দেশীয় দোসর আলবদর ও আল শামসদের সহযোগিতায় যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ শুরু হয়, তার নির্মম শিকার হন সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন। শাহীন রেজা নূরের মা বেগম নূরজাহান সিরাজী ছিলেন একজন গৃহিণী। সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর ১৯৭২ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে বার্তা বিভাগে অনুলিপিকারের চাকরি গ্রহণের মধ্যদিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৭৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দেন। দীর্ঘকাল তিনি ইত্তেফাকের সাথেই জড়িত ছিলেন। ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে দৈনিক ইত্তেফাকের শিক্ষানবিশ সহ-সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৮১ সালে কমনওয়েলথের উদ্যোগে সাংবাদিকতার ওপর আয়োজিত বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে তিনি মালয়েশিয়াতে যান। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে আবার ইত্তেফাকে কাজ শুরু করেন। সেই থেকে একটানা ১৬ বছর ইত্তেফাকে সাংবাদিকতা করার পর ১৯৮৮ সালে তিনি কানাডায় অভিবাসী হন। সেখানে মন্ট্রিয়াল থেকে বাংলা সাপ্তাহিক 'প্রবাস বাংলা' প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তাছাড়া ইমিগ্রেশন ল'ইয়ারদের সঙ্গেও অনুবাদকের কাজ করেন। কানাডা থেকে দেশে ফিরে আবার দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দেন। দৈনিক ইত্তেফাকে তিনি নির্বাহী সম্পাদক থাকা অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি প্রথমে মন্ট্রিয়লে পরে ভ্যাংকুভারে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি বাংলাদেশে 'প্রজন্ম একাত্তর' সংগঠনের সভাপতি ছিলেন এবং তিনি জামায়াত নেতা আলী আহসান মো. মুজাহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে অন্যতম সাক্ষীও ছিলেন।

মরহুম শাহীন রেজা নূরের মরদেহ কোথায় দাফন করা হবে, তা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে মরদেহ বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হলে কানাডাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে ওটোয়াস্থ হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান জানিয়েছেন।

ড. খলিলুর রহমান বলেন, তাঁর বাবা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং দেশ গড়ার ক্ষেত্রেও তার অবদান অনেক। হাই কমিশনার তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক: শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের ছেলে ও দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক বার্তা সম্পাদক শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন।

এক শোক বার্তায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শাহীন রেজা নূরের মৃত্যুতে বাঙালী জাতি একজন দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অধিকারী ব্যক্তিত্বকে হারালো। ড. মোমেন শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। **আমির হোসেন আমুর শোক:** সাংবাদিক শাহীন রেজা নূর -এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য, ১৪ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র আমির হোসেন আমু এমপি। এক শোক বার্তায় আমির হোসেন আমু বলেন, 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গণআন্দোলনে শাহীন রেজা নূরের অবদান অবিস্মরণীয়। তার মৃত্যুতে জাতি একজন গুণী ব্যক্তিকে হারালো।

নূরে আলম সিদ্দিকীর শোক: এক বার্তায় গভীর শোক জানিয়েছেন স্বাধীনতার অন্যতম সংগঠক ও প্রাক্তন ছাত্রলীগ ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক নূরে আলম সিদ্দিকী। তিনি বলেন, শাহীন রেজা নূরের মতো সত্যনিষ্ঠ, গভীর দেশপ্রেম ও সামাজের প্রতি এমন দায়বদ্ধ সাংবাদিক এই সময়ে বিরল। কীর্তিমান এই যোগ্য মানুষের মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিতে গণআন্দোলনে শাহীন রেজা নূরের ভূমিকা জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে। নূরে আলম সিদ্দিকী তার আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

বাক স্বাধীনতা বলতে নিরঙ্কুশ কিছু নেই: জয়



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউরোপীয় দেশগুলোর অনুকরণে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তৈরি করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, 'কোনও দেশেই বাক স্বাধীনতা বলতে নিরঙ্কুশ কিছু নেই। কারও ক্ষতি করার অধিকার আপনার নেই।' বৃহস্পতিবার (১১ ফেব্রুয়ারী) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে জয় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সমালোচনা বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সজীব ওয়াজেদ জয় লিখেছেন, ফ্রান্সে অনলাইনে এক পোস্টের মাধ্যমে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রধান সারির এক রাজনৈতিক নেতাকে বিচারের সম্মুখিন করা হয়েছে। আমরা ফ্রান্স ও জার্মানির মতো (যেখানে হেট স্পিচ, হলোকাস্ট ডিনায়েল নিষিদ্ধ) ইউরোপীয় দেশের আদলে আমাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তৈরি করেছি। তিনি বলেন, যারা আমাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে অভিযোগ করে আসছেন তাদের উচিত তাদের পশ্চিমা প্রভুদের কাছে কান্নাকাটি বন্ধ করা। কারণ সেই বেশিরভাগ পশ্চিমা প্রভুর দেশে একই ধরনের আইন রয়েছে। পোস্টে তিনি বিবিসি'র একটি প্রতিবেদনের লিংক শেয়ার করেন। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিহাদি গ্রুপ ইসলামিক স্টেটের হত্যাযজ্ঞের ছবি পোস্ট করায় সম্প্রতি ফ্রান্সের কট্টর ডানপন্থী নেতা মারিন লু পেনকে বিচারের সম্মুখিন করা হয়েছে। হেট স্পিচ সংক্রান্ত আইন ভাঙার অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। যদিও আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে সমালোচনা করেছেন তিনি।

বিবিসির প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়, ২০২২ সালে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লু পেনকে ডানপন্থী দল দ্য ন্যাশনাল র‍্যালির একজন সম্ভাবনাময় প্রার্থী ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করা হচ্ছে।

কানাডায় বাংলাদেশীদের ডাটাবেস তৈরির কার্যক্রম শুরু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডায় বাংলাদেশী অভিবাসীদের ডাটাবেস তৈরির কার্যক্রম শুরু করেছে অটোয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস। কানাডায় কত জন বাংলাদেশী-কানাডিয়ান আছে, তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যা নেই। গত ৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার থেকে এই নিবন্ধের ফর্ম দূতাবাসের ওয়েব সাইডে যুক্ত করা হয়েছে। এর আগে গত ২৭ ডিসেম্বর ইত্তেফাকের সাথে অটোয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের হাই কমিশনার ড. খলিলুর রহমান এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তার এক মাসের মধ্যে এই কাজটি শুরু হলো।



কানাডায় বাংলাদেশীদের ডাটাবেস তৈরির কার্যক্রম শুরু

ড. খলিলুর রহমান জানান, এই তালিকায় শুধু বাংলাদেশী-কানাডিয়ানই নয়, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ক্যাটাগরির অভিবাসীরাও যুক্ত হবেন। যেমন, কানাডায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী। কানাডায় বসবাসরত সকল বাংলাদেশী প্রবাসীদের ডাটাবেসটি করতে পারলে গবেষণা থেকে শুরু করে নানাভাবে উপকার পাওয়া যাবে। জানা যাবে, কোন পেশার কতজন বাংলাদেশী রয়েছেন। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং সফলতার উপর ভিত্তি করে মাতৃভূমি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে অর্থবহ হবে। তিনি এই প্রশংসামূলক ও মূল্যবান কাজটিতে সকল প্রবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

যদিও জরিপ কাজে নানা ধরণের সমস্যা হবে। যেমন, অনেক অভিবাসী আগ্রহ প্রকাশ করবেন না কেউবা দীর্ঘদিন প্রবাসে অবস্থান করে আড়ালে রয়েছেন, আবার অন্য সম্প্রদায়ে বৈবাহিক সূত্রে মাইগ্রেট করেছেন অথবা যারা অবৈধ বসবাস করছেন কিংবা অর্থ-পাচার করে এসেছেন, তারাও তথ্য দিতে চাইবেন না, দিলেও প্রকৃত তথ্য অনেকেই গোপন করবেন। তবু ধাপে ধাপে এক সময় অনেকটা কাছাকাছি একটা পরিসংখ্যা পাওয়া যাবে বলে অনুমেয়।

কানাডায় বাংলাদেশী-কানাডিয়ানদের জরিপ তালিকা নিবন্ধের লিংকটি নিম্নরূপ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_qrQxKjV3vmfCfkPHHKsscTgF_eGJGUFvU4zgGUl44VBoUw/viewform?fbclid=IwAR0MSZj-VkvdOL8dtlVa4FWdimaKvUeO2mnFbVpGlkdbw1DC2_F1aSu66pI



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing,Flyer, Business Card,Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টার শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472



ভালোবাসার দিনে স্বামীর কিডনিতে প্রাণ রক্ষা স্ত্রীর!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুগ যুগ ধরে অনেক ভালোবাসার অমর কাহিনী মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে আসে। এ যুগের প্রেমিক-প্রেমিকারা শাহজাহানের মতো তাজমহল বানাতে না পারলেও তারাও কম যান না। এবারের বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে এমনই এক ঘটনা সামনে এলো সবার। খবর নিউজ এইটটিনের।

জানা গেছে, স্ত্রীকে বাঁচাতে ভ্যালেন্টাইনস ডে-কে সাক্ষী রেখে নিজের শরীর থেকে কিডনি দিলেন স্বামী। একই সঙ্গে নিজেদের ২৩তম বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করলেন ভারতের এই আলোচিত দম্পতি।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, ভারতের আহমেদাবাদে অটোইমিউনো কিডনি ডিজিজে ভুগছিলেন রিতাবেন নামের ওই গৃহবধূ। গত ৩ বছর ধরে তিনি এই রোগে আক্রান্ত। পরে ওই নারীর স্বামী বিনোদ নিজের কিডনি উপহারের সিদ্ধান্ত নেন। বিনো বলেন, গত ৩ বছর ধরে স্ত্রীকে কষ্ট পেতে দেখছি। স্ত্রীর বয়স ৪৪ বছর। আমি চাই ও দীর্ঘায়ু হোক। সে জন্য নিজের একটা কিডনি দান করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এর মাধ্যমে একটা বার্তা দিতে চাই। সবাই যেন নিজের সঙ্গীকে সম্মান করেন এবং প্রয়োজনে একে অপরের পাশে দাঁড়ান।

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে শরীর। গাড়ীর বরফ পরিস্কার করতে গিয়ে অনুভব করলো শোয়েব। সত্যিই প্রচন্ড ঠান্ডা। ফরকাস্টে দেখলো (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করলেন কর্নেল (অব:) খালেকুজ্জামান

'ইন্না লিল্লাহ' পড়তে পড়তে মারা গেলেন আলাল আহমেদ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশীদের মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে। গত সপ্তাহে দু'জন বাংলাদেশী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। এর আগে দু'জন বাংলাদেশী যুবক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। রোববার আলাল আহমেদ (৭৫) নামে এক বাংলাদেশী মৃত্যুবরণ করেছেন। কুইন্স ভিলেজে বসবাসকারী আলাল আহমেদের বাড়ী সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার নুরুল্লাপুর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও তিন কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান।জানা গেছে, রোববার সকালে (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)




আলাল আহমেদ, কর্নেল খালেকুজ্জামান ও রৌফ তপাদার


গত সপ্তাহে ব্রঙ্কসে কোভিড-১৯ এর ২য় ডোজ গ্রহণ কারী কয়েকজন বাংলাদেশী

ভ্যাকসিনেশন সাইটগুলোতে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

কভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী করোনা ভাইরাস রোধে নিউইয়র্কবাসীদের ভ্যাকসিন গ্রহণ সহজতর করতে ভ্যাকসিনেশন সাইটগুলোতে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে আগামী সপ্তাহে আরো বিপুল সংখ্যক জনগণ ভ্যাকসিন নেয়ার সুযোগ পাবেন। গত শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে গভর্ণর এন্ড্রু কুমো এই তথ্য (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

ইসলামের বিধান ও মানবস্বভাব

মুফতি মাহমুদ হাসান

ইসলামের বিধানাবলির পরিপালন কঠিন কিছু নয়। কেননা এ বিধানাবলি মানুষের 'ফিতরাত' তথা সৃষ্টিগত প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

হেলথ টিপস

যেসব কারণে খালি পেটে পানি খাবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পানির অপর নাম জীবন। টিকে থাকতে প্রত্যেক জীবের পানি গ্রহণ অত্যাবশ্যক। যখন আমরা তৃষ্ণার্ত হই বা ঝালজাতীয় (বাকি অংশ ২৩ পাতায়

চট্টগ্রাম সমিতি

সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর সময় বর্ধিত

নিউইয়র্ক: চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর সময় বর্ধিত করা হয়েছে। গত ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার ও (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

আগে দরকার টীকাদানের একটা নীতিমালা



হুজুগে বাঙাল' বলে আমাদের একটা ভাল সুখ্যাতি আছে! একটা কিছু পেলেই আগ-পিছ না ভেবে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়া এক ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেন। গত বছর সেই করোনার সূচনাকালেও দেখলাম কি হুলুস্থুল কারবার! জানলাম না বুঝলাম না করোনা কি, লাল নিশান নীল নিশান, মসজিদে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

অনলাইনে বাড়ছে দেশীয় খাবারের অর্ডার

শেখ সিরাজ: করোনার সময়ে বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টগুলো মোটামুটি খোলা থাকলেও রেষ্টুরেন্টের পার্টি হল এবং পার্টি সেন্টারগুলো বন্ধ ছিল এবং এখনও আছে। প্রায় এক বছর হলো কোন পার্টি হলেই (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

৩৬ ঘন্টায় চারটি ছুরিকাঘাতের ঘটনা

সিটিতে ৫০০ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ের এ লাইনে ৩৬ ঘন্টায় পৃথক পৃথক চারটি ছুরিকাঘাতের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি জনমনে চরম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সিটির সাবওয়েগুলোতে অপরাধ বেড়ে গেছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এনওয়াইপিডি (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

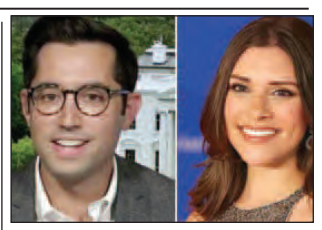
নিউয়ির্কে আরো ২ কিশোরী নিখোঁজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে আবার কিশোরী নিখোঁজের ঘটনা ঘছে। শনিবার ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কস থেকে ১৪ ও ১৬ বছর বয়সী দুই কিশোরী নিখোঁজ হয় বলে এনওয়াইডিপি সূত্রে জানা (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)




মিশিগানে কনস্যুলেট অফিস স্থাপনে সাড়া নেই প্রবাসীদের ক্ষোভ

তোফায়েল রেজা সোহেল, মিশিগান থেকে: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালনের এক বছর পেরিয়ে গেলেও কনস্যুলেট অফিস স্থাপনে এখনও সাড়া নেই সরকারের। এতে প্রবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার সৃষ্টি হয়েছে। (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



নারী সাংবাদিককে হুমকি

বাইডেনের উপ-প্রেস সচিব বরখাস্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাংবাদিককে হুমকি দেওয়ায় বাইডেনের উপ-প্রেস সচিব এবং হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র টিজে ডাকলোকে এক সপ্তাহের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে। এ সময়ে তিনি বেতন পাবেন না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ব্যক্তিগত জীবন (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

খেলার খবর

৯ বছর পর এমন লজ্জা পেল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে বাংলাদেশ। ৯ বছর (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

আজ সোমবার কনস্যুলেট অফিস বন্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে ১৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার বন্ধ থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম 'ফাউন্ডার ফাদার' ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

জিয়ার খেতাব বাতিলের উদ্যোগে

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতৃবৃন্দের নিন্দা

বিশেষ প্রতিনিধি: বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের 'বীরউত্তম' খেতাব বাতিলের উদ্যোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিসহ সহ যুবদল নেতৃবৃন্দ। পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তারা বলেন, শহীদ জিয়ার '(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

রেস্টুরেন্ট খোলার প্রথম দিনেই খলিল বিরিয়ানি জমজমাট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গভর্নর এন্ড্রু কুমোর নির্দেশে গত ১২ ফেব্রুয়ারী থেকে নিউইয়র্কের ---(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)



J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA
Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা ৬৪৯+ Tax নিউইয়র্ক
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
BRITISH AIRWAYS
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com